এমফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

ইকবাল কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য ও ব্যক্তিত্ব

মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী

গবেষক

ফার্সী

ঢাকা বি

ড. উ

তত্ত্বাবধ

ফার্সী ও

ঢাকা বি

ফার্সী ও উর্দু বিভা

RB
B
391-4391009
RAI

M.

403548

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এমফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

GIFT

ইকবাল কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য ও ব্যক্তিত্ব

Dhaka University Library
403548

মুহাম্মদ গোলাম রববানী
রেজিঃ নং ১০০/১৯৯৯-২০০০
গবেষক ও প্রভাষক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

403548

ড. উম্মে সালমা
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ফার্সী ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬ মার্চ ২০০৬

Department of Persian & Urdu
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

ফার্সি ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Date.....

No.....

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী আমার তত্ত্বাবধানে "ইকবাল কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য ও ব্যক্তিত্ব" শিরোনামে এম ফিল গবেষণা করেছেন। আমি তার গবেষণা থিসিসটি পড়ে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছি।

এ গবেষণাটি আমার জানা মতে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি গ্রহণের জন্য জমা দেয়নি এবং কোন প্রতিষ্ঠানে এ গবেষণাটি বা এর অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হয়নি।

আমি এ থিসিসটি এম ফিল ডিগ্রি প্রদানের জন্য উপযোগী বলে মনে করি।

6.3.06

(ড. উম্মে সালমা)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

403548

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Phone : 9661900-19 Ext. 4320 9661920-73 Ext. 4320 (direct) Fax : 880-2-8615583 E-mail : duregstr@bangla.net
Web : //www.univdhaka.edu

Dhaka University Institutional Repository

Department of Persian & Urdu
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh

ফার্সি ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Date..............................

No..............................

ঘোষণা

আমি ঘোষণা করছি "ইকবাল কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য ও ব্যক্তিত্ব" এম ফিল গবেষণাটি আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম। এ গবেষণা থিসিস অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি গ্রহণের জন্য জমা দেয়া হয়নি। এ থিসিস বা এর অংশ বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশিত হয়নি।

গোলাম রববানী
৬/৩/০৬

মুহাম্মদ গোলাম রববানী
এম ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-১০০/১৯৯৯-২০০০
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

403548

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা থিসিস

এক নজরে

- কৃতজ্ঞতা স্বীকার
- প্রসঙ্গ কথা
- ড. মুহাম্মদ ইকবাল র.
- ঐতিহাসিক তথ্য
- নবী-রাসূল
- সাহাবায়ে কিরাম
- রাজা-বাদশাহ
- কবি-সাহিত্যিক
- দার্শনিক,সুফী ও সংস্কারক
- গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতায় স্মরি

ড. মুহাম্মদ ইকবাল। বিশ্ব জোড়া যার খ্যাতি। বিশ্ব চিন্তা নিয়েই যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন পাঞ্জাবের এক মুসলিম পরিবারে। যার খুদী, সমাজচিন্তা, সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা সবার কাছেই হয়েছে গৃহিত।

উর্দু সাহিত্যের একজন ছাত্র হিসেবে আমি যখন ইকবালের কবিতা পড়ি তখন ইকবালকে পাই আমার পরম বন্ধু হিসেবে। তিনি যেন আমার সকল সমস্যা শুনে আমার এ মুহূর্তে যা করণীয় তা-ই বলে দিচ্ছেন। জীবন পরিক্রমায় মাঝে মাঝে যখন ভিষন্নতা আমাকে গ্রাস করে তখন গভীর ভাবে অধ্যায়ন করি ইকবালের কবিতা। ইকবাল ইতিহাস থেকে আমাকে শিক্ষা দেন অনেক কিছু। দেন আমাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস। শেখান পিছুটান এড়িয়ে, মাথা উচুঁ করে দাঁড়ানোর কৌশল। তাই আমি ইকবাল ভক্ত। ইকবালের বই পেলেই না পড়ে থাকতে পারি না।

এক সময় এমফিল গবেষণা করার সুযোগ আসে। বিষয় নির্ধারণ নিয়ে ভাবছি। পরামর্শও করছি উস্তাদ ও বন্ধুদের সাথে। এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা। এজন্য হাজির হলাম আমার প্রিয় উস্তাদ, খ্যাতিমান গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, ফার্সী ও উর্দু বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ স্যারের কাছে। সব শুনে তিনি বিষয় নেয়ার জন্য বললেন- "ইকবাল কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য ও ব্যক্তিত্ব।" এ বিষয় নিয়ে পি এইচ ডিও করা যাবে।

আমি তো এ বিষয়টি-ই চাচ্ছিলাম! আনন্দে নেচে উঠল প্রাণ। তার পরামর্শেই তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বেছে নিতে ফার্সী ও উর্দু বিভাগের সনামধন্য প্রফেসর, গবেষক, সফল তত্ত্বাবধায়ক, সাবেক চেয়ারম্যান ড. উম্মে সালমা ম্যাডামের কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি সর্বদা স্নেহশীলা। আমার অনুরোধ তিনি ফেললেন না। শুরু হল এমফিল গবেষণার প্রাথমিক পর্ব। ১ম পর্বে ভাল নম্বরে উত্তীর্ণ হলাম। পিএইচডিতে স্থানান্তরের সুযোগ এলো। অনেকে পরামর্শও দিলেন। মন থেকে সায় পেলাম না। এমফিল হয়ে যাক না এ বিষয়েই। পিএইচডি অন্য বিষয়েই করে নেয়া যাবে।

শুরু হলো থিসিস লেখার কাজ। কিছু কাজ করতেই হয়ে গেলাম অসুস্থ। আইরাইটিস। চোখে দেখতে সমস্যা। একটানা ৪ মাস চিকিৎসা চলল। এর মধ্যে বাড়তি লেখাপড়া বন্ধ। গবেষণাও বন্ধ। অবশেষে ভাল হলাম। ২ মাস কাজ না করতেই আবার অসুস্থতা। এবার ২ মাসে ভাল হলাম এ রোগ থেকে। তারপর থেকে বেশী লোড নিতে পারি না। অল্প অল্প করে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হল।

শেষ পর্যন্ত এ কাজটি সমাপ্ত করার সুযোগ পেলাম। এজন্য আমি প্রথমেই আল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

রাব্বুল আলামীনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আলহামদুলিল্লাহ! যার অনুগ্রহ, দয়া আর তাওফীকে এ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। সেই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের প্রতি। তারা বিভিন্ন সময়ে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। অবগত করিয়েছেন অজানা তথ্যসমূহ। এ পর্যায়ে সাবেক চেয়ারম্যান ড. জাফর আহমদ ভুইয়া ও বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কে. এম. সাইফুল ইসলাম খান স্যারদ্বয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে পথ দেখিয়েছেন কিভাবে সহজে সুন্দর গবেষণা থিসিস উপস্থাপন করা যায়। আমার উস্তাদ ড. কুলসুম আবুল বাশার, ড. কানিজ-ই- বাতুল ও জনাব জিনাত আরা শিরাজী ম্যাডামও নিয়েছেন খোঁজ খবর। এ গবেষণা করতে গিয়ে রুম দখল করে বিরক্ত করেছি বন্ধু প্রতিম তারিক জিয়াউর রহমান শিরাজী ও মহসিন উদ্দিন মিয়া স্যারদেরকে। আবুল কালাম সরকার, ইস্রাফীল ও মাহমুদ ভাই তো বলতে গেলে প্রতিদিনই খোঁজ খবর নিয়েছেন। আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার ও সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল বিভাগের কর্মকর্তা রেজাউল ইসলাম। কম্পোজে সহযোগিতা করেছেন আলী মুর্তাজা ও ইমদাদ। আমার পরিবার থেকে মা আয়েশা খাতুন, ভাই নূরুন্নবী, নূরুল হুদা ও গোলাম মোস্তফা,বোন মোমেনা, সুফিয়া ও দিলরুবা সব সময় দিয়েছেন উৎসাহ নিয়েছেন খবর। শেষ দিকে এসে সহধর্মিনী মাহিন ফেরদৌসের উৎসাহ ও চাপ এ কাজটি শেষ করতে সহায়তা করেছে। বন্ধু লাবীব আব্দুল্লাহ সহ যারা বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, তথ্য দিয়েছেন, তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সবার জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দুয়া আকারে বলি جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا فِى الدَّارَيْنِ আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সবাইকে উভয়জাহানে উত্তম পুরস্কার দিন। আমীন।

গোলাম রব্বানী
৬/৩/০৬

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্যসূচী

	▣ প্রসঙ্গ কথা	৯
জীবন ও কর্ম ◇	▣ জন্ম ও পরিবার	১২
ড. মুহাম্মদ ইকবাল	▣ শিক্ষা	১২
	▣ সাহিত্য চর্চা	১২
	▣ উচ্চ শিক্ষা	১৩
	▣ শিক্ষকতা	১৩
	▣ কাব্যে নতুন মোড়	১৪
	▣ আইন পেশা	১৪
	▣ রাজনীতি	১৪
	▣ ইন্তিকাল	১৫
ঐতিহাসিক তথ্য ◇	▣ আলমূত দুর্গ	১৭
	▣ ইয়ারমুক যুদ্ধ	১৯
	▣ ইয়াজুজ মাজুজ	২১
	▣ কর্ডোভা মসজিদ	২৪
	▣ বদর যুদ্ধ	২৬
	▣ মিরাজ	২৯
	▣ স্পেন বিজয়	৩১
	▣ সোমনাথ মন্দির	৩৩
	▣ হুনাইন যুদ্ধ	৩৪
ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ◇	▣ হযরত আদম আ.	৩৭
নবী-রাসূল	▣ হযরত ইউসুফ আ.	৩৯
	▣ হযরত ইবরাহীম আ.	৪১
	▣ হযরত ইসমাঈল আ.	৪৪
	▣ হযরত ঈসা আ.	৪৬
	▣ হযরত নূহ আ.	৪৮
	▣ হযরত মূসা আ.	৪৯
	▣ হযরত মুহাম্মদ সা.	৫১
	▣ হযরত সুলাইমান আ.	৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ◇
সাহাবায়ে কেরাম

- ▣ হযরত আবু আইয়ূব আনছারী রা. ৫৭
- ▣ হযরত আবু উবাইদা রা. ৫৮
- ▣ হযরত আবু বকর রা. ৫৯
- ▣ হযরত আবু যর গিফারী রা. ৬১
- ▣ হযরত আলী রা. ৬২
- ▣ হযরত উমর রা. ৬৫
- ▣ হযরত উসমান রা. ৬৭
- ▣ হযরত খালিদ রা. ৬৮
- ▣ হযরত ফাতিমাতুজ জাহরা ৭০
- ▣ হযরত বিলাল রা. ৭১
- ▣ হযরত সালমান ফারসী রা. ৭৩
- ▣ হযরত হুসাইন রা. ৭৫

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ◇
রাজা-বাদশাহ

- ▣ বাদশাহ ইসকান্দর যুলকারনাইন ৭৭
- ▣ রাজা চেঙ্গিসখান ৮১
- ▣ সুলতান ফতেহ আলী খান টিপু ৮২
- ▣ আমির তৈমুর লং ৮৪
- ▣ বাদশাহ দারা ৮৬
- ▣ বাদশাহ নাদির শাহ ৮৯
- ▣ সুলতান মাহমুদ গজনবী ৯০
- ▣ বাদশাহ শিহাবুদ্দীন ঘুরী ৯৪
- ▣ বাদশাহ শেরশাহ সুরী ৯৫

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ◇
কবি-সাহিত্যিক

- ▣ মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব র. ৯৮
- ▣ নবাব মির্জা খান দাগ র. ১০২
- ▣ শাহনামার কবি ফেরদৌসী র. ১০৫
- ▣ হাফিজ শামসুদ্দীন শিরাজী র. ১০৬
- ▣ মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী র. ১০৮
- ▣ আল্লামা শিবলী নোমানী র. ১১১
- ▣ শেখ মুছলেহুদ্দীন সাদী র. ১১৩
- ▣ জার্মান কবি গেটে ১১৪

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ◇
দার্শনিক,সুফী ও সংস্কারক

- ▣ ইমাম আবু হামিদ গাযালী র. ১১৬
- ▣ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী র. ১২১
- ▣ গুরু নানক শাহী ১২৭

গ্রন্থপঞ্জি ◇ ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

ইকবাল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন না। ইতিহাস বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনাও করেননি। ইতিহাসবিদ হিসেবে নিজেকে দাবীও তিনি করেননি। বরং যখন কোন ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেয়ার জন্য বা আলোচনা করার অনুরোধ কেউ করতেন তখন তিনি বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করতেন। বলতেন, ইতিহাস আমার আলোচ্য বিষয় নয়। তিনি মূলত ছিলেন দার্শনিক। লিখেছেন অসংখ্য কবিতা। কখনও ফার্সী ভাষায় আবার কখনও উর্দু ভাষায়। উর্দু ভাষায় কবিতা লিখে তিনি উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন।

ড. মুহাম্মদ ইকবাল মূলত ইতিহাসের ছাত্র না হলেও তিনি অধ্যয়ন করেছেন বিভিন্ন বিষয়। কুরআন হাদীস তো তিনি নিয়মিত পড়েছেন। হেটে বেড়িয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। সীরাতের আলোচনা তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনেছেন, পড়েছেন। সমকালীন বিষয় সম্পর্কে তিনি ছিলেন সর্বদা সজাগ। মুসলমানদের সোনালী অতীত তাকে বারবার টানতো। মুসলমানদের পতন ও অপদস্ততা তাকে বিমূর্ষ করে তুলতো। তাই ইকবাল রহ. ইতিহাসের ছাত্র না হয়েও ইতিহাসকে স্থান দিয়েছেন তার কবিতায়। কবিতার ছন্দে ছন্দে তিনি পাঠককে নিয়ে গেছেন দূর অতীতে। যেখানে দাড়িয়ে পাঠক উপলব্ধি করতে পেরেছেন তার সঠিক অবস্থান। ফিরে পেয়েছে চেতনা। জেগেছে খুদী। নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে আমার কী করণীয় এ মুহূর্তে।

ইতিহাস আলোচকদের মতো ইকবাল র. কাব্য আকারে লিখেননি। ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা, ফলাফল ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে কোথাও বর্ণনা করেননি। তার কবিতায় নিয়ে এসেছেন সেই অংশটুকুই যা পড়ে মুসলমান উপকৃত হতে পারে। পেয়ে যেতে পারে তার কাঙ্খিত পথ। এজন্য কখনও নিয়ে এসেছেন ঘটনার প্রেক্ষাপট। আবার কখনও ফলাফল। আবার কখনও কারো কোন বিশেষ উদ্বৃতি। আবার কখনও পরাজয়ের কারণ।

মুসলমানদের উত্তরণের জন্য ইকবাল রহ. আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন। বিশ্ব মুসলিম এক জাতি তাই তুলে ধরেছেন। মুসলমানদের গোলামী জীবন, দৈন্যদশা এবং মুসলমানদের উপর নির্যাতন এসব তিনি মেনে নিতে পারেননি। এ নিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে অভিযোগও করেন। এর সমাধান কি হতে পারে তাও তিনি চিহ্নিত করেন। ইতিহাসের পাতা থেকে একেকটি বিষয়ের আলোকিত দিক অন্ধকার দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

ইতিহাসের ছাত্ররা ৪টি বিষয় মনে রাখে- ক. ঘটনার সময়-তারিখ, খ. কোথায় ঘটেছে, গ. কি ঘটেছে, ঘ. কোন কোন ব্যক্তির মাধ্যমে ঘটেছে। তাই ইতিহাসে 'ব্যক্তি' প্রধান বিষয়। ব্যক্তি নিয়েই মূলত আলোচনা হয়। ইকবাল রহ. এর কাব্যে অনেক ব্যক্তির

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা এসেছে। কখনও তিনি সবচেয়ে ভাল মানুষ নবী-রাসূলগণের কথা নিয়ে

এনেছেন। আবার কখনও রাজা-বাদশাদের প্রসঙ্গ এনেছেন। কখনও নিয়ে এসেছেন কোন কবি-সাহিত্যিককে ইকবাল কাব্যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর সাথে সীমিত নয়। শুধু মুসলিম ব্যক্তিত্বই স্থান পেয়েছে এমন নয়। আলোচনায় এসেছে অমুসলিম শাসক-কবি,সাহিত্যিকও।

ইকবাল কাব্যের এসব ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা আমার মত নবীন গবেষকদের জন্য কঠিন ব্যাপার। তবুও চেষ্টা করেছি তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার। বিশেষ করে ইকবাল যে দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন সে দিক নিয়ে আলোচনায় বেশী গুরুত্ব দেয়ার চেষটা করেছি। ব্যক্তির আলোচনার শুরুতে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে নির্ভরযোগ্য লেখক বা প্রকাশকের বই অধ্যয়ন করা হয়েছে। সঠিক তথ্যটিই উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও আমাদের দুর্বলতা কোথাও ধরা পড়তেই পারে।

ব্যক্তির আলোচনার পরপরই ইকবাল কবিতায় কোথায় সেই ব্যক্তির আলোচনা এসেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য কবিতার মূলকথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কবিতার অনুবাদ উল্লেখ করা গবেষণার বিষয় মনে করা হয়নি।

ঐতিহাসিক তথ্য তো ইকবালের অনেক কবিতায় রয়েছে। ইকবালের কবিতার বিভিন্ন স্থানের নামও এসেছে অনেক। স্থান ও ঘটনা থেকে কয়েকটি মাত্র এখানে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে। গবেষণার শিরোনামটি পিএইচডি ডিগ্রির উপযোগী। এ শিরোনামে লেখার পরিধিও অনেক। এমফিল থিসিস হিসেবে আমরা একটু সংক্ষিপ্ত আকারেই শেষ করার চেষ্টা করেছি। ফলে বাদ পড়েছে অনেক তথ্য। আলোচনা করা যায়নি বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্বের। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত গবেষণা উপস্থাপন করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ গোলাম রববানী

ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬ মার্চ ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও কর্ম

ড. মুহাম্মদ ইকবাল র.

- জন্ম ও পরিবার
- শিক্ষা
- সাহিত্য চর্চা
- উচ্চ শিক্ষা
- শিক্ষকতা
- কাব্যে নতুন মোড়
- আইন পেশা
- রাজনীতি
- ইন্তিকাল

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও কর্ম

ড. মুহাম্মদ ইকবাল র.

জন্ম ও পরিবার:

ড. মুহাম্মদ ইকবাল র. উর্দু সাহিত্যের এক রত্ন। এক বিশ্বময়ী প্রতিভা। ড. মুহাম্মদ ইকবাল র. ভারতের পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টে ১৮৭৭ সনের ৯ নভেম্বর মোতাবিক ৩ জিলকদ ১২৯৪ হি: সনের শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃপুরুষ ছিল কাশ্মিরী। ব্রাহ্মন পরিবার একসময় ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়।

ইকবালের বাবার নাম নূর মুহাম্মদ। মায়ের নাম ইমাম বিবি। রড় ভাই আতা মুহাম্মদ ইকবালের পিতা বেশী শিক্ষিত না হলেও ধার্মিকতায় ছিলেন অতুলনীয়। ছোট বেলা থেকেই ইকবাল বাবার সাথে জামাতে নামাযে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। তার বাবা হালাল-হারামের প্রতি খুব বেশী খেয়াল রাখতেন।

শিক্ষা:

ইকবালের প্রাথমিক শিক্ষা তো ঘরেই হয়েছে। কুরআন পড়ায় তিনি ছিলেন নিয়মিত। তার কণ্ঠও ছিল সুন্দর। আরবী,ফার্সী ও উর্দু শিক্ষা লাভ করেন মীর হাসানের স্কুলে। মীর হাসান ইকবালের জীবনে ভাল প্রভাব ফেলেন।[১]

১৮৮৩ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহনের উদ্দেশ্যে স্ক্যাচ মিশন স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮৮ সালে তিনি প্রাইমারী স্কুল পাস করে। ১৮৯১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন। ১৮৯৩ সালে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন।

ম্যাট্রিক পাসের বছর তার বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। করীম বিবির সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়।

সাহিত্য চর্চা:

ইকবালের লেখা পড়া চলতে থাকলো। স্ক্যাচ মিশন কলেজ যা বর্তমানে ম্যারী কলে তাতে ভর্তি হলেন। কলেজ জীবনের লেখা পড়ার পাশাপাশিও তার বাবার বন্ধু সায়্যিদ মীর হাসান গৃহশিক্ষক হিসেবে তাকে পড়াতে থাকেন। মীর হাসান আরবী, ফার্সী, উর্দু, পাঞ্জাবী ভাষার হাজারও কবিতা মুখস্ত করেছিলেন। সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। উপযুক্ত ছাত্র পেয়ে তাকে ভাল ভাবে পড়াতে থাকেন। শিখাতে থাকেন সাহিত্যের কলাকৌশল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে থেকেই ইকবাল কবিতা রচনা করতেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠানো শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে দিল্লির 'মাহনামায়ে জবান'-এ তার গজল প্রকাশিত হয়।[২]

১৮৯৪ সালেই সাহিত্য সম্পাদনার জন্য নবাব মির্জা খান দাগের কাছে কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

পাঠাতে থাকেন। দাগও তার কবিতা সম্পাদনা করে দিতে থাকেন।

১৮৯৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে। তারপর বিএ পড়ার জন্য শিয়ালকোর্ট ছেড়ে লাহোরে চলে যান। লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে বিএ ভর্তি হলেন। বিষয় নিলেন আরবী, ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন।

১৮৯৬: প্রথম সন্তান মিরাজ বেগমের জন্ম হয়। এ বছর থেকে কবিতা আসরে যোগ দেয়া শুরু করেন।

উচ্চ শিক্ষা:

১৮৯৭: বিএ ডিগ্রি ২য় বিভাগে অর্জন করেন। দর্শন নিয়ে এমএ তে ভর্তি হন। পাশাপাশি আদালতেও উপস্থিত হতেন। আইন পেশা তার মাথায় বারবার নাড়া দিতে থাকে। কিন্তু দর্শন পড়ার প্রতি বেশী গুরুত্ব দেন। ফলে আইন বিষয়ে পরীক্ষায় ফেল করেন।

১৮৯৮ : প্রফেসর অরলেন্ড- এর সংপর্শে চলে আসেন তিনি। প্রফেসর দর্শনের শিক্ষক ছিলেন। প্রফেসর তাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব বিষয়ে জ্ঞান দিতে থাকেন। তারই উৎসাহে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপে যাবার চিন্তা করেন। তার মাথায় আইন নিয়ে পড়ার ব্যাপারটি আরো জোড়ালো হল।

১৮৯৯: পাঞ্জাব বিশ্বদ্যিালয় থেকে এমএ পাস করেন এবং মেডেল লাভ করেন ভাল রেজাল্টের জন্য।

শিক্ষকতা:

এমএ পাস করার পরপরই অস্থায়ী ভাবে লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে শিক্ষকতার দায়িত্ব লাভ করেন। আরবী, ইতিহাস ও অর্থনীতি পড়াতেন। এ সময়ে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সদস্য হন এবং তাতে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন।

১৯০১: ইকবাল ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে ৬ মাসের ছুটি নিয়ে গভর্নমেন্ট কলেজ লাহোরে ইংরেজীর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন।

এ সময়ে তিনি বিভিন্ন সাহিত্য আসরে বিভিন্ন কবিতা পড়া শুরু করেন। ফলে তার খ্যাতি ছড়াতে থাকে।

১৯০৫: গভর্নমেন্ট কলেজ লাহোর থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে ইউরোপে চলে যান। ট্রিনিটি কলেজ ক্যামব্রীজে ভর্তি হন।

১৯০৭ : জার্মানে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচ্যের দর্শন فلسفہ عجم শিরোনামে ফার্সী ভাষায় থিসিস লিখে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯০৮: লন্ডনের লিংকন ইন্সিটিটিউট থেকে ব্যারিষ্টার এট-ল ডিগ্রি লাভ করেন।

লন্ডন থাকা অবস্থায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লেকচার দিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যে নতুন মোড়:

ইকবাল দেশেপ্রেমের কবিতা লিখেন। তার কবিতা হিমালয়, নয়া শিওয়ালা, তারানায়ে হিন্দি, ছদায়ে দরদ, হিন্দুস্তানী বাচ্চো কা কাওমী গীত ইত্যাদি তার দেশ প্রেম ভিত্তিক কবিতার পরিচয় বহন করে।

ইউরোপে যাবার পর ২৪ টি নজমও লিখেন ৩ বছরে। কিন্তু হঠাৎ করে তার মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে যায়। এক পর্যায়ে কবিতা লেখা বন্ধ করে দেন। তার বন্ধু প্রতিম স্যার আব্দুল কাদির বাধা দিলেন। শেষ পর্যন্ত আবার কলম ধরে। তবে তার কবিতার বিষয়ে স্থান করে নিল মুসলমানদের অগ্রগতি, মুসলমানদের ঐক্য ও উন্নতি।

ইকবাল ইউরোপকে কাছে থেকে দেখেন। তাদের আচরণ ও মানসিকতা থেকে উপলব্ধি করেন মুসলমান হিসেবে তার কী করণীয় । ইকবাল এক চিঠিতে লিখেন- یورپ کی آب وہوانے مجھے مسلمان کردیا ইউরোপের আবহওয়া আমাকে মুসলমান বানিয়েছে।

১৯০৯: ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ায় তার পদে লেকচারার নিয়োগ দেয়ায় লন্ডন থেকে ফিরে এসে কি করবেন ভাবছিলেন। ১৯০৯ সালে গভর্নমেন্ট কলেজে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে আবার নিয়োগ পেলেন। পাশাপাশি আইন বিষয়ক জার্নালের যুগ্ম সম্পাদক হলেন।

আইন পেশা:

১৯১০: পাঞ্জাব বিশ্বদ্যিালয়ে ফেলো নির্ধারণ করা হয়। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আইন পেশা শুরু করেন। পাশাপশি চলে কাব্য চর্চা।

১৯১১: দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্সে যোগ দেন।

১৯১৪: ফার্সী ভাষায় লিখিত খুদী রহস্য اسرارخودی গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ বছর তার মা ও তার মেয়েকে হারান। মায়ের শোকে কবিতা লিখেন।

১৯১৮: রুমুযে খুদী (رموزخودی) গ্রন্থ প্রকাশ পায়।

রাজনীতি:

১৯১৯: মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের যৌথ সভায় যোগ দান করেন। রাজনীতির সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। তবে তিনি পরামর্শকের ভূমিকা বেশী রেখেছেন।

১৯২৩: ইংরেজ কর্তৃক ইকবালকে স্যার উপাধি দেয়া হয়।

১৯২৪: প্রথম উর্দু কাব্য গ্রন্থ যুদ্ধ ডঙ্কা-বাঙ্গে দারা। بانگ درا প্রকাশিত হয়।

১৯২৬: পাঞ্জাব আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে জয়ী হন।

১৯৩০: অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ বৈঠকে পাকিস্তানের পরিকল্পনা পেশ করেন।

১৯৩১: পিতা নূর মুহাম্মদের ইন্তিকাল হয়।

১৯৩২: তার ছেলে জাবিদকে লক্ষ্য করে লেখা ফার্সী কাব্য গ্রন্থ জাবিদ নামা (جاوید

Dhaka University Institutional Repository

ـس(ٹ) প্রকাশিত হয়।

১৯৩৩: নাদের শাহ আফগানীর আহ্বানে আফগানিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য হযরত সুলাইমান নদবী সহ কাবুলে গমন করেন।

১৯৩৪: আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভাপতি মনোনীত হন।

১৯৩৫: উর্দু কাব্য গ্রন্থ বালে জিবরীল প্রকাশিত হয়। স্ত্রী মনিরা বেগমের ইন্তিকাল হয়। একাকিত্ব তাকে ছেয়ে নেয়।

১৯৩৬: অসসুস্থ অবস্থায় কাটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে ডি-লেট ডিগ্রি দেয়া হয়।

১৯৩৭: অসুস্থতায় তার দৃষ্টি শক্তি কমে যায়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে ডি-লেট ডিগ্রি দেয়া হয়।

ইকবাল রাজনৈতিকভাবে মুসলিমলীগ করতেন। তবে রাজনৈতিকদের মত মাঠ পর্যায়ে সফর করতেন না। তার প্রদত্ত ১৯৩০ সালের মৌখিক পাকিস্তান প্রস্তাব-ই ১৯৪০ সালে এসে লাহোর প্রস্তাব আকারে চূড়ান্তভাবে মুসলমানদের আলাদা ভূমির প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়।

ইন্তিকাল:

১৯৩৮: ২১ এপ্রিল সকালে ৫টায় আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। বাদশাহী মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুর কিছুদিন পরই ফার্সী ও উর্দু ভাষায় লিখিত আরমুগানে হেজায প্রকাশিত হয়।

ইকবাল শিক্ষকতা, তারপর আইন পেশার পাশাপাশি সাহিত্য সাধনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মুসলমানদের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন সভা সমিতি, সেমিনারে অংশ গ্রহণ করতেন। ইকবাল তার কবিতার পরতে পরতে তুলে ধরেছেন দর্শন। তার কবিতায় স্থান পেয়েছে ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ। স্থান পেয়েছে জানা-অজানা নানা তথ্য।

১। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী: নুকুশে ইকবাল পৃ ৪৪

২। নূরুল হাসান নকবী : ইকবাল শায়ির ওয়া মুফাক্কির পৃ ১৩

৩। ড. রফীক যাকারিয়া: ইকবাল: শায়ির আওর সিয়াসত দাঁ পৃ ২৩৩-২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল কাব্যে

ঐতিহাসিক তথ্য

- আলমূত দুর্গ
- ইয়ারমুক যুদ্ধ
- ইয়াজুজ মাজুজ
- কর্ডোভা মসজিদ
- বদর যুদ্ধ
- মিরাজ
- স্পেন বিজয়
- সোমনাথ মন্দির
- হুনাইন যুদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

আলামূত (الوند) দুর্গ

শিয়াদের কারামতীয়া দলের মধ্য থেকে পারস্যের তুস নগরের আলহাসান ইবনে আসসাব্বাহ নিজেকে দক্ষিন আরবের হিমইয়ারী রাজ বংশের বংশধর দাবী করে এ্যাসাসিন আন্দোলন গড়ে তুলে। ১০৯০ ইং সালে আলহাসান ইরানের কাজভীনের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত বিখ্যাত আলামূত ﴿الوند﴾ দুর্গ অধিকার করেন। কাস্পিয়ান সাগরের তীর ও পারস্যের উচ্চভূমির মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত এ সুরক্ষিত দুর্গটি অধিকার করে আলহাসান বিপুল শক্তি লাভ করে। এ দুর্গ হতে সে বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ পরিচালনা করে। তারা বাতেনী মতবাদ প্রচার করতো। তাদের উচ্চ পর্যায়ের প্রচারকদের দায়ীউল কাবীর বলা হতো আর নিম্ন পর্যায়ের দায়ীদেরকে বলা হতো "ফেদায়ী"। ফেদায়ীরা যখন কোন আদেশ পেত তখনই তা বাস্তবায়ন করত।

এদের গুপ্ত দলই ১০৯২ সালে সেলজুক মন্ত্রী নিজামুল মুলকে হত্যা করে। তাদের দুর্গকে অপরাজেয় মনে করা হত। শেষ পর্যন্ত ১২৫৬ সালে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান আলামূত দুর্গ জয় করেন।[১]

এ দুর্গ সম্পর্কে অনেক আরো জানা যায়- ইরানে শাসক হাসান সাব্বার সময়ে আলামূত পাহাড়কে তারা তাদের বেহেশত হিসেবে গড়ে তুলেছিল। হাসান সাব্বা মূলত শিয়া ছিল। সুন্নীদের প্রতি এতই বিদ্বেষী ছিল যে সুন্নী কাউকে হত্যা করতে পারলে তা গৌরবের এবং ছাওয়াবের কাজ মনে করত। হাসান সাব্বাহ লোকেরা তো সরাসরি এমন ঘোষণা-ই দিত যদি কোন সুন্নী আলেমকে কেউ হত্যা করতে পারে, তাহলে সে বেহেশতে চলে যাবে।

এজন্য তারা কৌশল করে ইরানের আলামূত (الوند) পাহাড়ে একটি সুন্দর অট্টালিকা তৈরী করেছিল। সেখানে দেশের সেরা সুন্দরীদের একত্রিত করা হয়েছিল। তাদের সৌন্দর্য দেখে যে কেউ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়তো। শিয়া লোকেরা সাহসী লোকদেরকে ধরে চোখ বন্ধ করে নিয়ে যেতো সেই পাহাড়ে। তাকে ছেড়ে দিতো সেই সুন্দরী- তাদের ভাষায় হুরদের মাঝে। সেই হুর-রূপী সুন্দরীরা বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গিতে তাদেরকে আকৃষ্ট করত। আকৃষ্ট হয়ে গেলে কাউকে বলতো, আমাকে বিয়ে করতে চাইলে বা আমার সাথে মিলিত হতে চাইলে অমুক সুন্নী ব্যক্তি বা আলেমকে হত্যা করে আসতে হবে। রূপে পাগল সেই ব্যক্তি তাতে রাজী হয়ে যেত। আবার কাউকে বলা হতো- এটা হলো বেহেশত। তুমি শিয়া হয়ে যাও। এ বেহেশত পাবে। আবার কাউকে বলা হতো- তুমি যদি অমুককে হত্যা করতে পার তাহলে তোমাকে বেহেশতে পাঠানো হবে। বেহেশতের নমুনা হিসেবে তাদেরকে চোখ বন্ধ করে পাহাড়ের সেই অট্টালিকায় নেয়া হত। আবার চোখ বন্ধ করে তাকে বের করে নিয়ে আসা হত যেন কেউ এর পথ দেখতে না পারে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

এটা ছিল শিয়াদের ফাঁদ। ইকবাল বলেন, এক সময়কার আলামূত দুর্গ জয় করা ছিল খুবই কঠিন। তাও একসময় বিজিত হয়েছে। রহস্য জেনেছে মানুষে। আজও যদি সাহসিকতার সাথে কেউ এগিয়ে যায় তাহলে তা জয় করতে পারবে।

ইকবালের ভাষায়:

جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع

کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز![৩]

একই প্রসঙ্গ টেনে ইকবাল বলেন

آزماید قوت بازوے تو　　می نہد الوند پیش روے تو

باز گوید سرمہ ساز الوندرا　　از تف خنجر گداز الوندرا[৪]

১। মুহাম্মদ রিজা-ই-করীম : আরব জাতির ইতিহাস পৃ ৩১৯

২। গোলাম রসূল মিহির : মাতালিবে বালে জিবরীল পৃ ১৮৬

৩। ড. ইকবাল : নেপোলিয়ানকে মাযার পর, বালে জিবরীল পৃ ১৫০

৪। ড. ইকবাল : আসরারে রুমুয পৃ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

ইয়ারমুক বিজয়

মুসলিম ইতিহাসে ইয়ারমুকের যুদ্ধ এক যুগান্তকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধের মাধ্যমে রোমান শক্তিকে ভেঙ্গে তসনস করে দেয়া হয়েছিল। ফলে রোমানরা আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়াতে সাহস করেনি দীর্ঘ দিন।

তখন সবে মাত্র উমর রা. খলীফা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। ১৪ হিজরী সনে হযরত আবু উবায়দা রা. এর সেনাপতিত্বে খালিদ রা. এর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের ফলে এ বিজয় লাভ হয়। এ যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো- রাসূলুল্লাহ সা. এর ইন্তিকালের পর থেকেই কাফির, মুনাফিক ও নবুয়তের মিথ্যা দাবীদাররা মুসলমানদের ধ্বংস করে দিতে ওৎ পেতে থাকে। আবু বকর রা. এদের দমনে কঠিন হস্ত হন। চারদিক থেকেই মোকাবেলা শুরু করেন। এক পর্যায়ে রোমান শক্তি মুসলমানদের প্রধান বাধা হয়ে দাড়ালো। মুসলমানরা দমবার পাত্র নয়। তারাও যুদ্ধ চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা জয় করল। একে একে রোমানদের বিভিন্ন শহর পদানত হতে থাকল মুসলমানদের সামনে।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের প্রতিহত করতে ক্রুসেড যুদ্ধের আহবান জানালো। খৃষ্টান শক্তি সম্মিলিতভাবে 'মাহান' নামক সেনাপতির নেতৃত্বে আক্রমণে এগিয়ে আসে। তাদের সম্মিলিত সৈন্য সংখ্যা ৮ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রোমানদের সাথে যোগ হয় আরব সরদার জাবালা ইবনে আইহাম। তার সাথে ছিল ষাট হাজার আরব যোদ্ধা।

প্রথম পর্যায়ে আরব দ্বারা আরবদেরকে শেষ করে দেয়ার কৌশল হিসেবে মাহান বেছে নেয় জাবালাকে। জাবালার ৬০ হাজার বাহিনীকে মাত্র ৬০ জন মুসলমানই পরাজিত করে। এ বিজয়ে মুসলমানদের মাত্র দশজন শহীদ হন আর জাবালার বনী গাসসান গোত্রের ৫০০০ সৈন্য জীবন দেয়।

যখন আরব দ্বারা মাহান সফল হল না, তখন তার নিজের আড়াই লক্ষ প্রশিক্ষিত সৈন্যকে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত করল। অপর দিকে মুসলমান মুজাহিদের সংখ্যা ৩৬ থেকে ৪০ হাজার। বিরতি বিরতি দিয়ে চলল এ যুদ্ধ অনেক দিন। শেষ কয়েকদিন চলল তুমুল যুদ্ধ। শেষ দিকে এসে একদিনেই ৪০ হাজার রোমান সৈন্য নিহত হল। এ যুদ্ধে রোমান সেনাপতি মাহান নিহত হলে তারা ছত্র ভঙ্গ হয়ে গেল। মুসলমানরা লাভ করলেন চুড়ান্ত বিজয়। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল রোমানদের সর্বমোট লক্ষাধিক সৈন্য নিহত হয়েছে। বন্দী হল আরো ৪০ হাজার। অপর দিকে মুসলমানদের থেকে ১ হাজার মুসলিম মর্দে মুজাহিদ শহীদ হলেন।[১]

এ যুদ্ধের পর রোমান বাহিনীর প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙ্গে পড়ল। সর্বত্র ভীতি পরিলক্ষিত হতে থাকল। আরবের খৃষ্টানরাও দমে গেল। সেই সাথে মুনাফিক যারা তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ঈমান নিয়ে দোটানায় ছিল তারা মুসলিম শক্তি দেখে মুসলমানদের পক্ষে চলে এল। এ যুদ্ধের প্রভাবেই মুসলমানরা খুব সহজে এক রকম বিনা যুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাসের শহর জেরুজালেম দখল করে। মুসলমানদের জন্য এ যুদ্ধ খুবই গুরুত্ব বহণ করে।

এ যুদ্ধে এক মুজাহিদের বীরত্বপূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করে ইকবাল রচনা করেন কবিতা 'ইয়ারমুক যুদ্ধের একটি ঘটনা' (جنگ یرموک کا ایک واقعہ)। এ কবিতায় বর্ণনা করা হয়- ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় এক নওজোয়ান সেনাপতি আবু উবাইদা রা. এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে সেনাপতি! আমি নবী প্রেমে এখন বিভোর। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আজ শহীদ হয়ে যাব। সাক্ষাৎ হবে নবীজীর সাথে। যদি কোন পয়গাম থাকে তাহলে বলুন তা আমার নবীর কাছে পৌঁছে দিব। আবু উবাইরা রা. কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার আবেগ উপলব্ধি করলেন। এরপর বললেন, যখন নবীর সাথে দেখা হবে তখন বলবে- নবী সা. যে সব ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। রোম বিজয় হতে চলেছে। কুরআনের সেই মহান বানী غلبت الروم আজ বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।[২]

ইকবালের ভাষায়-

جنگ یرموک کا ایک واقعہ

صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند — تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام
اک نوجوان صورت سیماب مضطرب — آ کر ہوا امیر عساکر سے ہمکلام
اے بوعبیدہ رخصت پیکار دے مجھے — لبریز ہو گیا مرے صبر و سکوں کا جام
بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں — اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام
جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں — لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام
یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ — جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام
بولا امیر فوج کہ ''وہ نوجواں ہے تو — پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام
پوری کرے خدائے محمد تری مراد — کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام
پہنچے جو بارگاہ رسولؐ امیںؐ میں تو — کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام
ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے
پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضورؐ نے!''[৩]

১। নাসিম আরাফাত : খালিদ এলেন রনাঙ্গনে পৃ ৮৩-৯১

২। আলকুরআন, সূরা রুম, আয়াত ২

৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : জঙ্গে ইয়ারমুক কা এক ওয়াকিয়া, বাঙ্গে দারা পৃ ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াজুজ-মাজুজ

পাহাড়ের আড়ালে আটকে পড়া একটি জাতি তাদের জীবন চলে। পাহাড়ের ও পারেই তারা চাষাবাদ করে, খায়-দায়, মারামারি করে, সবই করে মানুষের মতো। হযরত নূহ আ. এর সন্তান ইয়াফাসের বংশধর এরা। আবার অনেকে বলেছেন, তারা আদমের সন্তান ঠিকই, কিন্তু তাদের মাতা হাওয়া আ. নয়, বরং অন্য কেউ। তাদের সংখ্যা যে কতো তার হিসাব নেই।

হাদীস মতে, কমপক্ষে সাধারণ মানুষের চেয়ে তারা দশগুণ বেশী। অন্য এক হাদীসে সংখ্যা আরো বেশী বলা হয়েছে। একবার মহানবী সা. সাহাবাগণকে জানালেন মানুষের মধ্যে হাজারে মাত্র একজন জান্নাতী হবে। মহানবী সা. এর এ কথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম ঘাবড়িয়ে গেলেন। মহানবী সা. সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সেই নয়শত নিরানব্বই জন দোযখীর মধ্যে হাজারে একজন হবে তোমাদের সাধারণ মানুষ থেকে, আর নয়শত নিরানব্বই জন হবে ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে।

এ ইয়াজুজ-মাজুজের দল প্রতিদিন চেষ্টা চালায় যুলকারনাইনের তৈরীকৃত প্রাচীর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসার জন্য। এমনকি তারা দেয়ালের গা চূর্ণ করতে করতে অপর প্রান্তের এমন কাছাকাছি চলে আসে যে, অপর প্রান্তের সূর্যের আলো পর্যন্ত তাদের অনুভূত হতে থাকে। তখন তাদের শরীরে এক ধরণের অলসতা এসে যায়। তখন তারা বলে ঠিক আছে। এই তো অপরপ্রান্ত দেখা যায়। আগামীকাল এসে তা শেষ করে দিবো। কিন্তু আল্লহার কী মহিমা! পরদিন তারা এসে দেখে প্রাচীর আগের মতই পূর্ণ হয়ে গেছে। আবারও তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা শুরু করে। এভাবে প্রায় শেষ মুহূর্তে অবসাদে ফেলে যায়। পরদিন তা আবার আগের অবস্থায় হয়ে যায়। তাই তাদের বের হওয়া সম্ভব হয় না।

কিয়ামত ঘনিয়ে আসলে, কিয়ামতের আলামত স্বরূপ আল্লাহ পাক তাদেরকে এক সময় সেখান থেকে বের করবেন। তখন কিয়ামত খুব নিকটে থাকবে। তখন চলতে থাকবে ঈসা আ. এর সময়। ঈসা আ. উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে নিজেকে মিশিয়ে নিবেন। তার নেতৃত্বে চলবে বিভিন্ন ফিতনা দমন অভিযান। যখন ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবার সময় হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা ঈসা আ.কে আদেশ দিবেন-আপন লোকজন নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যেতে। ঈসা আ. আশ্রয় নিবেন তুর পাহাড়ে।

আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী ইয়াজুজ-মাজুজের দল তাদের দেয়াল বিদীর্ণ করার কাজ শেষ করে ফেলে রাখার সময় বলবে-ইনশাআল্লাহ বাকীটুকু আগামী কাল শেষ করা হবে।[১]

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মধ্যে কিছু আল্লাহর নাম নেয়ার মতো লোকও আছে। তাদের মধ্যে কিছু মুসলমানও রয়েছে। তাদের ভালোদের সংখ্যা খুবই নগন্য। তারা ইনশাআল্লাহ বলার মাহাত্মের কারণে সেদিন আর প্রাচীর তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে না। তাই পরদিন তারা এসে অনায়াসে প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে। প্রাচীর ভেঙ্গে তারা এমন ক্ষীপ্র গতিতে বের হতে থাকবে,মনে হবে একজনের উপর অন্যজন পড়ছে এবং পিছলে উপর থেকে নীচে নামছে। ক্ষনিকের মধ্যে তারা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে। তারা তখন নদীর পানি পান করে শুকিয়ে ফেলবে। গাছপালা ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে। ফসলাদি নষ্ট করে দিবে। মানুষ পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিবে। তবু যাদেরকে পাবে ইয়াজুজ-মাজুজের দলেরা মেরে ফেলবে। তারা তখন এমন তান্ডব চালাবে, যে দিকে যাবে সেদিকে বিরাণ করে ছাড়বে। তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের 'জাবালুল খামার' পাহাড়ে চড়ে বলবে, "আমরা জমিনের সব শেষ করে দিয়েছি। চলো আমরা আসমানওয়ালাকেও শেষ করে দেই।"

তার পর তারা আকাশের দিকে তীর ছুড়বে। আর এ তীর আল্লাহর হুকুমে রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তখন আহমকের দল ভীষণ খুশি হয়ে যাবে। তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে এ ভূমিতে বিচরণ করতে থাকবে।

এ দিকে ঈসা আ. তুর পাহাড়ে যে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আশ্রয় নিবেন, তা শেষ হয়ে আসবে। খাদ্যাভাবে একটা গরুর মাথা একশত দিনারের চাইতে বেশী মূল্যবান হবে। ঈসা আ. ও অন্যান্য মুসলমানগণ কষ্ট লাঘবের জন্য দুয়া করতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের দুয়া কবুল করে ইয়াজুজ মাজুজদের খতম করার জন্য মহামারী আকারে রোগ-ব্যাধি পাঠাবেন। এতে করে অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা সবাই মারা যাবে। ঈসা আ. নীচে নেমে আসবেন। দেখবেন- লাশের স্তুপ আর স্তুপ। এ লাশ পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকলে, আবার আল্লাহর কাছে মুসলমানগণ দুয়া করবেন। আল্লাহ তায়ালা উটের ঘাড়ের মত ঘাড়ওয়ালা বড় বড় পাখি পাঠাবেন। পাখিরা এদেরকে দূরে সমুদ্রে ফেলে আসবে। আল্লাহ তায়ালা মুষলধারে বৃষ্টি দিবেন। তাতে সব ধুয়ে মুছে পৃথিবী আবার ঝকঝকে হয়ে উঠবে। আর পৃথিবীর লোকেরা এদের সন্ত্রাসী হত্যাযজ্ঞ থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করবে।[২] আল্লাহ তাদের জন্য নিয়ামতের ভান্ডার খুলে দিবেন। জমিনে এমন বরকত হবে, যা ইতিপূর্বে আর কখনই হয়নি। একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে। তখন শুধু চলবে শান্তি আর শান্তি, বরকত আর বরকত। কারো সাথে মারামারি থাকবে না, ঝগড়া থাকবে না। সবাই হবে সবার আপনজন। মুসলমানরা অনেক কষ্ট করার পর তারা সুখ পাবে। কুরআনেই তো আছে "নিশ্চয় দু:খের পর সুখ আছে।"[৩]

এছাড়া কেউ কেউ ইয়াজুজ-মাজুজের ব্যাখ্যা করেছেন ইযাজুজ হলো চিনের একটি

Dhaka University Institutional Repository

জাতি। আর মাজুজ হলো মঙ্গলীয়রা।৪

ইকবাল কাব্যে হাদীসের সেই কাহিনীর দিকে ইশারা করে বলা হয়েছে- ইয়াজুজ-মাজুজ এক সময় পাহাড় ভেঙ্গে বের হবে। আর তাদের এ বের হওয়া সেই কথাই বার বার বলে যায়। কেউ যখন সর্ব শক্তি দিয়ে কনিষ্ঠভাবে কোন কিছু কামনা করে, চেষ্টা করে সে অবশ্যই সফল হয়। ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা তাই শিক্ষা দেয়। ইকবালের ভাষায়-

محنت وسرمایہ دنیا میں صف آرا ہو گئے — دیکھے ہوتا ہے کس کس کی تمناؤں کا خون
حکمت و تدبیر سے یہ فتنۂ آشوب خیز — ٹل نہیں سکتا "وقد کنتم به تستعجلون"
کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام — چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف "ینسلون"৫

১। কাজী ছানাউল্লাহ: তাফসীরে মাজহারী ৬:৬৯
ইসমাইল ইবনে কাছির : তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩:১০৩-১০৯

২। মুফতী মুহাম্মদ শফী: তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন খন্ড৫ পৃ৬২৫

৩। আল কুরআন, সূরা আলাম নাশরাহ, আয়াত : ৬

৪। গোলাম রসূল মিহির : মাতালিবে বাঙ্গে দারা পৃ৩৩২

৫। ইকবাল : জরীফানা, বাঙ্গে দারা পৃ ২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

কর্ডোভা মসজিদ

ইকবালের সেরা কবিতার মধ্যে অন্যতম হলো মসজিদের কুরতবা (مسجد قرطبہ)। এ কবিতা তিনি ১৯৩৩ সালে স্পেনের মসজিদের কর্ডোভায় বসে লিখেছিলেন।[১]

তখন তিনি স্পেন সফর করেন তখন সে মসজিদের সামনে দাড়াতেই তিনি চলে যান পাঁচশত বছর পূর্বের ইতিহাসে। বরং বার শত বছর আগের স্পেন বিজয় যেন তিনি দেখতে থাকেন।

কর্ডোভার মসজিদটি মক্কা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের সাথে পাল্লা দিয়ে তৈরী করা হয়। মসজিদ তৈরী করেন আব্দুর রহমান।২

ইকবাল মসজিদে কর্ডোভার ইতিহাস বলতে গিয়ে বলেন- এক সময় তোমার কত নাম ছিল। কত লোক তোমার মাঝে এসে আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত হত। আজ তো তুমি শুধু বিরান।

تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا

ایک زمانے کی رو، جس میں نہ دن ہے نہ رات[৩]

যে মসজিদ থেকে এক সময় নিয়মিত আজান হত সে মসজিদে পাঁচ শত বছর পর্যন্ত আজান বন্ধ থাকে। যখন ইকবাল তা দেখতে যান তখন তাতে আজান বন্ধ ছিল। গত ২০০৪ সালে সেখানে আবার আজান চালু হয়। সেই আজান বন্ধের কথা দু:খের সাথে স্মরণ করে ইকবাল বলেন-

دیدۂ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں

آہ! کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں[৪]

অথচ স্পেনবাসী দেখেছে মুসলমানদের শক্তি। যারা এক সময় স্পেন বিজয় করেছিল। যারা শাসন করেছিল। তারাই আজ এখানে উপেক্ষিত। হায় আক্ষেপ!

روحِ مسلماں میں ہے آج وہی اضطراب

رازِ خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں[৫]

ইকবাল মুসলমানদেরকে এ কবিতার মাধ্যমে পিছনে নিয়ে গিয়ে আবার জাগাতে

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছেন। ইকবাল যখন মসজিদের পাশের কবীর নদীর তীরে দাড়িয়েছিলেন তখন তার কাছে মনে হতে থাকে সেই ইতিহাস। পরাজয়ে ইতিহাসর থেকে আরো পিছনে ফিরে গিয়ে উদ্ধার করেন বিজয়ের ইতিহাস এ ইতিহাস লড়াইয়ের। এ ইতিহাস তলোয়ার চালানো। এ ইতিহাস সময়ের মূল্যায়ন করার। -

آب روان کبیر! تیرے کنارے کوئی
دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب
عالم نو ہے ابھی پردۂ تقدیر میں
میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب
جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی
روح امم کی حیات کشمکش انقلاب
صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم
کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب[৬]

১। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কুরাইশী: আয়নায়ে ইকবাল পৃ ১৮
২। মুহম্মদ রেজা-ই-করীম : আরব জাতির ইতিহাস পৃ ৩৪১
৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : মসজিদে কুরতবা, বালে জিবরীল পৃ ৯৩
৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : মসজিদে কুরতবা, বালে জিবরীল পৃ ৯৯
৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : মসজিদে কুরতবা, বালে জিবরীল পৃ ১০০
৬। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : মসজিদে কুরতবা, বালে জিবরীল পৃ ১০১

Dhaka University Institutional Repository

বদর যুদ্ধ

ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হলো বদর যুদ্ধ। মক্কার কাফির বাহিনী যখন মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য অস্ত্র সংগ্রহের ফান্ড শক্তিশালী করতে চেয়েছিল তখন সেই ফান্ডে আঘাত করার ইচ্ছায় মুসলমানরা মদীনা থেকে বের হয়ে আসেন। গোয়েন্দা তথ্য মতে মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলা আবু সুফইয়ানের নেতৃত্বে পথ পরিবর্তন করে মক্কায় ফিরে যায়। এর পরিবর্তে আসে কুরাইশের সুসজ্জিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাহিনী। কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৯৫০ জন। ১০০ ঘোড়া, ৭০০ উট আর তরবারী ছিল তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম। [১]

অপর দিকে মুসলিম বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। মতান্তরে ৩১৪/৩১৫/৩১৯ জন। যার মধ্যে মুহাজির ৬০ জন। আনছার ২৫৩ জন। যুদ্ধ সরঞ্জাম বলতে কিছুই ছিল না। মাত্র দুটি ঘোড়া আর ৭০টি উট।[২]

নবী করীম সা. ১২ রমযান দ্বিতীয় হিজরী মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন। ১৭ রমযান তিনি পৌঁছলেন মদীনা থেকে ৮০ মাইল দুরত্বে অবস্থিত বদর কূপ সংলগ্ন বদর প্রান্তরে। সেখানে ইতোমধ্যেই কুরাইশ বাহিনী পৌঁছে গিয়েছিল। তারা তাদের সুবিধামত স্থানও দখল করে নিয়েছে। পানির সুবিধাও তাদের পক্ষে। অপর দিকে মুসলমানদের জন্য পড়ে থাকলো পা পিছলে যাবার মত বালুকা ময়দান। মুসলমানরা সেখানেই অবস্থান নিলেন।

রাসূল সা. রাত্রিভর দুয়া করলেন। বললেন, হে আল্লাহ। এ মুষ্টিমেয় তোমার বান্দা যদি খতম হয়ে যায় তাহলে তোমার নাম নেয়ার মত আর কেউ থাকবে না। তুমি তাদের সাহায্য কর। তাদের বিজয় দান কর। নবীর এ দুয়া বৃথা গেল না। রাতেই বৃষ্টি হল। ফলে কুরাইশদের এলাকা কর্দমাক্ত হয়ে উঠলো আর মুসলমানদের এলাকার বালু জমে গেল। হাউজ করে বৃষ্টির পানি মুসলমানরা জমা করলেন।[৩]

১৭ রমযান সকাল বেলা। কুরাইশরা যুদ্ধ করবেই। মুসলমানরাও হাজির হল ময়দানে। মুসলিম সেনাপতি হলেন রাসূলুল্লাহ সা. নিজেই। যুদ্ধের নিয়ম শৃঙ্খলা জানালেন নবীজী সা.। জানিয়ে দিলেন দুর্বল বৃদ্ধ, অবলা নারী ও নির্বোধ শিশুদের উপর যেন আক্রমণ করা না হয়। জানালেন জিহাদের উদ্দেশ্যও।

এদিকে কুরাইশ বাহিনীর তিন বীর ময়দানে অগ্রসর হয়ে হাঁক দিতে লাগলো। কে আছো? এসো মোকাবেলা কর। মুসলমানদের থেকেও তিনজন এগিয়ে গেলেন। তারা তিনজনই ছিলেন আনছারী যুবক। কুরাইশরা আপত্তি করে বলল, না, তা হবে না। তোমরা ভদ্র হতে পারো কিন্তু আমাদের সম পর্যায়ের নও। আমাদের মোকাবিলায় আমাদের ভাই-ভাতিজাদের থেকে পাঠাও। এ আহবানে এগিয়ে এলেন তিন মুহাজির বীর মুজাহিদ।

Dhaka University Institutional Repository

হামযা রা. প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন শায়বার সাথে। আলী রা. মোকাবিলা করলেন ওয়ালিদ বিন উতবাকে। আর উবাইদা রা. লড়লেন উতবার সাথে। মুহূর্তের মধ্যেই শায়বা ও ওয়ালিদ নিহত হল। উতবা সামান্য কিছুক্ষন লড়ে সেও মৃত্যু মুখে পতিত হল। বৃদ্ধ সাহাবী উবাইদা রা. আহত হলেন, পরে শহীদও হয়ে গেলেন। [৪]

মল্ল যুদ্ধের পরই শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। সাহাবায়ে কিরাম জানপণ লড়াই করলেন। তলোয়ারের সামনে যদি ভাই বা বাবাও হাজির হত তাকেও রক্ষা করতেন না সাহাবায়ে কিরাম। তাদের কাছে ইসলাম আগে, তারপর আত্মীয় সম্পর্ক। এ যুদ্ধে কাফির সরদার আবু জাহল দুই তরুণের হাতে নির্মম ভাবে অপমানজনক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। সেই সাথে তাদের বড় বড় নেতারা নিহত হয়। কুরাইশদের পক্ষে সর্ব মোট নিহতের সংখ্যা দাড়ায় ৭০ জন। যদিও মুসলমানরা এর বিপরীতে হারান ১৪ জন আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে। তারা শহীদ হন ইসলামের প্রথম বড় যুদ্ধে।

কাফিরদের মধ্যে ৭০ জন বন্দী হয়। বাকীরা যুদ্ধ ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। মুসলমানদের চুড়ান্ত বিজয় লাভ হয়। [৫]

এর ফলে মক্কায় মুসলমানদের প্রতিভীতি সঞ্চার হল। মক্কায় কান্নার রুল পড়ে গেল। সেখানকার মুসলমানরা পেলেন স্বস্তি। বন্দী কয়েদিদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হয়। যাদের সামর্থ ছিল না তাদেরকে বলা হয় মদীনার ১০ জন বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখানোর জন্য। এর বিনিময়ে তাদেরকেও ছেড়ে দেয়া হয়। [৬]

বদর যুদ্ধের এ বিজয়ের পিছনে ছিল রাসূলুল্লাহ সা. এর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, আল্লাহর উপর অসীম ভরসা এবং সুনিপুন ভাবে ছাহাবাদেরকে পরিচালনা। এ কথাই ইকবাল طلوع اسلام (ইসলামের উত্থান) কবিতায় বলেন এভাবে-

کنار از زاہداں برگیر و بیباکانہ ساعر کش
پس از مدت ازیں شاخ کہن بانگ ہزار آمد!
بہ مشتاقاں حدیث خواجۂ بدر و حنین آور
تصرف ہائے پنہانش بچشم آشکار آمد! [৭]

মানুষের মাঝে আবেগ অনুভূতি না থাকলে সে কোন বড় কাজ করতে পারে না। আবেগ বশেই মানুষ দুর্জয়কেও জয় করতে পারে। এর জন্য বেশী পিছনে যেতে হয় না। আমাদের মুসলিম ইতিহাস দেখলেই হয়। এক সময়ের নিপীড়িত মুসলমান কিভাবে রুখে দাঁড়ায় কুরাইশ বাহিনীকে। নিজেদের জান দিতে কিভাবে এগিয়ে যায় তা আর বলার রাখে

Dhaka University Institutional Repository

না। বদর যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ছোটরা পর্যন্ত চেষ্টা করে। এ যুদ্ধে ষোল বছরের বালক উমাইর ইবনে আবী ওয়াক্কাস অনেক কান্নাকাটির পর সুযোগ লাভ করেন। আবেগের সাথে যুদ্ধ করে তিনি শহীদ হয়ে যান। [৮]

মুসলমানদের আবেগ আর জানবাজ লড়াই হলো বদরের যুদ্ধ। এ কথা ইকবাল কাব্যে এসেছে এভাবে-

صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق

معرکۂ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق [৯]

১। মুফতী মুহাম্মদ শফী : সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া পৃ: ৬৬
২। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী : নবীয়ে রহমত ২২৯
৩। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী : নবীয়ে রহমত : ২৩২
৪। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী : নবীয়ে রহমত : ২৩৩-৩৪
৫। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী : নবীয়ে রহমত : ২৩৬,
সীরাতে ইবনে কাছীর খ: ২, পৃ: ৪৬৩
৬। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী : নবীয়ে রহমত : ২৩৯
৭। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : তুলোয়ে ইসলাম, বাঙ্গে দারা পৃ: ২৭৫
৮। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী : নবীয়ে রহমত পৃ: ২২৮, ২৩৪
৯। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: শওক ও জওক, বালে জিবরীল পৃ: ১১২

Dhaka University Institutional Repository

মিরাজ

ইসলামের ইতিহাসে মিরাজ একটি স্মরণীয় ঘটনা। আল্লাহর বিশেষ দাওয়াতে আল্লাহর নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর দরবারে হাজির হন। আল্লাহর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ হয়। দেখা হয়। কথা হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে নিয়ে আসেন তার উম্মতের জন্য নামায।

মিরাজের ঘটনা কখন হয়েছিল এ নিয়ে বিস্তর মত পার্থক্য রয়েছে। কোন বছর হয়েছিল সে সম্পর্কে অনেক গুলো মতামতের মধ্যে দুটি মত বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। ১. নবুওয়তের পঞ্চম বছর।[১] ২. নবুওয়তের দশম বছর।

তবে নির্ভরযোগ্য মতামত দশম বছরের মতামতটি। ১০ম হিজরী সনে নবীজীর প্রিয় স্ত্রী খাদীজা রা. এর ইন্তিকাল ও চাচা আবু তালিবকে হারানো, সর্বোপরি তায়িফের অমানবিক নির্যাতন, সব মিলিয়ে তখন তিনি ছিলেন ভারাক্রান্ত। এসময়েই আল্লাহ তায়ালা তার হাবীবকে কাছে ডেকে নিলেন। সাক্ষাৎ দিলেন।[২]

মিরাজের সারসংক্ষেপ হল- এক রাতে রাসূলুল্লাহ সা. হাতীমে কা'বায় শুয়ে ছিলেন। বুখারী শরীফে রয়েছে তিনি তখন তার ঘরে শুয়েছিলেন। জিবরাইল ও মীকাইল দু'ফেরেশতা এসে তার বুক চিড়ে কিছু পদার্থ বের করে আরো কিছু পদার্থ ভরে দিলেন। তার বুক অপারেশনের পর তাকে বুরাকে চড়িয়ে প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যান। সেখানে সমস্ত নবীকে একত্রিত করা হয়েছিল। নবী সা. তাদের নিয়ে নামায পড়লেন। কথা বললেন। তারপর রফরফ নিয়ে আসা হলো। তাতে চড়ে উর্দ্ধ আকাশে রওয়ানা দিলেন নবীজী সা.। সাতটি আকাশ পেরিয়ে উপরে উঠে গেলেন।[৩]

প্রতিটি আকাশ পার হবার আগে সে আকাশের নিয়োজিত ফেরেশতা থেকে অনুমতি নিয়ে নিতেন জিবরাইল আ.। প্রত্যেক আকাশে একক জন নবী ছিলেন স্বাগত জানানোর জন্য। প্রথম আকাশে আদম আ. দ্বিতীয় আকাশে ঈসা ও ইয়াহইয়া আ., তৃতীয় আকাশে ইউসুফ আ., চতুর্থ আকাশে ইদরীস আ., পঞ্চম আকাশে হারুন আ., ষষ্ঠ আকাশে মূসা আ. এবং সপ্তম আকাশে ইবরাহীম আ. ছিলেন। নবী করীম সা. প্রত্যেকের সাথে বিনয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে করে উপরে উঠেন।

তার পর তিনি সা. সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন। পথিমধ্যে হাউজে কাউছার, জান্নাত, দোযখ ইত্যাদির দৃশ্য দেখলেন। তারও উপরে উঠার পর জিবরাইল আ. থেমে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সা. এগিয়ে চললেন। আল্লাহর সাথে সালাম ও হাদিয়া বিনিময় হল। সরাসরি আল্লাহকে দেখলেন। কথা বললেন। নবীজী সা. আল্লাহর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নামায হাদিয়া হিসেবে দেয়া হয়। তা নিয়ে নবী আ. আবার দুনিয়ায় চলে আসেন।

এ ঘটনা ইশার পর থেকে ফজরের আজানের পূর্ব পর্যন্ত ঘটে। এত অল্প সময়ে হাজার বছরের পথ পরিভ্রমণ করিয়ে নিয়ে আসেন আল্লাহ তায়ালা।

Dhaka University Institutional Repository

মিরাজ থেকে ফেরার পথে আনেকের সাথে সাক্ষাৎ হয় নবীজীর। অনেক ব্যবসায়ী কাফেলাকে সালাম দেন। যারা পরবর্তীতে সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে —— তারা সেই রাতে অমুক স্থানে নবীর আওয়াজ পেয়েছেন।[৪] একদল কাফির তা বিশ্বাস করল না। অনেকেই বিশ্বাস করল। মহানবী সা. এর ঘটনা আমাদের জন্য এক গৌরবের ব্যাপার। এ ঘটনা আমাদের জন্য বিরাট সবক। ইকবালের ভাষায় এ মিরাজের ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় —— সাহস করে রওয়ানা দিলে সপ্ত আকাশ পেরিয়ে আল্লাহর আরশ মাত্র এক কদম রাস্তা। এক রাতের পথ। এ মিরাজ সবক দেয় মুসলমানদের লক্ষ্যস্থল হল পবিত্র আরশ। আল্লাহর রহমত হলে এখানে পৌঁছা অসম্ভব কিছু নয়। সাহসিকতা, যোগ্যতা এবং আল্লাহর রহমত কামনা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মিরাজের ঘটনা সেই কথারই সাক্ষী দেয়।[৫] ইকবালের ছন্দে-

شب معراج

اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز
سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات
وہ یک گام ہے ہمت کے لئے عرش بریں
کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات[৬]

ইকবাল সর্বদা মুসলমানদেরকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। জরবে কালীমের 'ইসলাম ও মুসলমান' অধ্যায়ে 'মিরাজ' কবিতা এনে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন- মুসলমানরা দৃশ্যত আকাশ নয় বরং তাও পেরিয়ে যেতে সক্ষম। তার তীরের লক্ষ্যস্থল সুরাইয়া। কেউ যদি তা না বুঝে, মিরাজের কাহিনী বর্ণিত সূরা নজম যদি কেউ না পড়ে, না বুঝে তাহলে তা আশ্চর্যের কিছু নয়। পার্থিব জগতে বিভোর, জড় পদার্থে বিশ্বাসী তো তা থেকে গাফিল থাকতেই পারে। যে মিরাজের মহাত্ম্য বুঝতে পেরেছে সে পৌঁছে গেছে অনেক উর্ধ্বে।

ইকবালের কবিতায়- نادک ہے مسلماں! ہدف اس کا ہے ثریا
ہے سر سراپردۂ جاں نکتہ معراج
تو معنی والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا
محتاج ہے تیرا مدوجزر ابھی چاند کا[৭]

১। মুফতী মুহাম্মদ শফী: সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া পৃ ৮৮
২। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী : নবীয়ে রহমত পৃ ৩৬০
৩। সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া: তারীখুল ইসলাম পৃ ৮৬
৪। মুফতী মুহাম্মদ শফী: সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া পৃ ৪৩
৫। মাওলানা গোলাম রসূল মিহির: মাতালিবে বাঙ্গে দারা পৃ ২৯৯
৬। ইকবাল: শবে মিরাজ, বাঙ্গে দারা পৃ ২৪৯
৭। ইকবাল: মিরাজ, জরবে কালীম পৃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository

স্পেন বিজয়

মুসলিম বীর সেনানীরা যখন একের পর এক দেশ জয় করে চলেছিলেন তখন ইউরোপের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মূসা এর বাহিনী স্পেনে আক্রমনের জন্য প্রস্তুত হয়। তারিক বিন যিয়াদের সেনাপতিত্বে মাত্র ৭০০০ সৈন্য দিয়ে পাঠানো হয় স্পেনে।[১]

তারা স্পেনের সীমানায় পৌঁছেন জাহাজের মাধ্যমে। সাগর পাড়ি দিয়ে যখন জাহাজ তীরে ভিড়ল তখন তারিকের বাহিনী একটি পাহাড়ে অবতরণ করল। সেই পাহাড়টির বর্তমান নাম জিব্রাটাল বা জাবালুত তারিক (جبل الطارق)। অবতরনের পর তারিক জাহাজ ডুবিয়ে দেন। সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন :

ايها الناس اين المفر، البحر من ورائكم والعدو امامكم وليس لكم والله الا الصدق والصبر

হে সৈন্যবাহিনী! এখন কোথায় পালাবে? পালানোর কোন পথ নেই। তোমাদের পিছনে পাহাড় আর সামনে অপেক্ষমান শক্রসৈন্য। তোমাদের জন্য দৃঢ়তা ও ধৈর্য ছাড়া আর কোন পথ নেই।[২]

জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার পর সৈন্যদের মধ্যে প্রদত্ত এ ভাষণ সৈন্যদের মরিয়া করে তুলেছিল। অপর দিকে তারিকের মধ্যে এক অসহায়ত্ব এসে দানা বাঁধে। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর মতই হাত তুলে দুয়া শুরু করে। তিনি বলা শুরু করেন, হে খোদা! এ সব বান্দা তোমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়েছে। তারা তোমার সন্তুষ্টি কামনা করে। এদের বর্তমান পজিশন তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তুমিই এদেরকে সাহস দাও। উচ্চাঙ্ক্ষা দাও। এরা তোমার ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করতে পারে না। তারা তোমার মুহাব্বতে জান দিতে প্রস্তুত। কোন রাজত্ব তাদের লোভ নয়। তুমি তাদের সাহায্য কর।

ইকবাল এ কথাগুলো তারিকের দুয়া (طارق کی دعا) কবিতায় বলেছেন-

طارق کی دعا

یہ غازی یہ تیرے پراسرار بلند　　جنھیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن　　نہ مال غنیمت، کشور کشائی!

Dhaka University Institutional Repository

এ কবিতার শেষে এসে ইকবাল সেই দুয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন-

دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کہ تھی نعرۂ لا تذر میں!

عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے

نگاہ مسلماں کو تلوار کر دے[৩]

এ দুয়ার পর মুসলিম বাহিনী ৭১১ খৃষ্টাব্দের ৯ জুলাই রাজা রডারিকের মোকাবেলায় ময়দানে হাজির হয়। মুসলমানরা জানবাজ লড়াই করে জয়ী হয়। অথচ তখন রডারিকের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৫ ০০০। রাজা রডারিককে পরাজিত করার পর খুব সহজেই একের পর এক শহর জয় করে নেয় মুসলমানরা। বিজয় করতে করতে রাজধানী টলেডোর দিকে এগিয়ে যায় তারিক বাহিনী। আর্কিডোনা, এলভিরা জয় হয়। কর্ডোভা জয় হবার পর একবার হারাতে হয় আবার জয় লাভ হয়। খুব সহজেই ৭১১ সালের বসন্তে আক্রমণ শুরু করে গ্রীস্মকালে এসে স্পেনের রাজধানীসহ অধিকাংশ জয় করে নেন তারিক বাহিনী। ৭১২ খৃ: এসে মুসা তার সাথে শরীক হন। বছরের মাঝামাঝি এসে পুরো স্পেন মুসলমানদের পদানত হয়।[৪] স্পেন বিজয়ের পর মুসলিম খিলাফতের একটি প্রদেশ হিসেবে তা গণ্য হতে থাকে। প্রায় ছয়শত বছর মুসলমানরা স্পেন শাসন করে।

১। মুহম্মদ রেজা-ই- করীম : আরব জাতির ইতিহাস পৃ ৩৩৫

২। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী : নুকুশে ইকবাল পৃ২১১

৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : তারিক কি দুয়া, বালে জিবরীল পৃ১০৫

৪। মুহম্মদ রেজা-ই- করীম : আরব জাতির ইতিহাস পৃ৩৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সোমনাথ মন্দির

ভারতের গুজরাটের একটি বিখ্যাত মন্দির হলো সোমনাথ। অনহিলবাড়ার চালুক্যদের রাজ্যের সমুদ্র তীরে সোমনাথ মন্দির অবস্থিত। এ মন্দিরে সঞ্চিত থাকতো। বিপুল ধন-সম্পদ। পূজারীরা তা এখানে জমা রাখতো।

১০২৫ ইং সনের জানুয়ারী মাসে সুলতান মাহমুদ গজনবী সোমনাথ মন্দিরে আক্রমণ করতে এগিয়ে যান। তার আগমন বার্তা শুনে রাজা ভীমরাও ভয়ে পালিয়ে যায়। মাহমুদ বিনা বাধায় সোমনাথ জয় করেন।১

মাহমুদ গজনবী সোমনাথের মুর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। এ দিকে মন্দিরের পুরোহিতরা এসে সুলতান মাহমুদের কাছে আবেদন করে যেন, তাদের মুর্তিগুলো না ভাঙ্গে। বিনিময়ে তারা আরো সম্পদ দিতে আগ্রহী হয়। সুলতান মাহমুদ সম্পদের দিকে লোভ করেননি। তিনি বললেন, আমি মুর্তি বিক্রেতা হতে চাই না (সম্পদের লোভে তোমাদের কাছে তা ছেড়ে/বিক্রি করে দিতে পারি না।) বরং আমি মুর্তি ভঙ্গকারী হিসেবে ইতিহাসে বেঁচে থাকতে চাই।২ এ বলে তিনি সব মুর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। তাই সোমনাথের ঘটনা মুসলিম ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ইকবাল কাব্যে সোমনাথ একটি মুর্তি পূজা কেন্দ্র। যেখানে মুর্তি পূজা হয় সেখানে প্রয়োজন একজন মাহমুদ গযনবীর। ব্যক্তি পুজাও মুর্তি পূজার মতই। এর বিরোধিতা করে ইকবাল বলেন-

کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں
بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات ৩

ইকবাল প্রতিমা পূজা কখনই গ্রহণ করতে পারেননি। ইকবালের আদর্শ এটির প্রচন্ড বিরোধী ছিল। ইকবাল মুর্তি বলতে মুসলমানদের জন্য স্বর্ণ-রূপা, অর্থবিত্তও বুঝিয়েছেন। ইকবাল বলেন-

یہ عالم، یہ بتخانہ شش جہات — اسی نے تراشا ہے یہ سومنات
پسند اس کو تکرار کی خو نہیں — کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں
من و تو سے ہے انجمن آفریں — مگر عین محفل میں خلوت نشیں
چمک اس کی بجلی میں، تارے میں ہے — یہ چاندی میں، سونے میں، پارے میں ہے ৪

১। একে এম শাহনাওয়াজ : ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস পৃ ৪১
২। মকবুল আনওয়ার দাউদী : মাতালিবে ইকবাল পৃ ১৩৮
৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জওক ও শওক, বালে জিবরীল পৃ ১১২
৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : সাকী নামা, বালে জিবরীল পৃ৪১৭

Dhaka University Institutional Repository

হুনাইন বিজয়

মক্কা বিজয় হল। মুসলমানরা আনন্দিত। আরো আনন্দিত নিজের মাতৃভূমিতে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করায়। পরিজনদের সাথে দেখা সাক্ষাত চলছে। এরি মধ্যে খবর এলা হাওয়াযিন গোত্র মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে চায়। কুরাইশদের মত পরাজয়ের গ্লানি মেনে নিতে চায় না। মুসলমানদের এক হাত দেখিয়ে দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব নিতে চায়। এ জন্য তারা সৈন্য সামন্তও জোগাড় করে নিয়েছে। হাওয়াযিন গোত্রের সাথে ছকীফ, জুশাম, নাসর গোত্রও যোগ দিল।[১]

যাওয়াযিন সর্দার মালিক ইবনে আউফ আননাসরীর যুদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে তারা অগ্রসর হয়ে ময়দানে চলে এলো। ময়দানটি ছিল হাওয়াযিন গোত্রের এলাকায় তায়িফের কাছাকাছি হুনাইন নামক স্থানে।[২]

হাওয়াযিন সর্দার তার সর্ব শক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছিল। এজন্য শিশু, নারী, ছাগল উট এবং দামী দামী সম্পদও ময়দানে নিয়ে এসেছিল। যেন বউ-বাচ্চার মায়ায় কেউ ময়দান ছেড়ে না পালায়। তাদের সংখ্যা ছিল মোট ২৮ হাজার। হাওয়াযিন সর্দার যুদ্ধ নিয়ম ভঙ্গ করেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল যে, মুসলমানদেরকে দেখা মাত্রই তীর ছুড়বে। সামনে অগ্রসর হতে দিবে না। অথচ তখনকার সময়ে প্রথমে মল্লযুদ্ধ হতো। তারপর যুদ্ধের ঘোষণা হবার পরই তুমুল যুদ্ধ শুরু হতো।

হাওয়াযিনদের আক্রমণ যখন নিশ্চিত তখন মুসলমানরাও প্রস্তুত হল। মদীনা থেকে আসা ১০,০০০ মুসলিম সৈনিকের সাথে নতুন করে যোগ হলেন আরো ২০০০ নও মুসলিম। তারা আবেগে আপ্লুত ছিলেন। সখে কিংবা আবেগে সবার আগে আগেই চলছিলেন নও মুসলিমরা।[৩]

১০ শাওয়াল ৮হিজরী। মুসলমানরা ভোর কুয়াশায় হুনাইন এলাকায় পৌঁছার সাথে সাথেই হাওয়াযিনদের পক্ষ থেকে শুরু হল তীর বৃষ্টি। কাফিররা তো আগে থেকেই ওৎ পেতে ছিল। তাদের কৌশল কাজে লাগলো। মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে পালাতে শুরু করল। আবেগ কৌশলের কাছে মার খেয়ে গেল।

নবী করীম সা. হলেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তিনি নিজেই ময়দানে থেকেই মুসলমানদেরকে আহবান করলেন। তার আহবান উচ্চকণ্ঠী আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব চিৎকার করে শুনিয়ে দিলেন।

নবীজীর আহবান শুনে পলায়মান মুসলিমরা আবার ঘুরে দাড়ালেন।

নবী করীম সা. এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে কাফিরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। আর বীরত্বের সাথে আবৃতি করতে লাগলেন- আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশের লোক, আমি মিথ্যাবাদী নবী নই।

انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب[৪]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের কেউ কেউ হয়ত সংখ্যাধিক্যে দাম্ভিক হয়ে পড়েছিলেন। কেউ আবেগে হুশ হারিয়েছিলেন। তাদের সামান্য অপরাধের শাস্তি হয়ে গেল সাময়িক পলায়নের মাধ্যমে। এবার নবীজীর দুয়া ও বীর সাহাবীদের আত্মোৎসর্গ যুদ্ধে আবারো বিজয়ের সূর্য উদয় হল। দেখা গেল কফিররা মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। মুসলমানরা সুসংহত ভাবে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করলেন। পরাজিত হল হওয়াযিন ও তার শরীক গোত্রসমূহ। মুসলমানদের থেকে শহীদ হলেন মাত্র চার জন। আর কাফির বাহিনীর ৭০ জন মারা গেল। বন্দী হলো ৬ হাজার নারী-পুরুষ।[৫] গনীমত হিসেবে পাওয়া গেল ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার ছাগল, ৪ হাজার আওকিয়া রূপা। এসব সম্পদ না চাইতেই ধরা দিল।

মুসলমানদের মাঝে এসব বন্টন করা হল। নও মুসলিমদের দেয়া হল অনেক বেশী করে। গোলাম বাঁদীও বন্টন করা হল মুসলমানের মাঝে। এসব গোলাম-বাঁদী মুসলমান হয়ে গেলে নবীজীর বিশেষ নির্দেশে তাদের স্বাধীন করে দেয়া হয়। অনেককে আবার তার সম্পদসহ হাওয়াযিন গোত্রে ফিরিয়ে দেয়া হয়।[৬] হাওয়াযিন গোত্র তাদের অহংকারের পূর্ণ শাস্তি লাভ করে।

ইকবাল কাব্যে বদরের সাথে সাথেই হুনাইনের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এ সম্পর্কে বদর যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট কবিতাগুলোই আমাদের জন্য প্রামাণ্য। যেমন-

کنار از زاہداں برگیر و بیبا کانہ ساغر کش
پس از مدت ازیں شاخ کہی بانگ ہزار آمد!
بہ مشتاقاں حدیث خواجۂ بدر و حنین آور
تصرف ہائے پنہانش بچشم آشکار آمد!۷

১। সায়িদ্য আবুল হাসান আলী নদবী : নবীয়ে রহমত পৃ৩৬০
২। মুফতী মুহাম্মদ শফী: সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া পৃ৮৭
৩। শিবলী নোমানী : সীরাতুন্নবী পৃ৩৩৭
৪। শায়খ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল। বাবে গাযওয়ায়ে হুনাইন, বুখারী শরীফ
৫। মুফতী মুহাম্মদ শফী: সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া পৃ ৮৮
৬। সায়িদ্য আবুল হাসান আলী নদবী : নবীয়ে রহমত পৃ৩৭০
৭। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : তুলোয়ে ইসলাম, বাঙ্গে দারা পৃ: ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

নবী রাসূল

- হযরত আদম আ.
- হযরত ইউসুফ আ.
- হযরত ইবরাহীম আ.
- হযরত ইসমাঈল আ.
- হযরত ঈসা আ.
- হযরত নূহ আ.
- হযরত মূসা আ.
- হযরত মুহাম্মদ সা.
- হযরত সুলাইমান আ.

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আদম আ.

আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি হল আদম। আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীকে যখন তার প্রতিনিধি দ্বারা আবাদ করতে চাইলেন তখন তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ফিরিশতাদের সাথে পরামর্শ করেন। আল্লাহ তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাটি দ্বারা আদমকে আ. তৈরী করেন। পরবর্তীতে সকল ফিরিশতাকে সিজদা করার জন্য বলা হল। তারা সবাই আদম আ.কে সিজদা করল। শুধুমাত্র আযাযীল সিজদা করল না।[১] আদেশ অমান্য করার ফলে আযাযীল বিতাড়িত হল। বিতাড়িত আযাযীল হযরত আদম আ. এর শত্রু হয়ে দাড়াল। আদম আ. ও তার সাথী হাওয়া আ. বেহেশতে অবস্থানকালে আযাযীলের ষড়যন্ত্রে বেহেশত হতে বেরিয়ে এ পৃথিবীর বুকে আশ্রয় নেন। দায়িত্ব নেন আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের। দুনিয়াকে তিনি আবাদ করেন। আদম ও হাওয়ার অনেক জোড়া সন্তান হয়েছিল। এর মধ্যে হযরত শীছ আ. নবুওয়াত লাভ করেন। হাবীল ও কাবীলের প্রসংগ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাদের বোন আকলিমাকে কেন্দ্র করে উভয়ে কুরবানী দেয়। আল্লাহ হাবীলের কুরবানী গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে কাবীল হাবীলকে হত্যা করে।[২]

পৃথিবীতে এসে আদম আ. কৃষি কাজ ও অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ মানুষকে শিক্ষা দেন। আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি তাওরাতের তথ্য মতে ৯৩০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করে ইন্তিকাল করেন।[৩]

ইকবাল কাব্যে হযরত আদম আ.

ইকবাল হযরত আদম আ. এর সম্মানের প্রবক্তা। বালে জিবরীলে দেখা যায় যখন আদম আ. পৃথিবীর বুকে আগমণ করেন তখন পৃথিবী বাসী আদম আ. কে স্বাগত জানায়। ইকবাল তার কাব্যে হযরত আদম আ. কে স্বাগতম জানানোর কথা এভাবে তুরে ধরেন- এ ভাবে-

روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے

کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ، فضا دیکھ!

مشرق سے ابھرتے ہوے سورج کو ذرا دیکھ!

اس جلوۂ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ!

ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ[৪]

কবিতার শেষাংশে বলেন-

تو جنس محبت کا خریدار ازل سے

Dhaka University Institutional Repository

تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے

محنت کش و خونریز و کم آزار ازل سے

ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ![৫]

অপর কবিতায় দেখা যায় হযরত আদম আ. যখন বেহেশত থেকে বিদায় নিচ্ছেন তখন ফিরিশতারা বলছে ইকবালের ভাষায়-

فرشتے سے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں

عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی

خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی

سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے، لیکن

تری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی![৬]

শুধু মাত্র আদম আ. এর প্রসঙ্গই আনেননি বরং তিনি অনেক ক্ষেত্রে বনী আদমের প্রসঙ্গ এনেছেন। মানবজাতিকে তিনি অগ্রসরমান জাতি হিসেবে দাড় করিয়েছেন বিভিন্ন কাব্যে। তার কাব্যে মানব জাতি কখনই বিপর্যস্ত হয় না। শয়তানের প্ররোচনায় জান্নাত থেকে বের হয়ে আসে ঠিকই কিন্তু তার আচরণ, কর্ম তৎপরতা থাকে জান্নাতী আচরণ। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দুনিয়াতেও জান্নাতী জীবন লাভ করে।

আবার জান্নাতে যাবার উপযুক্ত হয়ে জান্নাতে পৌঁছে শয়তানী ষড়যন্ত্রের উচিত জবাব দেয়।

১। মুহাম্মদ জামিল আহমদ : মাহফিলে আম্বিয়া, ফিরোজ সন্স প্রাইভেট লি:১৯

২। কুরআনুল কারীম, সূরা মায়িদা, আয়াত ২৭

৩। মুহাম্মদ জামিল আহমদ : মাহফিলে আম্বিয়া পৃ ২৩

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বালে জিবরীল পৃ১৩২

৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বালে জিবরীল পৃ১৩৩

৬। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বালে জিবরীল পৃ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইউসূফ আ.

হযরত ইয়াকুব আ. এর একাদশ পুত্র হলেন হযরত ইউসূফ আ.। তিনি কিনানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন বলে পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তার বৈমাত্রীয় দশ ভাই তাকে হিংসা করত। তাই এক বার কৌশলে কূপের মধ্যে ফেলে দেয়। সেখান থেকে ব্যবসায়ীরা তাকে উদ্ধার করে মিশর অধিপতির কাছে বিক্রি করে দেয়।

হযরত ইউসূফ আ. সেখানে অবস্থান করছিলেন। আযীযে মিশরের স্ত্রী যুলাইখা ইউসূফ আ. এর প্রতি আশেক হয়ে যায়। অনেক বার কুপ্রস্তাব দিল যুলাইখা। হযরত ইউসূফ আ. নিজেকে পবিত্র রাখলেন। বিশেষ করে একবার যখন সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে যুলাইখা আহবান জানালো তখনও তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন এবং যুলাইখার পাতা ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছিলেন নিজেকে পবিত্র রেখে। যদিও যুলাইখার রোষানলে পড়ে তাকে ৭ বছর ৭ মাস বিনা দোষে জেলে থাকতে হয়েছে তবুও তিনি নিজের পবিত্রতা বিকিয়ে দেননি।[১]

ইকবাল কাব্যে তার এ বিষয়টি স্থান পেয়েছে গুরুত্বের সাথে। ইকবাল বলেন-

جلوۂ یوسف گم گشتہ دکھا کران کو
تپش آمادہ تر از خون زلیخا کردیں[২]

হযরত ইউসূফ আ. স্বপ্নের সুন্দর সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারতেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার সুবাদে তিনি জেল থেকে মুক্তি পেলেন। নিজের বুদ্ধি মত্তায় আল্লাহর ইচ্ছায় মিশরের খাদ্যমন্ত্রী হন।[৩] পরে বাদশাহ হিসেবে গণ্য হন। হযরত ইউসূফ আ. এর জন্ম কিনআনে হলেও তিনি মিশরকেই তার বাড়ী করেছিলেন। দীর্ঘ সময় রাজত্ব চালান। ইকবাল মুসলমানদের মধ্যে ইউসূফ আ. এর বুদ্ধিমত্তা চেয়েছেন যেন আবার মুসলমানরা তাদের রাজত্ব ফিরে পায়। ইকবাল বলেন-

پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا
تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا[৪]

হযরত ইউসূফ আ. পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর দীর্ঘ সময় পর আবার পিতার সাথে মিলিত হন। তার ১১ ভাই তাকে সম্মানসূচক সিজদা করে। এর দ্বারা শৈশবে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। ইউসূফ আ. এর শূন্যতা ইকবাল র. অনুভব করেন। তাই তো হে পৃথিবীর রঙ্গ মঞ্চ তোমাকে বিদায় (رخصت اے بزم جہاں) কবিতায় লিখেন-

مدتوں بیٹھا تیرے ہنگامہ عشرت میں میں

روشنی کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں میں

مدتوں ڈھونڈا کیا نظارۂ گل خار میں

آہ! وہ یوسف نہ ہاتھ آیا ترے بازار میں[৫]

১। আলকুরআন, সূরা ইউসূফ, আয়াত ৩২-৩৩

২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : আব্দুল কাদিরের নামে, বাঙ্গে দারা পৃ ১৩২

৩। মুফতী মুহাম্মদ শফী : তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, এদারায়ে আশরাফী, দেওবন্দ, ভারত। খন্ড১৩, পৃ১০

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : জওয়াবে শিকওয়া, বাঙ্গে দারা পৃ ২০৫

৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : হে পৃথিবী বিদায় (رخصت اے بزم جہاں), বাঙ্গে দারা পৃ: ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইবরাহীম আ.

(খৃ:পূ:২১৬০-১৯৮৫)

হযরত ইবরাহীম আ. খৃ: পূ: ২১৬০ সালে প্রাচীন ইরাকে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৫ বছর বেঁচেছিলেন। খৃ: পূ:১৯৮৫ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার পিতা- তারিহ বা আযর।[১]

যখন বুঝমান হন তখন নিজে থেকে শিরক মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন। তার সময়ে অনেক দেব দেবীর পূজা করা হতো। সবচেয়ে বড় প্রতিমা ছিল শামস। বাদশাকে শামস দেবতার অবতার মনে করা হতো।[১] বাদশা নমরূদ নিজেকে খোদা দাবী করে । ইবরাহীম আ. নমরূদের উদ্ভট যুক্তির জবাব দেন। অবশেষে ক্ষমতার দাপটে নমরূদ ইবরাহীম আ.কে আগুনে নিক্ষেপ করে। আল্লাহর দয়ায় ইবরাহীম আ. রক্ষা পান। ইবরাহীম আ.ও তার পুত্র ইসমাঈল আ. কাবা ঘর পুন: নির্মাণ করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি তার পূত্র ইসমাঈল আ.কে কুরবানী করার যাবতীয় কার্য সম্পাদন করেন।[২] আল্লাহর হুকুমে ইসমাঈল আ. জীবিত থাকেন। হযরত ইবরাহীম আ. এর বংশের সবচেয়ে বেশী নবী রাসূল হয়েছেন। তাই তাকে আবুল আম্বিয়াও বলা যায়। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম আ.। তার থেকে ইসলাম ব্যাপকতা লাভ করে। ইকবাল কাব্যে স্থানে স্থানে মিল্লাতে ইবরাহীম ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি কুরআনের আয়াত তুলে দিয়েছেন তার কবিতায়- ملت ابیکم ابراھیم[৩]

ইকবাল কাব্যে ইবরাহীম আ. একজন প্রতিবাদী মানুষ। প্রতিবাদীদের তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইবরাহীম আ. মাটির তৈরী প্রতিমা পূজার অসারতা উপলব্ধি করেন। প্রতিমা পূজা তিনি ছেড়ে দেন। অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে তিনি উৎসাহিত করেন। তিনি উপাসনালয়ের প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। অথচ তার পিতা আযর ছিলেন প্রতিমা বিক্রেতা। ইবরাহীম আ.-এর এ আদর্শের কথা বর্ণনা করে ইকবাল স্বামীরাম তীর্থ (سوامی رام تیرتھ) কবিতায় বলেন-

تو رد یتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق
ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق[৪]

আজকের মুসলমান ইবরাহীম আ. এর আদর্শ ছেড়ে আবারও রকমারী পূজায় ডুবে যাওয়ায় মুসলমানদের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন ইকবাল র.। প্রতিমা পূজা তথা ব্যক্তি পূজাকে তিনি মুসলমানদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি অভিযোগের জবাব (جواب شکوہ) কবিতায় লিখেন-

بت سکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہے

Dhaka University Institutional Repository

تھا براہیم پدر، اور پسر آزر ہیں[৫]

প্রতিমা যারা ভেঙ্গেছেন তারা তো নিয়েছে বিদায়
ইবরাহীম তো পিতা, তার বংশধররা আযর হয়েছে হায়!

ইবরাহীম আ. ছিলেন সত্যবাদিতার প্রতীক। তিনি চরম বিপদের মুহূর্তেও মিথ্যা বলেননি। সত্যকে আঁকড়ে ধরেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। ইবরাহীম আ. তার অনুসারী হিসেবে তার আদর্শ গড়ে উঠার জন্য আহবান জানিয়েছেন ইকবাল। তিনি মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন- তোমার সম্পর্ক হল ইবরাহীমের সাথে। জাতির পিতার সাথে। তুমি কেন পিছিয়ে থাকবে। আবার জাগো। ইকবাল বলেন-

حنا بند عروش لالہ ہے خون جگر تیرا

تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے![৬]

দুলহানকে লালা ফুলের মেহেদী যা মাখা হচ্ছে তা তো তোমার কলিজার রক্ত।
তোমার সম্পর্ক তো ইবরাহীমের সাথে। তুমিই বিশ্ব নির্মাতা।

ইকবাল মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তুমি ইবরাহীমের পুত্র। তোমার পিতার অনেক অবদান ছিল। তোমার মাঝেও আসতে হবে সে সব গুণ। সে সব কার্যাবলী। তোমাকেও রাখতে হবে তার মত অবদান। ইবরাহীম আ. যেমন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন- তেমনি তোমাকেও হতে হবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইকবাল বলেন-

آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے!

کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟[৭]

আছে আগুন, আছে নমরূদ, আছে ইবরাহীমের সন্তান
কেউ কি নিতে চাও আবার কারো ইমতিহান

ইকবাল মুসলিম জাতির মধ্যে ইবরাহীমের মতো ব্যক্তিত্ববান লোক বার বার তালাশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے

صنم کدہ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ[৮]

ইকবাল ইব্রাহিম আ. এর মতো ঈমানী শক্তি অর্জন করার জন্য বারবার তাকিদ করেছেন। তিনি বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا

آ گ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا [৯]

আজো যদি হয় ইবরাহীমী ঈমান
আগুনকে করে দিবে গুলিস্তান

১। জামিল আহমদ: মাহফিলে আম্বিয়া পৃ ৪৬
২। কুরআনুল কারীম, সূরা আম্বিয়া আয়াত ৫১-৭০
৩। কুরআনুল কারীম। সূরা হজ্জ, আয়াত ৭৮
৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : স্বামী রাম তীর্থ, বাঙ্গে দারা পৃ১১৪
৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : জবাবে শিকওয়া, বাঙ্গে দারা পৃ ২০৫
৬। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : তুলোয়ে ইসলাম, বাঙ্গে দারা পৃ ২৬৯
৭। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : খিজিরে রাহ, বাঙ্গে দারা পৃ ২৫৭
৮। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জরবে কালীম পৃ ১৫
৯। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : জবাবে শিকওয়া, বাঙ্গে দারা পৃ ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইসমাঈল আ.

(খৃষ্ট পূ: ২০৭৪-১৯৩৭)

হযরত ইবরাহীম আ. এর ছেলে ইসমাইল আ.। তিনি পিতার ন্যায় নবী ছিলেন। তার বংশেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেন।

আল্লামা ইকবালের কাছে হযরত ইসমাইল আ. এর বাল্যকালটি অনেক ঘটনায় আলোচিত একটি অধ্যায়। সেই ছোট্ট বয়সে হযরত ইসমাঈল আ. একজন অনুগত শিশুপুত্রের যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমাদের জন্য আজো শিক্ষনীয়।

হযরত ইসমাঈল আ. হাজেরার গর্ভে জন্ম লাভ করার পর আল্লাহর ইশারায় মা সহ তিনি নির্জন-মরুভূমিতে নির্বাসিত হন। পিতৃভূমি সিরিয়া ছেড়ে আশ্রয় নেন বর্তমান মক্কায়। মক্কায় তখন কোন গাছপালা ছিল না। ছিল না পানির কোন ব্যবস্থা। ইসমাইল আ. কে নিয়ে তার মা হাজেরা নিদারুন খঅদ্য সংকটে পড়েন। তখন আল্লাহর কুদরতে কচি শিশু ইসমাইল আ. এর গোড়ালীর আঘাত পড়া স্থানে সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করে দেন। সেই পানি পান করে মা-সন্তান জীবন বাঁচান। পরবর্তীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছুদিন বেহেশতী খাবার আসে। তারা খেজুর বিচি রোপন করলে তাতে খেজুর বাগান হয়ে সে স্থানটি মরু উদ্যানে পরিনত হয়। ধীরে ধীরে সেখানে জনবসতি গড়ে উঠে।[১]

যখন হযরত ইসমাঈল আ. ৯ বছরে উপনিত হলেন তখন আল্লাহর ইশারায় পিতা হযরত ইবরাহীম আ. তাকে কুরবানী করার জন্য মিনা প্রান্তরে নিয়ে চলেন। পথিমধ্যে শয়তান তাদের ধোকা দিতে চাইলে পিতা ও পুত্র উভয়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দেন।[২]

যখন মিনা প্রান্তরে পৌঁছে ইবরাহীম আ. তার পুত্র ইসমাঈল আ. কে কুরবানীর কথা শুনালেন তখন পুত্র ইসমাঈল আ. পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে বললেন-

افعل ما تؤ مر ستجدو نی انشاء الله من الصبرین

আপনাকে যা বলা হয়েছে তা-ই করুন। নিশ্চয় আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্য হতে পাবেন।[৩]

হযরত ইসমাইল আ. এর এ আনুগত্য, পুত্র সুলভ আচরনই ইকবাল কে আকর্ষণ করে ছিল। তাই তিনি বালে জিবরীলের ১০ নং কবিতায় লিখেন-

یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی

سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی[৪]

Dhaka University Institutional Repository

আনুগত্যের পরীক্ষায় পিতা ও পুত্র সম্মানজনকভাবে উত্তীর্ণ হলেন। ইসমাঈল জবাই না হয়েও ذبیح اللہ বা 'আল্লাহর জবাইকৃত' উপাধী লাভ করলেন।[৫]

ইসমাঈল আ. এর শুরু জীবনটাই ছিল কষ্টের। পরবর্তীতে তিনি প্রাচুর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন কিন্তু তা গ্রহণ করেননি। তিনি সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন। এ বিষয়টিও ইকবালের কবিতায় স্থান পেয়েছে। বালে জিবরীলের ৪২ নং কবিতায় বলেন-

اندھیری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے تو
ترے لئے ہے مرا شعلۂ نوا قندیل
غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم
نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل [৬]

১। অধ্যাপক মাওলানা সিরাজ উদ্দীন : কাছাসুল আম্বিয়া পৃ:৩০৪
২। জামিল আহমদ : মাহফিলে আম্বিয়া পৃ৬৬
৩। আলকুরআন:সূরা আছছাফফাত, আয়াত ১০২
৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বালে জিবরীল পৃ: ১৪
৫। ইসমাঈল ইবনে কাছীর: তাফসীরে ইবনে কাছীর কাদীমীকুতুব খানা, করাচী। খন্ড ৪ পৃ১৫
৬। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বালে জিবরীল পৃ: ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ঈসা মসীহ আ.

(১-৩৩ইং)

শীর্ষ স্থানীয় রাসূলে মধ্যে একজন হলেন হযরত ঈসা আ.। তিনি পিতা ছাড়াই সরাসরি মা মারইয়ামের মাধ্যমে জন্ম লাভ করেন। তার জন্মের সময় মারইয়ামের সমাজ তাঁর মাকে বসতি থেকে তাড়িয়ে দেয় অথবা চক্ষুলজ্জায় তিনি নিজেই এক খেজুর বাগানে আশ্রয় নেন। সেখানেই তার জন্ম হয়। ঈসা আ. মাতৃকোলে থেকেই সমাজপতিদের সাথে কথা বলেন। মায়ের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রমাণ পেশ করেন।

ঈসা আ. যখন রাসূল হিসেবে ঘোষিত হলেন তখন চার শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাবের মধ্যে ইনজিল তাকে দেয়া হল। মুযিযা হিসেবে তাকে দেয়া হয় অন্ধ, কুষ্ঠ ইত্যাদী রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে পূর্ণরূপে ঐ ব্যক্তির রোগ মুক্ত করার গুণ। এমনকি আল্লাহর হুকুমে তার উসিলায় মৃত ব্যক্তিও জীবন পেয়ে যেত।

হযরত ঈসা আ. যখন দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন ইয়াহুদীরা বিরোধিতা শুরু করে। তা চরম আকারই ধারণ করে। ঈসা আ. কে তারা হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যখন ঈসা আ. কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল তখন আল্লাহ তায়ালা ঈসা আ.কে নিজের কাছে তুলে নেন। ঈসা আ. আল্লাহর হুকুমে জীবিত অবস্থায় আকাশে অবস্থানকরছেন। কুরআনের ভাষা এটাই।তবে ঈসা আ. এর অনুসারীরা বিশ্বাস করে হযরত ঈসা আ. ইয়াহুদী বাদশার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শূলের মাধ্যমে মারা যান। তাই খৃষ্টানরা শূলে চড়ার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য শূল গলায় ঝুলায় এবং তা পবিত্র মনে করে।

ঈসা আ.কে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। কিয়ামতের পূর্বে তিনি আবার পৃথিবীতে আগমণ করবেন। হযরত মুহাম্মদ সা. এর উম্মত হওয়ার যে দুয়া করেছিলেন সেই দুয়া পূরনার্থে তার আগমন ঘটবে। ইয়াযুয-মাযুয, দাজ্জাল প্রমুখ আল্লাহর শত্রু, মুসলমানদের শত্রুকে তিনি খতম করবেন।[১]

ইকবাল কাব্যে ঈসা আ. এর فقر (নির্লোভ ব্যক্তি) এর প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে ঈসা আ. কর্তৃক রোগমুক্ত করার প্রসঙ্গও। সেই সাথে স্থান পেয়েছে ঈসা আ. কে নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গও। ইকবাল 'ইবলিশের মজলিসে শূরা' কবিতায় তৃতীয় পরামর্শদাতার বক্তব্য হিসেবে আনেন-

روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب
ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب

Dhaka University Institutional Repository

وہ کلیم بے تجلی! وہ مسیح بے صلیب!

نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب! ২

ঈসা আ. এর চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে ডাক্তারও বলা হয়। তাই ডাক্তার বুঝাতে রূপক অর্থে ঈসা আ. এর নামও ব্যবহার করেছেন ইকবাল র.। ইকবাল র. شفاخانۂ حجاز কবিতায় এক ব্যক্তির উক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেন-

دارالشفا حوالی بطحا میں چاہیے

نبض مریض پنجۂ عیسیٰ میں چاہیے ৩

(হেজাজের বাতহায় প্রয়োজন একটি হাসপাতাল

রোগীর নাড়ি (ঈসার হাতে) ডাক্তারের হাতে তুলে দেয়া উচিত।)

ইকবাল কাব্যে অনেক فقر এর কথাই আছে। এর মধ্যে ঈসা আ. এর ফাকর এর কথাও স্থান পেয়েছে এভাবে-

فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ

فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ

علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد

فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ

علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم

علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ ৪

১। মুফতী মুহাম্মদ শফী : তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, এদারাতুল মাআরিফ, কুমিল্লা খন্ড২, পৃ৭২

২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : ইবলীশকি মজলিশে শুরা, আরমুগানে হিজায পৃ ৮

৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : শেফাখানায় হিজায, বাঙ্গে দারা পৃ: ১৯৮

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বালে জিবরীল পৃ ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত নূহ আ.

আল্লাহর এ পৃথিবীকে পাপীমুক্ত করে নতুন ভাবে যিনি আবাদ করেছেন তিনি হলেন নূহ ইবনে লিমক আ.। তিনি দ্বিতীয় আদম হিসেবেও পরিচিত। তিনি প্রথম রাসূল ছিলেন। প্রাচীন ইরাকে তার জন্ম। তার সময়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে ওদ্দ, সুয়াঅ, ইয়াউক ইত্যাদি প্রতিমার পুজা শুরু করে। নূহ আ. তাদেরকে বুঝাতে থাকেন। তারা কোন কর্ণপাতই করল না। বরং আরো বেশী করে হযরত নূহ আ. এর বিরোধিতা করতে শুরু করল। নূহ আ. ধৈর্যধারণ করলেন। আরো কিছু দিন বুঝালেন। কোন কাজ হলো না। অল্প কয়জন মাত্র এতে ঈমান আনেন। অন্যান্যরা তাকে অস্বীকার করে। নূহ আ. যখন নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বন্যার কথা জানিয়ে দেন। তা থেকে বাঁচার জন্য কিশতী তৈরী করতে বলেন। নূহ আ. কিশতী তৈরী করেন খালি ময়দানে। কাফেররা তা দেখে হাসাহাসি শুরু করল। কেউ তো এর মধ্যে মলত্যাগও করল। আল্লাহর ঘোষণা বাস্তবায়ন-ই হয়। আল্লাহ বললেন প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক এক জোড়া করে জাহাজে উঠানোর জন্য। তাই করা হলো। সব প্রাণী জাহাজে স্বঅবস্থান করতে লাগল। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী প্রবল বন্যা হল। এ বন্যায় সবকিছু প্লাবিত হয়ে গেল। পাহাড়ের চূড়ায় কাফিররা আশ্রয় নিয়ে বাঁচার পরিকল্পনা করেছিল; কিন্তু তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। অবশেষে সকল কাফির মারা গেল। এমন কি নূহ আ.-এর এক পুত্র কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত থাকায় সেও বন্যায় ভেসে গেল। এভাবে আল্লাহ তায়ালা মুশরিক মুক্ত করলেন পৃথিবীকে। বন্যা শেষে নূহ আ. এর জাহাজ খৃঃ পূঃ ৩২৩২ সালে ইরাদাত পাহাড়ের জুদী চুড়ায় অবতরণ করে। অবতরণের ৪০ দিন পর জমিনে নেমে আসেন নূহ আ. ও তার অনুসারীরা। শুধু মাত্র মুসলিমরা পৃথিবীতে বসবাস করতে থাকো। নূহ আ. এর তিন ছেলে ১. হাম ২. সাম ৩. ইয়াফাছ থেকে বংশ ধারা চলতে থাকে। নূহ আ. ৯৫০ বছরের অধিক সময় বেঁচে থাকেন। ১৫০ দিন প্লাবন ছিল।[১]

ইকবাল কাব্যে অনেক স্থানেই নূহ আ. এর কিশতীর কথা এসেছে। হযরত নূহ আ. এর কিশতী ভিড়েছিল জুদী পাহাড়ে সেই জুদি পাহাড় ঈমানদার মুসলমানদের প্রথম অবস্থান স্থল। ইকবারের কবিতায় সেই স্মৃতি স্মরিত হয়েছে এভাবে-

بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینا　　نوح نبی کا آ کر ٹھیرا جہاں سفینا

رفعت ہے جس زمیں کی بام فلک کا زینا　　جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے[২]

১। মুহাম্মদ জামিল আহমদ: মাহফিলে আম্বিয়া পৃ২৭/৩৩

২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : হিন্দুস্তানী বাচ্চোকা কওমী গীত, বাঙ্গে দারা পৃ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মূসা আ.

(খৃ: পূ: ১৫২০-১৪০০)

ইকবাল কাব্যে মূসার লাঠি আর শুভ্র হাতের কথা অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। ইকবাল কাব্যে মূসা আ. হলেন গোলামীর শিকল ভেঙ্গে হুংকার দিয়ে জেগে উঠা এক মানুষ। যার মাধ্যমে তাগুতী শক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। যিনি এনেছেন স্বাধীনতা। ঘোষণা করেছেন আল্লাহর একত্ববাদের।

হযরত মূসা আ. মিশরে খৃ: পূর্ব ১৫২০ মতান্তরে খৃ: পূ: ১২০০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার সময়ে রাজা দ্বিতীয় রামাসীস জৌতিষীদের তথ্য অনুযায়ী তার আগত শত্রুকে প্রতিরোধ করার জন্য বনী ইসরাইলদের সন্তান জন্মের উপায় উপকরণ সব বন্ধ ঘোষণা করে। এতদসত্তেও হযরত ইমরানের পরিবারে স্ত্রী ইউকীদ এর গর্ভে হযরত মূসা আ. জন্মগ্রহণ করেন। ৩ মাস মায়ের কাছে পালিত হবার পর সিন্দুকে আল্লাহর নির্দেশে ভাসিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ফিরআউনের ঘাটে সিন্দুক পৌঁছলে ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়া তাকে তুলে নেন। ফিরআউনের তত্ত্বাবধানে মূসা আ. লালিত-পালিত হন। যুবক বয়সে এক অত্যাচারী কিবতীকে শাসন করতে গিয়ে মেরে ফেলেন। হিতাকাঙ্খীদের পরামর্শে তিনি মিশর ছেড়ে দেন। মাদায়ানে পৌঁছে হযরত শুয়াইব আ. এর পরিবারের সাথে পরিচিত হন। শুয়াইব কন্যা ছাফুরাকে বিয়ে করেন। ১০ বছর সেখানে অবস্থান করার সময়ে শুয়াইব আ. থেকে একটি লাঠি হাদিয়া পান। মিশর ফেরার পথে নবুওয়ত লাভ করেন। তখন তার হাতের লাঠিকে মাটিতে ফেলে দিতে বলেন। তখন তা আজদাহা সাপে পরিণত হয়। আল্লাহর নির্দেশেই তা আবার ধরলে লাঠিতে পরিনত হয়। তা ছিল একটি মুযিযা। এছাড়াও হাত বগলে দেয়ার পর তা শুভ্র হয়ে যায়। আবার দেয়ার পর স্বাভাবিক হয়ে যায়। এ দুটি মুযিযা সহ তৎকালীন ফিরআউন কাছে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত নিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়।[১]

তার থেকে ৩ বছরের বড় ভাই হারুন আ. কে সাথে নিয়ে রাজা রামাসীসের (১৫০ সন্তানের মধ্যে ১৩ তম) ছেলে মিনফাতাহ এর কাছে পৌঁছেন। যেহেতু তৎকালে মিশরের বাদশাদেরকে সূর্য দেবতার অবতার এবং সূর্যের পূত্র মনে করে পূজা করা হতো। তাই তাদেরকে ফারাউন বা ফিরআউন বলা হতো।[২]

মূসা আ. ফিরআউনের দরবারে দাওয়াত দেন। মুযিযা দেখান। তবু ফিরআউন ঈমান না এনে আরো ক্ষেপে যায়। একপর্যায়ে মূসা আ. তার স্বগোত্র বনী ইসরাইলের ৬ লক্ষ ৭০ হাজার মতান্তরে ৬ লক্ষ ৩ হাজার লোক নিয়ে মিশর ত্যাগ করেন। ফিরআউন বাহিনী তাদের পিছু নেয়। লোহিত সাগর পাড়ে পৌঁছে হযরত মূসা আ. লাঠি সাগরে ছেড়ে দিলে তাতে ১২টি রাস্তা হয়ে যায়। মূসা আ. যখন তা পার হয়ে গেলেন তখন ফিরআউন মাঝ দরিয়ায়। আর তখন দুধারের পানি এসে ফিরআউন ও তার বাহিনীকে ডুবিয়ে মারে। মূসা আ. স্বাধীনভাবে বনী ইসরাইলীদের মাঝে আল্লাহর হুকুম প্রচার করতে থাকেন। মূসা আ. গোত্রকে কখনও আল্লাহর সাহায্য হিসেবে মান্না সালওয়া খাবার দেয়া হতো। আবার

Dhaka University Institutional Repository

কখনও আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে বিভিন্ন ব্যাঙ, উকুন, রক্ত ইত্যাদি গজবও আসতো।

সিনা ময়দানে হযরত মূসা আ. ১২০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। সিনা ময়দানটি আরিহা শহরের কাছে জর্ডান সাগরের পাড়ে অবস্থিত।[৩]

হযরত মূসা আ. নিজে একজন নবী হবার পরও হযরত খিজির আ. এর কাছে শিক্ষা গ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন। খিজির-এর সাথে ভ্রমণে বের হয়ে দেখেন খিজির আ. এক কিশোরকে হত্যা করেন, একটি ভাল নৌকা ভেঙ্গে দেন এবং এতীমের দেয়াল ঠিক করে দেন। এসব কাজ তিনি দেখে প্রতিবাদ করেন। পরে অবশ্য মূল রহস্য জেনে তিনি শান্ত হন। সেই কাহিনীর দিকে ইশারা করে খিজিরকে উদ্দেশ্য করে ইকবাল বলেন-

''کشتی مسکین'' و ''جان پاک'' و ''دیوار یتیم''

علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش[৪]

ইকবাল ফেরআউনী শক্তির ভয় না করার জন্য বলেছেন। যদি শক্তিধরদের অনুগতই হও তাহলে মূসার অনুসারী বলা যাবে না।

ہوا گر قوت فرعون کن در پردہ مرید تو

قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم الٰہی[৫]

ইকবাল রহ. মূসা আ. এর লাঠিকে অনেক শক্তিশালী মনে করতেন। মূসা আ.এর সাথে যেন লাঠি জড়িত। নরমের সাথে মূসা আ. এর মতো শক্তিশালী লাঠিও লাগবে। ইকবালের কণ্ঠে-

شی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم

عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد ہے[৬]

মূসা আ. এর লাঠির আঘাতে নদী শুকিয়ে যায় আবার সাগর থেকে লাঠি উঠিয়ে নেয়ার দ্বারা ফেরাউন বাহিনী ডুবে মরে। তাই লাঠির আঘাত এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ইকবাল রহ. লিখেন গ্রন্থ- জরবে কালীম (ضرب کلیم)

১। আল কুরআন, সূরাহ কাছাছ, আয়াত ৬-৩৭

২। জামিল আহমদ : মাহফিল আম্বিয়া পৃ ১২৪, ১৪০

৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : খিজিরে রাহ, বাঙ্গে দারা পৃ২৫৬

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : নফসিয়াতে গোলামী, জরবে কালীম ১৫৮

৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বালে জিবরীল পৃ৭০

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.

(৫৭০-৬৩২)

হযরত ঈসা আ. এর জন্মের ৫৭০ বছর পর নবীদের সরদার, সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মস্থান আরবের মক্কানগরী। আর জন্ম তারিখ হল ১২ বা ৮ রবীউল আউয়াল, ২০ আগস্ট ৫৭০ খৃষ্টাব্দ।[১]

তিনি জন্মের পূর্বেই পিতাকে হারান। ৪/৬ বছর বয়সের রেখে মাও দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। ইয়াতীম নবী তার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে লালিত পালিত হতে থাকেন। তার ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে দাদার ইন্তিকাল হয়। অভিভাবকের দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব। ১২ বছর বয়সে চাচার সাথে সিরিয়ার সফরের মাধ্যমে দূর ভ্রমণ শুরু হয়। ২১/২৫ বছর বয়সে হযরত খাদীজা রা. এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যুবক বয়স থেকেই দেশ ও জাতির জন্য চিন্তা করতেন। যুদ্ধগ্রস্থ জাতিকে শান্তির পথে আনার জন্য হিলফুল ফুজুল করেন তরুণ বয়সেই। যখন বয়স ৪০ এর কাছাকাছি তখন তিনি মানব জাতির কল্যান চিন্তায়, আত্ম পরিচয়ের সন্ধানে, সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য অর্জনের জন্য প্রায়ই চলে যেতেন হেরা গুহায়। কাটিয়ে দিতেন দীর্ঘ সময়। কখনও কেটে যেতো ২/৩দিন। ৫/৬ দিন। যখন পূর্ণ ৪০ বছরে উপনিত হলেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেয়া হল পথহারা, অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষগুলোকে আল্লাহর পরিচয় দেয়ার।[২] কাধে নিলেন নবুওয়তের দায়িত্ব।

দাওয়াত শুরু করলেন। অনেকে ইসলাম গ্রহণ করল। আর অধিকাংশই হয়ে উঠলো প্রকাশ্য শত্রু। অবাধ্য কাফিররা শুরু করল মুসলমান ও তাদের নবী মুহাম্মদ সা. এর উপর অত্যাচার। অত্যাচারের মাত্রা যখন কয়েকগুণ বেড়ে গেল, যখন আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করতে চাইলেন তখন পরিচয় করিয়ে দিলেন মদীনার কিছু লোকের সাথে। হজ্জ মৌসমে তাদের সাথে পরিচয় হল। রাসূলে আকরামের দাওয়াতে বেশ কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করল। সাথে সাথে মদীনায় যাওয়ার দাওয়াত দিল। এক সময় এ দাওয়াতে সাড়া দেয়ার অনুমতি পেলেন। মক্কায় ১৩ বছর দাওয়াত দেয়ার পর হিজরত করলেন মদীনায়। ২৫ সফর ১৩ নববী বর্ষ মোতাবেক ১২ সেপ্টেম্বর ৬২২ ইং মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত শুরু করেন।[৩]

মদীনায় শুরু হল তার নতুন জীবন। মদীনার লোকদের নিয়ে তিনি গড়ে তুললেন একটি শাসন ব্যবস্থা। যার প্রধান হলেন তিনি। এক সময় মক্কার কাফিরদের শত্রুতার জবাবে তাদেরকে প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি হিসেবে অর্থ ও অস্ত্র আটকের চিন্তা করলেন। এ উদ্দেশ্যে ১৭ রমযান ২য় হিজরী ১৩মার্চ ৬২৪ইং আল্লাহর ইচ্ছায় মক্কার কাফিরদের সাথে প্রকাশ্যেভাবে যুদ্ধ হল।[৪] জিহাদ। বদর জিহাদ। মুসলমানরা জয়ী হলেন। ৭০ কাফির মারা গেল। বন্দী হল আরো ৭০ জন।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ক্রমে উহুদ যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ, তাবুকের যুদ্ধ মুতার যুদ্ধ ইত্যাদি হল। উহুদ ছাড়া সবগুলোতেই জয়ী হল মুসলমান। দিন দিন বেড়ে গেল মুসলমাদের সংখ্যা।

মুহাম্মদ সা. পথহারা মানুষকে শিখালেন আল্লাহর পরিচয়। দীক্ষা দিলেন চারিত্রিক উন্নতির। গড়ে তুললেন আদর্শ মানব করে। যারা পূর্বে জোর পূর্ব ব্যভিচার করতো তারা এখন অন্য নারীর দিকে চোখ তুলেও তাকায় না। যারা চুরি, ডাকাতি করত, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে মজা পেতো তারা এখন অন্যের সম্পদ রক্ষা করে, নিজের সম্পদ থেকে অন্যকে দান করে। এভাবেই পাল্টে গেল সমাজ। অশান্তিতে ভরা সমাজ ফিরে গেল শান্তিময় পথে। স্থান করে নিল সহমর্মিতা, মানবতা, সহযোগিতা।

মানুষ তার প্রকৃত প্রভূর সন্ধান পেয়ে তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। ছেড়ে দিল সব প্রতিমা পূজা।

মুহাম্মদ সা. ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ১১ হিজরী সনে ২/১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সকাল ১০/১১টার সময় ২৩৩৩০ দিন ৬ ঘন্টা দুনিয়ায় অবস্থানের পর রফিকে আলার ডাকে সাড়া দেন।[৬]

ইকবাল কাব্যে মুহাম্মদ সা. প্রসঙ্গ তো অনেক বার এসেছে, অনেক ভাবে এসেছে। ইকবাল র. অধিকাংশ স্থানে মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ অনুসরণ করার কথা বলেছেন। মানব মুক্তির জন্য নবীজীর আদর্শ অনুসরণ, কুরআন বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

اے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیونکر؟
مجھے معلوم کیا! وہ رازداں تیرا ہے یا میرا؟
محمدؐ بھی ترا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا
مگر یہ حرف شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا؟[৭]

রাসূলুল্লাহ সা. উম্মতের নাজাতের জন্য পাগল পারা ছিলেন। তাকে কেউ কোন কষ্ট দিলেও তা মনে নিতেন না। বরং তার হিদায়াতের দুয়া করতেন। কাফিরদের পাথরের আঘাত সহ্য করেও তায়িফে দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন বাজারে, মেলায়। নবীর সেই আগ্রহই আমাদের প্রয়োজন।

ইকবাল এ কথা-ই বলেছেন তার নিম্নের কবিতায়

Dhaka University Institutional Repository

کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟

کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہوگئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار؟

قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں

کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں!۸

রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন সহনশীল। তা অবশ্যই নিজের ব্যাপারে। কিন্তু যখন গোটা মুসলমানদের উপর আঘাত আসতো তখন তিনি এর উপযুক্ত মোকাবিলা করতেন। মদীনার জীবনে এর প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। রাসূলের সে দিক উল্লেখ করে ইকবাল বলেন-

سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۹

নবী করীম সা. এর জীবনে মিরাজ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ ঘটনা নবীর সম্মানই বাড়িয়েছে শুধু তা নয়। বরং এ ঘটনা মানব জাতির সাহস ও আশাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে মানুষ চেষ্টা করলে উঠে যেতে পারে আকাশসমূহ পেরিয়ে আরশের সীমানায়। ইকবালের কলমে এসেছে এভাবে-

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفے سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں!

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید

کہ آرہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں ۱۰

ইকবাল ছিলেন বিশ্ব চিন্তায় বিভোর। ছোট বাচ্চাদেরকে যখন গান শেখান তখনও তাকে ব্যাপক মনমানসিকতায় গড়ে তুলতে চান। এ প্রসঙ্গে ভারতের ছোট বাচ্চাদের পরিচয় করিয়ে দেন আমাদের নবীর জন্মস্থান। জানিয়ে দেন নবীর জন্মের সময় কি কি ঘটেছিল। নবী করীম সা. কোথায় চলাফেরা করে তৃপ্তি পেতেন। আরো অনেক কিছু। ইকবালের কবিতায়-

ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے

پھر تاب دیکھے جس نے چمکائے کہکشاں سے

وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکاں سے

Dhaka University Institutional Repository

میرعرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے

میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے[১১]

ইকবাল ভারতীয় মুসলমানদের অধঃপতনে খুবই চিন্তিত ছিলেন। বারবার বিভিন্ন দোহাই দিয়ে জাগাতে চেয়েছেন। ইকবাল জবাবে শিকওয়ায় বলেছেন তোমরা যদি আবার মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ আকড়ে ধরতে পার, তাহলে আবার আসবে বিজয়। ভেঙ্গে যাবে গোলামীর জিঞ্জির। তোমার ভাগ্য তোমার হাতে ধরা দিবে। এ পৃথিবীর সব কিছুই তো তোমার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

ماسوااللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تری تو مسلماں ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں[১২]

১। শিবলী নুমানী : সীরাতুন্নবী পৃ২৭

২। মুফতী মুহাম্মদ শফী : সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, থানবী লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃ২৯

৩। মুহাম্মদ জামিল আহমদ : মাহফিলে আম্বিয়া পৃ২৩৮

৪। ড. নাছীর আহমদ নাছির : পয়গাম্বরে আজম ওয়া আখির পৃ৪৭১

৫। মুফতী শফী : সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া পৃ ৬৯

৬। মুহাম্মদ ইদরীস : খান্দানে নবুওয়াত, মাকতাবায়ে রাহমানিয়া, লাহোর পাকিস্তান: ১৯৮৫। পৃ ১৪৫

৭। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বালে জিবরীল পৃ৬

৮। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : জবাবে শিকওয়া, বাঙ্গে দারা পৃ২০২

৯। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: তারানায়ে মিল্লি, বাঙ্গে দারা পৃ১৫৯

১০। ড. মুহাম্ম ইকবাল : বালে জিবরীল পৃ২৮

১১। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : হিন্দুস্তানী বাচ্চোকা কাওমী গীত, বাঙ্গে দারা পৃ৮৭

১২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : জবাবে শিকওয়া, বাঙ্গে দারা পৃ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সুলাইমান আ.

(খৃ. পূ.৯৯২—৯২৪)

হযরত দাউদ আ. এর পুত্র হযরত সুলাইমান আ.। তিনি নবী ছিলেন। সারা দুনিয়ায় যে চারজন রাজত্ব করেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন সুলাইমান আ. তিনি ন্যায় পরায়ন ছিলেন। তার ইনসাফের বিভিন্ন কাহিনী জানা যায়। প্রচন্ড বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি খৃ. পূ. ৯৯২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

খৃ. পূ. ৯৬৪ সালে হযরত দাউদ আ. এর ইন্তিকালের পূর্বেই তাকে রাজত্বের অধিকারী করা হয়। দাউদ আ. এর ইন্তিকালের পর তিনি নবী হিসেবে ঘোষিত হলেন। একই সাথে নবীও বাদশাহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকলেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষ জাতির পাশাপাশি জিন জাতিকেও তার অধীনে করে দেন। জিন-পরী সকলেই সুলাইমান আ. এর কথা মানত। বায়ু মন্ডল তার কথা শুনতো। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তা এ ভাবে জানিয়েছেন- আমি বায়ুকে সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছিলাম। তার পূর্বাহ্নে ভ্রমণ ছিল (স্বাভাবিক গতির) একমাসের পথ আর অপরাহ্নের সফর ছিল আরেক মাসের ভ্রমণ সমান।

হযরত সুলাইমান আ. সব পশ-পাখির ভাষা বুঝতেন। তাদের সাথে কথাও বলতে পারতেন। এক পিঁপড়ার সাথে কথা বলার কাহিনী কুরআনের সূরা নমলে আলোচিত হয়েছে। হুদহুদ পাখি দ্বারা বিভিন্ন খবর আদান-প্রদানের কথাও কুরআনে রয়েছে।[২]

হযরত সূলাইমান আ. রানী বিলকিস সহ বিভিন্ন রাজা-রানীকে পরাস্ত বা অধিনস্ত করে সারা পৃথিবীর বাদশাহ হয়েছিলেন। হযরত সুলাইমান আ. বাইতুল মুকাদ্দাসকে মসজিদ বড় আকারে পুন:নির্মাণ করেন। এ নির্মাণ কাজে মানুষের সাথে জিনদেরকেও সম্পৃক্ত করেন। জিনেরা অনেক দামী দামী পাথর ও স্বর্ণ-রূপা সংগ্রহ করে দেয়। যখন মসজিদ নির্মাণ কাজ চলছিল তখন তিনি একটি লাঠিতে ভর করে দাড়ানো অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। আল্লাহর মহিমায় জিনরা তার মৃত্যুর পরও এক বছর পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চালিয়ে যায়। যখন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় তখন তিনি লাঠি ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে যান।৩

ইকবাল কাব্যে হযরত সুলাইমান আ. এর রাজত্বের কথা স্থান পেয়েছে। সুলাইমান আ. এত দাপটের সাথে রাজত্ব চালিয়েছেন আর মুসলমানরা বর্তমানে রাজ্য হারা। সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইকবাল এ সমস্যার সমাধানের প্রতি মনোযোগী হতে উৎসাহিত করেছেন। ইকবাল বলেন-

یہ فقر مرد مسلماں نے کھو دیا جب سے

رہی نہ دولت سلمانی وسلیمانی![৪]

১। মুহাম্মদ জমিল আহমদ : মাহফিলে আম্বিয়া পৃ১৫৯

২। আল কুরআন : সূরা নামল, আয়াত : ১৬

৩। অধ্যাপক মাওলানা সিরাজউদ্দীন : কাছাসুল আম্বিয়া পৃ: ৪১৭

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: ফকারও রাহেবী, জারবে কালীম পৃ ৫১

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

সাহাবায়ে কিরাম

- ▣ হযরত আবু আইয়ূব আনছারী রা.
- ▣ হযরত আবু উবাইদা রা.
- ▣ হযরত আবু বকর রা.
- ▣ হযরত আবু যর গিফারী রা.
- ▣ হযরত আলী রা.
- ▣ হযরত উমর রা.
- ▣ হযরত উসমান রা.
- ▣ হযরত খালিদ রা.
- ▣ হযরত ফাতিমাতুজ জাহরা রা.
- ▣ হযরত বিলাল রা.
- ▣ হযরত সালমান ফারসী রা.
- □ হযরত হুসাইন রা.

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু আইয়ূব আনছারী রা.

(মৃত্যু ৫১ হি:)

ইসলাম ও মুসলমানদের সহযোগিতায় যে ক'জন নিরলস শ্রম দিয়েছেন, দান করেছেন অর্থ, বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের আবাস স্থল টুকুও তাদের অন্যতম হলেন আবু আইয়ূব আনছারী রা.। তার পূর্ণ নাম- খালিদ, পিতা যায়িদ। মদীনার খাযরাজ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

রাসূলুল্লাহ সা. যখন মদীনায় হিজরত করলেন তখন নবীজীকে নিজের বাড়ীতে নেয়ার জন্য চেষ্টা ও দুয়া করেছিলেন। এদিকে সবাই রাসূলুল্লাহ সা. এর উটনীর সামনে এসে চেষ্টা করতে ছিল তার বাড়ির সামনে যেন উটনী থেমে যায়। তাহলে সে রাসূলুল্লাহ সা. কে মেহমান করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে। একে একে অনেক বাড়ী পেরিয়ে আল্লাহর হুকুমে হযরত আবু আইয়ূব আনছারী রা.-এর বাড়ীর সামনে উটনী বসে গেল। নবীজী সা. সেখানে নেমে পড়লেন। অবস্থান করতে থাকলেন আবু আইয়ূব আনছারীর বাড়ীতেই। আবু আইয়ূব আনছারী রা. রাসূলুল্লাহ সা.-কে দোতলায় থাকতে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. নিচে অবস্থান করাই ভাল মনে করলেন। বিশেষ করে আগন্তুকদের সুবিধার্থে নিচেই অবস্থান করলেন নবীজী সা.। নবীজীর জন্য আলাদা গৃহ নির্মাণ করার পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।[২]

আবু আইয়ূব রা. সবসময় আলী রা. এর সাথে যুদ্ধে থাকতেন। জিহাদ প্রিয়লোক ছিলেন। ৫১ হিজরীতে ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে সমুদ্র পেরিয়ে কস্টানটেনোপল قسطنطنیہ (ইস্তাম্বুল এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিকূল পরিবেশেও বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মারা যান। তাকে ইস্তাম্বুলেই দাফন করা হয়।[৩]

সেখানেই গড়ে উঠে মুসলিম শহর। ইকবাল 'বিলাদে ইসলামিয়া' কবিতায় তা এভাবে উল্লেখ করেন-

نکہت گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا
تربت ایوب انصاری سے آتی ہے صدا
اے مسلمان ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر
سیکڑوں صدیوں کی کشت وخوں کا حاصل یہ شہر[৪]

১। অলীউদ্দীন : আলইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল পৃ৫৮৬

২। মুফতী মুহাম্মদ শফী র. : সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া পৃ৫৪

৩। অলীউদ্দীন : আলইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল পৃ৫৮৬

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বাঙ্গে দারা পৃ ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু উবাইদাতুবনুল জাররাহ রা.

(মৃত্যু ১৮ হিজরী)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যারা ঈমান এনেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু উবাইদা রা.। মূল নাম আমির, পিতার নাম জাররাহ। তিনি আশারা মুবাশশারার একজন।[১]

তিনি রাসূল সা. কর্তৃক আমীনুল উম্মাহ উপাধী পেয়েছিলেন। হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিদের মধ্য অন্যতম ছিলেন তিনি। রাসূল সা. এর জীবদ্দশায় সবগুলো যুদ্ধেই জানবাজ লড়াই করেন। রাসূল সা. এর ইন্তিকালের পর আবু বকর ও উমর রা. এর যুগে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সিরিয়া অঞ্চলের গভর্ণর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[২] রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময়ে তাকে মদীনার ভারপ্রাপ্ত খলীফা নিযুক্ত করেছেন।[৩]

তিনি সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন। সবার সাথে মিশতেন।[৪] আমওয়াস মহামারীর সময় দৃঢ়তার সাথে ফিলিস্তিনে অবস্থান করেন। আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি যারপরনাই আস্থাশীল ছিলেন। আমওয়াস মহামারীতে তিনি ১৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।[৫]

আল্লামা ইকবাল ইয়ারমুক যুদ্ধের এক ঘটনা কবিতায় এক আরব নওজোয়ানের আবেগ পূর্ণ একটি কাহিনী এনেছেন। নওজোয়ান সেনাপতি আবু উবাইদা রা. এর কাছে এসে বলে- রাসূলের বিরহে অস্থির আমি। জীবনের প্রতি এখন আর কোন মায়া নেই। আমি খুব শীঘ্রই রাসূল সা. এর সাথে মিলিত হব। কোন পয়গাম থাকলে তা বলুন। আবু উবাইদা রা. তা শুনে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে বললেন, যখন নবীর দরবারে পৌঁছবে তখন সালামের পর বলবে- আমাদের উপর আল্লাহ করুনা করেছেন। আপনি যা ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছে।

اک نوجوان صورت سیماب مضطرب — آکر ہوا امیر عسا کر سے ہم کلام

اے بوعبیدہ رخصت پیکار دے مجھے — لبریز ہو گیا مرے صبر وسکوں کا جام[৬]

১। শাইখ মুহাম্মদ ইসমাইল পানিপতি: দশ বড়ে মুসলমান পৃ: ৩০৫

২। মাকবুল আনওয়ার দাউদী, মাতালিবে ইকবাল: পৃ: ২১

৩। আল্লামা সায়্যিদ সুলাইমান নদবী: সীরাতে আয়িশা পৃ: ২২৮

৪। রশীদ আখতার নদবী: মুসলমান হুকুমরান পৃ:১০৭

৫। আব্দুস সবুর তারেক: আল্লামা ইকবাল আওর কুরুনে উলা কে মুসলমান মুজাহিদীন পৃ ৩৯
আলইকমাল ফি আসমায়ির রিজাল লিছাহিবিল মিশকাত, রশিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃ ৬০৮

৬। ইকবাল : জঙ্গে ইয়ারমুক কা এক ওয়াকিয়া, বাঙ্গে দারা পৃ ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.

(৫৭৩ইং - ৬২৪ইং)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়, কাছের মানুষ, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান পুরুষ, ইসলামের প্রথম খলীফা হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.। তার মূল নাম আব্দুল্লাহ। উপ নাম- আবু বকর। উপাধি- সিদ্দিক। ইসলাম পূর্ব নাম ছিল আব্দুল কা'বা, পিতার নাম উছমান, পিতা পরিচিত ছিলেন আবু কুহাফা নামে। মায়ের নাম সালমা, তিনি পরিচিত ছিলেন উম্মুল খাইর নামে। জন্ম : ৫৭২/৫৭৩ খৃ:।[১] তিনি একজন আদর্শবান ব্যবসায়ী ছিলেন। রাসূল সা. এর দাওয়াতে সর্বপ্রথম তিনি সাড়া দেন। ইসলাম পূর্ব জীবনেও তিনি শিরক পছন্দ করতেন না।

আবু বকর রা. ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই ইসলাম ও মুসলমানের জন্য কাজ করতে থাকেন। নিরীহ গোলাম সাহাবীদের তিনি আজাদ করার ব্যবস্থা নেন। হিজরাতের সময় তিনি রাসূল সা. এর সাথী হয়েছিলেন।[২] ইসলামের পর তার সর্বস্ব দফাদফায় ইসলামের জন্য বিলিয়ে দেন। বিশেষ করে তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী সা. এর আহবানে সাড়া দিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি ইসলামের খেদমতের জন্য নিয়ে আসেন। ঘরে কোন কিছু অবশিষ্ট রাখেননি। রাসূল সা. যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘরে কি রেখে এসেছো? তখন যা জবাব দিলেন তা ইকবালের ভাষায়-

پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس

صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس[৩]

যদি উই পোকার আকর্ষন হয় চেরাগ, বুলবুল যদি সন্তুষ্ট হয় ফুলে, তাহলে আবু বকর সিদ্দিকের জন্য আল্লাহর রাসূলই যথেষ্ট।

মদীনার জীবনের ধাপে ধাপে রাসূল সা. এর সহযোগী হিসেবে ছিলেন। বদর, অহুদ, খন্দক, তাবুক সবযুদ্ধেই তিনি ছিলেন নবীজীর সাথী। হুদাইবিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয় এসবে তিনি ভূমিকা রেখেছেন সর্বোতভাবে। ৯ম হিজরী সনে তিনি মুসলমানদের সর্ব প্রথম হজ্জ কাফেলার নেতৃত্ব দেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ সা. এর ইন্তিকালের পর তিনিই সর্ব প্রথম খলীফাতুর রাসূল হিসেবে মনোনীত হন। ৬৩২ থেকে ৬৩৪ খৃ: পর্যন্ত খলীফার দায়িত্ব পালন করেন। ২৩ আগস্ট ৬২৪ খৃ: মোতাবেক ১৩ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫]

আবু বকর রা. খেলাফতের দাড়িয়ত্ব যখন লাভ করেন, তখন মুসলিম দুনিয়ায় চলছিল অস্থিরতা। চার দিক থেকে মুসলিম বিদ্বেষীরা ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। তখন আবু বকর রা.

Dhaka University Institutional Repository

এর মনে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার এক অদম্য স্পৃহা কাজ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন اینقص الدین وانا حی ধর্মে কাটছাট শুরু হবে আর আমি জীবিত থাকব?

আবু বকর রা. এর এ জ্বলনই উঠে এসেছে কয়েকবার ইকবালের কবিতায়। ইকবাল বলেন-

تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے　　دل مرتضی سوز صدیق دے[৬]

(এ নির্যাতিত মুসলিমদের উদ্ধারের) অস্থির উত্তেজিত হবার তাওফীক দাও। আলী রা. এর অন্তর আর আবু বকর সিদ্দিক রা. এর জ্বলন দাও (আমাদের)।

১। নবী আহমদ সূহা: আসহাবে রাসূল আওর উনকে কারনামে পৃ: ১৩
২। নবী আহমদ সূহা: আসহাবে রাসূল আওর উনকে কারনামে পৃ: ৩২
৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : সিদ্দিক, বাঙ্গে দারা পৃ: ২২৫
৪। নবী আহমদ সূহা: আসহাবে রাসূল আওর উনকে কারনামে পৃ: ৫৫
৫। অলীউদ্দীন: আল ইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল পৃ ৫৮৭
৬। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: প্রিয়সী পত্র (ساقی نامہ) : বালে জিবরীল পৃ: ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু যর গিফারী রা.

(মৃত্যু ৩২ হিজরী)

আবু যর গিফারী রা. বনী গিফার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও প্রতিমা পূজার বিরোধী ছিলেন। ঘৃণা করতেন। যখন মক্কায় রাসূলুল্লাহ সা. তার নবুওয়াত ঘোষণা করলেন, তখনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সা. এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি মদীনায় ছিলেন।[১] রাসূলের ইন্তিকালের পর তিনি সিরিয়ায় চলে যান। তিনি সব সময় পুঁজিপতিদের বিরোধী ছিলেন। ফলে সেখানকার রাজন্যবর্গের সাথে বিরোধ বাড়তে থাকে। তাই উসমান রা. তাকে মদীনায় ডেকে নিয়ে আসেন। একটি সাধারণ গ্রামে তিনি কৃচ্ছতার সাথে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেন। তার জন্য সরকারী ভাতা মঞ্জুর হলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি।[২] তিনি ৩২ হিজরী সনে রুবজা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[৩]

ইকবাল কাব্যে আবু যর গিফারী রা. একজন সাদাসিদে লোক। কৃচ্ছতা সাধনকারীদের তিনি প্রতিনিধি। একটি কম্বলেই যিনি তার জীবন চালিয়ে দিতে পারেন তিনি হলেন আবু যর গিফারী রা.। ইকবালের ভাষায়-

یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے

گلیم بوذر، دلق اویس و چادر زہرا[৪]

ইকবালের ভাষায় মুসলমানদের বিজয়ের অন্যতম কারণ সাদাসিদে জীবন, কৃচ্ছতা সাধন। যেমন বলেন

مٹایا قیصر و کسری کے استبداد کو جس نے

وہ کیا تھا؟ زور حیدرؓ، فقر بوذر، صدق سلمانی[৫]

১। অলীউদ্দীন: আল ইকমাল ফি আসমায়ির রিজাল পৃ ৫৯৪

২। মকবুল আনওয়ার দাউদী: মাতালিবে ইকবাল পৃ ২০

৩। অলীউদ্দীন: আল ইকমাল ফি আসমায়ির রিজাল পৃ ৫৯৪

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : জারবে কালীম পৃ ২৩

৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : তুলোয়ে ইসলাম, বাঙ্গে দারা পৃ ২৭০

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলী রা.
(মৃত্যু ৪০ হিজরী)

সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী বালক হলেন আলী রা.। রাসূল সা. এর প্রিয় চাচা আবু তালিবের সন্তান। হিজরতের ২য় বছরে ২১ বছর বয়সে নবীজীর কন্যা ফাতিমা রা. কে বিয়ে করেন।[১] তার থেকেই জন্ম গ্রহণ করে হাসান ও হুসাইন রা.। আহলে বাইত বা নবীজীর ঘরোয়া লোকজনদের মধ্যে এ পরিবারটি ছিল অন্যতম।

আলী রা. ছিলেন বীর পুরুষ। বিচক্ষণ ব্যক্তি। কাফিরদের আতঙ্ক ছিলেন তিনি। বদর যুদ্ধের মল্ল পর্বে তিনি বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব রাখেন। খায়বার যুদ্ধে তিনি একাই কেল্লার ফটক উপরে ফেলেন যা স্বাভাবিক ভাবে ৭জন মতান্তরে ৪০ জন লোকের সরানো মুশকিল ছিল।

সদা সাদাসিদে জীবন যাপনকারী আলী রা. হযরত উছমান রা. এর শাহাদাতের পর ৬৫৬ খৃ: খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে দেন। খুবই বিচক্ষণতার সাথে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে খিলাফত চালাতে থাকেন। এ সময়ে অনাকাঙ্খিত সিফিফন যুদ্ধ হয়। যা ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রের ফল ছিল। মুয়াবিয়া রা. এর সাথেও ভাল সময় কাটেনি। এ সময়ে খারিজীদের উৎপাত খুব বেশী বেড়ে যায়। তাদের দমন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাদেরই এক ঘাতক ইবনে মুলজিম হযরত আলী রা. কে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে শহীদ করে দেয়।[২]

৪০ হিজরী সনে আলী রা. এর মাধ্যমে খিলাফতের সমাপ্তি ঘটে। অনেকের মতে হযরত হাসান রা.এর ছয় মাস দায়িত্ব পালনকেও খিলাফতে রাশিদার অংশ ধরা হয়।

ইকবাল হযরত আলী রা. এর বীরত্বকে শ্রদ্ধার সাথে বারবার স্মরণ করেছেন। বার বার উচ্চারণ করেছেন সাহসী মানুষের কথা তারই সন্তানদের কাছে। ইকবাল বলেন-

دل در سخن محمدی بند   اے پور علیؓ ز بوعلی چند

چوں دیدۂ راہ بیں نداری

قاید قرشی بہ از بخاری[৩]

ইকবাল বলেছেন আমাদের মাঝে আলী রা. এর বীরত্ব জন্মাতে হবে। জাগতে হবে সাহসী মন নিয়ে। তার কবিতায় কখনও এসেছে 'কুওয়াতে হায়দার' (قوت حیدری) আবার কখনও 'জোরে হায়দার' আবার 'হায়দার কাররার' (حیدر کرار)। যেমন-

مرے لئے ہے فقط زور حیدری کافی

ترے نصیب فلاطوں کی تیزئ ادراک

Dhaka University Institutional Repository

مری نظر میں یہی ہے جمال زیبائی
کی سر بسجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک![৪]

قبضے میں یہ تلوار بھی آجائی تو مومن
یا خالدؓ جانباز ہے یا حیدر کرارؓ[৫]

আলী রা. খায়বার কপাট উপড়িয়ে ফেলেছিলেন। সেই বীরত্ব কথা ইকবাল স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন এখন খায়বার থেকেও চরম মুহূর্ত চলছে। এ সময়ে কি আছে সেই হায়দারী হাক দেবার মতো কোন বীর?

منزل رہرواں دور بھی، دشوار بھی ہے
کوئی اس قافلہ میں قافلہ سالار بھی ہے
بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکۂ دین ووطن
اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے[৭]

আলী রা. এর মধ্যে ছিল ফাকর এর গুণ। এগুণ হল বীরত্ব, আগ্রহ আর আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশের গুণ। মানুষের কাছে হাত না পাতাই হল ফাকর।[৮]

ইকবাল বলেন-

خدائی اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی
کہ اس کے فقر میں ہے حیدری وکراری[৮]

আলী রা. কে ইকবাল অনেক বড় মনে করেন ও অনেক মর্যাদা দেন। কিন্তু অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে তাকে নবী হিসেবে মনে করা তিনি সমর্থন করেন না। তিনি বাঙ্গে দারার এক কবিতায় শিয়াদের মতো আলী রা.কে মর্যাদা দেয়ার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

گو شعر میں ہے رشک کلیم ہمدانی — پابندیٔ احکام شریعت میں ہے کیسا؟
ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی — سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھا
تفضیل علیؓ ہم نے سنی اس کی زبانی — ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا[৯]

ইকবাল শুধু মুসলমানদেরকে জাগতে বলেছেন। সেই সাথে মহান আল্লাহর কাছে হায়দারী শক্তি প্রদান করার জন্য দু'আও করেছেন। ইকবাল বলেন-

دلوں کو مرکز مہر و وفا کر — حریم کبریا سے آشنا کر
جسے نان جویں بخشی ہے تو نے — اسے بازوے حیدر بھی عطا کر[১০]

১। মুফতী মুহাম্মদ শফী র. : সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া পৃ: ১৮৪
২। কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী (অনুবাদ: মাওলানা লিয়াকত আলী) : খেলাফতে রাশেদা পৃ২২৮
৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জরবে কালীম পৃ ১৯
৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জালাল ও জামাল, জরবে কালীম পৃ ১২৩
৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: আজাদী দিয়ে শমশীরকে এলান পর, জরবে কালীম পৃ ২৭
৬। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বালে জিবরীল পৃ ৬৪
৭। মকবূল আনওয়ার দাউদী: মাতালিবে ইকবাল পৃ ১৮৩
৮। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জারবে কালীম: পৃ ১৭১
৯। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বাঙ্গে দারা পৃ ৫৯
১০। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বালে জিবরীল পৃ ৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর ফারুক রা.

(মৃত্যু : ৬৪৪ইং/ ২৩ হিজরী)

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, বীর পুরুষ, সংস্কারক ও নবী সা. এর প্রিয়ভাজন হলেন উমর ফারুক রা.। তার পিতা আলখাত্তাব বিন নুফাইল। মায়ের নাম খানতমা। ইসলাম প্রচার যখন শুরু হয় তখন তার বয়স ২৭ বছর। তিনি শুরু জীবনে চরম ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন। বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ সা.কে হত্যা করার ইচ্ছায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে খবর পেলেন, তারই বোন ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাকে শাসাতে গেলেন। বেদম প্রহারও করলেন। এক পর্যায়ে তার বোন কুরআন থেকে তিলাওয়াত করলে তা শুনে আপ্লুত হন। রাগ কমে আসে। নিজের ভুল বুঝতে পারেন। নবীজীর কাছে পৌঁছে নবীজীকে হত্যা না করে তিনি নিজেই নবীজীর সামনে আত্মসমর্পন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

নির্ভীক, বীরপুরুষ উমর রা. ইসলামের বিপক্ষ শক্তি না হয়ে ইসলামের পক্ষের শক্তি হলেন। তখন থেকে প্রকাশ্যে কাবা ঘরে ইসলামের প্রচার শুরু হয়, নামায আদায় করা হয়। কারো সাহস হল না তাকে বাধা দেবার। সারাটি জীবন রাসূল সা. এর আদর্শে অতিবাহিত করেন। নবীজীর পাশে থেকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। জীবন যুদ্ধে সঙ্গ দেন। নবীজীর ইন্তিকালের ব্যথা তিনি সহজে সহ্য করতে পারেননি। পাগল পারা হয়ে যান। আবু বকর রা. এর সান্ত্বনা তাকে শান্ত করে। আবু বকর রা. এর খিলাফতের পর তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে মনোনীত হন। খুব সুন্দরভাবে তিনি শাসন করেন। তিনি শাসক হয়েও সাদাসিদে জীবন যাপন করেন। তার আদর্শ প্রবাদতুল্য হয়ে আছে। তার শাসন কালে ইসলামী রাজত্বের সীমানা অনেক বিস্তৃতি লাভ করে।[১]

উমর রা. ৬৪৪ খৃ: মোতাবেক ২৩ হিজরী সনে আবু লুলু নামক আততায়ীর হাতে নির্মমভবে শহীদ হন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ২

ইকবালের কবিতায় দুস্থানে উমর রা. এর উপস্থিতি লক্ষ্য করি। 'এক সিদ্দিক' কবিতায় তাবুক যুদ্ধের মুহূর্তে যুদ্ধ ফান্ডের জন্য সাহাবাদের যে আবেগ আগ্রহ তা তুলে ধরেন। প্রত্যেকেই তার সাধ্য অনুযায়ী নিয়ে আসেন। উমর ফারুক রা. তার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এলেন সেদিন। নবীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সবই কি নিয়ে এলে নাকি আত্মীয় স্বজনদের জন্য কিছু রেখে এলে। তখন উমর রা. জবাব দিলেন, অর্ধেক স্ত্রী-সন্তানের অধিকার আর বাকীটুকু আমার নবীজীর জন্য।

پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر!

اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار!

Dhaka University Institutional Repository

رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟

مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گذار

کی عرض نصف مال ہے فرزند کا حق

باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار[৩]

অন্য কবিতায় ইকবাল উমর রা. এর মতো ত্যাগী মানুষ আরো যেন দুনিয়ায় হয় সেই কামনা করেছেন। ইকবালের ভাষায়-

اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن

بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی

صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا

تلوار ہے تیزی میں صہبائے مسلمانی[৪]

১। মাকবুল আনওয়ার দাউদী: মাতালিবে ইকবাল পৃ:১৭১

২। অলীউদ্দীন: আল ইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল পৃ ৬০২

২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : সিদ্দিক, বাঙ্গে দারা পৃ: ২২৪

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : মিহরাবে গুলে আফগান কে আফকার, জরবে কালীম পৃ ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উছমান রা.
(মৃত্যু : ৩৫ হিজরী/ ৬৫৬ ইং)

উছমান রা. ইসলামের তৃতীয় খলীফা। পিতা- আফফান। উপ নাম আবু আব্দুল্লাহ। কুরাইশের উমাইয়া বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

যৌবনে তিনি অনেক সম্পদের মালিক হন। তাই তাকে উছমান গনী বা ধনী উছমানও বলা হয়। রাসূল সা. এর মেয়ে রুকাইয়া রা. কে প্রথমে বিয়ে করেন। যখন বদর যুদ্ধ চলছিল, তখন রুকাইয়া রা. অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতায় তিনি ইন্তিকাল করেন। এরপর নবীজীর আরেক মেয়ে উম্মে কুলছুম রা.কে উছমান রা. বিয়ে করেন। নবীজীর দু'কন্যাকে বিয়ে করার সুভাগ্য লাভ করায় তাকে যিন নূরাইন বা দুই নূরের অধিকারী বলা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবদ্দশায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির মুহূর্তে তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

৬৪৪ খৃষ্টাব্দে উমর রা. আততায়ীর হাতে শাহাদত বরণ করলে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন।[১] কুরআন সংকলন ও সংরক্ষনের জন্য তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। অনেক চরাই উতরাইয়ের মধ্যে ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে তিনি কুরআন তিলাওয়াত অবস্থায় বিদ্রোহীদের হাতে ৩৫ হিজরী সনে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত উছমান রা. বিরাট সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তা নিজে ভোগ না করে তা মুসলমানদের মাঝে ব্যয় করেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি একাই ৯০০ উট, ১০০ ঘোড়া দান করেছিলেন। [২]

উছমান রা. এর কুটনৈতিক দূরদর্শিতা, কুরআন সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা। ইসলামের জন্য উদারহস্তে দান করা সবই আমাদের জন্য শিক্ষনীয়। তারা আমদের অনুসরণীয়। ইকবাল তার কাব্যে আমাদের পূর্বপুষদের সাথে শুধু আত্মার সম্পর্ক আছে তা বলে বসে থাকলে চলবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন উছমান-আলী রা. এর গুণ এবার অর্জন করতে হবে। ধরতে হবে কুরআন। পূর্ব পুরুষরা কুরআন আঁকড়ে ধরে সম্মানীত হয়েছেন আর আমরা কুরআন ছেড়ে অপদস্থ হচ্ছি। ইকবাল বাঙ্গে দারায় 'জবাবে শিকওয়া' কবিতায় লিখেন-

ہر کئی مست مے ذوق تن آسانی ہے　　تم مسلماں ہو؟ یہ انداز مسلمانی ہے؟

حیدری فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے　　تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر [৩]

১। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী: নবীয়ে রহমত পৃ৪৪২

২। মুফতী মুহাম্মদ শফী র. : সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া পৃ ৮৯

৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বাঙ্গে দারা পৃ ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.

(মৃত্যু ২১হিজরী)

ইসলামের যে সকল বীর সেনানী ইসলামকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, এনে দিয়েছেন বিজয়, তাদের অন্যতম হলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.।

তিনি ছোট বেলা থেকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে গড়ে উঠেন। আরবের নামকরা যোদ্ধাদের মধ্যে তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই নিজের নাম অন্তর্ভূক্ত করেন।

ওহুদ যুদ্ধের সময় খালিদ রা. কুরাইশদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে বিরাট সফলতা লাভ করেন। তার পর হুদাইবিয়ার সন্ধির পর পর তিনি মুসলমান হয়ে যান। তখন থেকেই ইসলামের জন্য জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করতে থাকেন। মুতার যুদ্ধে তিনি পরপর তিন জন সেনানীর শহীদ হয়ে যাওয়ার পর সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার হাতে বিজয় লাভ হয়।

মক্কা বিজয়ের সময়ও তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর অধীনে যুদ্ধ করেন এবং দলত্যাগী কুরাইশদের মুকাবেলা করেন।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের পর যখন ভন্ড নবীদের আবির্ভাব ঘটে তখন মুসাইলামা সহ বিভিন্ন ভন্ড নবীদেরকে দমন অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তিনি দিমাস্কে আক্রমণ করে বিজয়ী হন।

রোমানদের বিভিন্ন শহরে আক্রমণ করে রোমান বাদশা হেরাক্লিয়াসের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ান। কয়েক দফা যুদ্ধে হেরাক্লিয়াসের বাহিনী পরাজিত হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদ রা.-এর বীরত্ব স্ববিশেষ লক্ষণীয়।

এত যুদ্ধ করার পরও শেষ জীবনে এসে যুদ্ধ থেকে অব্যহতি নেন। প্রায় সাড়ে তিন বছর অবসর জীবন কাটানোর পর একুশ হিজরীতে দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতের দিকে পাড়ি জমান।[১]

ইকবাল তার অনেক কবিতায় মুসলমানদের বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছেন। এই বিজয়ের পিছনে মুসলমানদের মজবুত হাত, সাহস ও দৃঢ় মনোবল কাজ করে বলে তিনি মনে করেন। (آزادی شمشیر کے اعلان پر) কবিতায় এ কথাটিই তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি মনে করেন দৃঢ়তা ও ইস্পাত কঠিন হলে খালিদ ও আলী রা. এর মতো হওয়া যাবে। তাহলেই কাঙ্খিত বিজয় আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন তিনি বলেন-

آزادی شمشیر کے اعلان پر
سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں کبھی تو نے
کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگر دار
اس بیت کا مصرع اول ہے کہ جس میں
پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار!
ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ
اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار
قبضہ میں یہ تلوار بھی آجائے تو مومن
یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرارؓ[২]

১। নাসিম আরাফাত: খালিদ রা. এলেন রনাঙ্গনে পৃ ৯৫

২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : আযাদীয়ে শমশীরকে এলান পর পৃ২৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ফাতিমাতুজ জাহরা রা.

(মৃত্যু ১১ হিজরী)

নবী নন্দীনী ফাতিমাতুজ জাহরা রা.। ফাতিমা রা. এর উপাধী ছিল জাহরা। রাসূলের বিপদের সময় ফাতিমা রা. ছিলেন পিতার পাশে। একদিন আবু জাহল উটের ভূড়ি দিয়ে নবী করীম সা. এর সিজদারত মাথার উপর চাপ দিল। রাসূলে আলম তখন উঠতে পারছিলেন না তখন ফাতিমা রা. তাড়াতাড়ি এসে তা সরিয়ে দেন।

মাত্র ১৬ বছর ৫ মাস বয়সে আলী রা. এর সাথে তার বিয়ে হয়। শিবলী নোমানীর তথ্য মতে ১৮ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়।[১] ব্যক্তি জীবনে ছিলেন স্বামী ভক্ত। অল্পতুষ্টি তার বড় গুণ ছিল। সাদাসিদে জীবন যাপন করেন। সংসারের দৈন্য দশায় তিনি স্বামীর প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করেননি। সংসারের সব কাজ তিনি নিজেই করেছেন। যাঁতা ঘুরানোর মতো কঠিন কাজটিও করেছেন তিনি।

নবীজীর কলিজার টুকরা ফাতিমা রা. ছিলেন বেহেশতের সরদার হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রা. এর জননী। অনেক কষ্টে তাদেরকে গড়ে তুলেছেন ইসলামের জন্য। ফাতিমা রা. নবীজীর এতই প্রিয় ছিলেন যে, যখন কোথাও তিনি যেতেন তখন সব শেষে ফাতিমা রা.কে দেখে যেতেন। আবার ফিরে সর্ব প্রথম ফাতিমার কাছে যেতেন। ফাতিমা রা. সম্পর্কে নবী করীম সা. বলেন, ফাতিমা আমার দেহের অংশ। যাতে তার কষ্ট হয় তাতে আমারও কষ্ট হয়।[২]

ফাতিমা রা. নবীজীর ইন্তিকালের মাত্র ছয়মাসের মধ্যেই দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। তখন ছিল একাদশ হিজরীর রমযান মাস।[৩]

ইকবাল ফাতিমা রা. আদর্শে গড়ে উঠতে নারী জাতিকে আহবান জানিয়েছেন। তারা যেন দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে নিজেদেরকে গড়ে তুলে। যেন তাদের গর্ভে জন্ম নেয় হুসাইন রা. এর মত জগদ্বিখ্যাত সন্তান। ইকবালের ভাষায়-

بتولی باش و پنہاں شو ازیں عصر

کہ در آغوش شبیرے بگیری

ইকবাল 'বালে জিবরীল' এর এক কবিতায় প্রসঙ্গ টানেন ফাতিমাতুজ জাহরা রা. এর। তিনি বলেন-

یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے

گلیم بوذرؓ و دلق اویس و چادر زہراؓ؟

حضور حق میں اسرافیلؑ نے میری شکایت کی

یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا![৪]

১। শিবলী নোমানী : সীরাতুন নবী পৃ২১৭

২। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী : নবীয়ে রহমত পৃ৪৪০

৩। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী: নবীয়ে রহমত পৃ৪৪৩

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বালে জিবরীল পৃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত বিলাল রা.

(মৃত্যু : ৬৪১ খৃ:)

বিলাল বিন রাবাহ রা.। রাসূল সা. এর প্রিয় সাহাবী। নবীজীর আশিক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন শীর্ষ স্থানীয়দের মধ্যে। প্রথম জীবনে তিনি একজন ক্রীতদাস ছিলেন। উমাইয়া বিন খালফ ছিল তার মনিব। ইসলামের আওয়াজ যখন পেলেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মনিব তা মেনে নিতে পারল না। তাই ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ দিল। শুয়ে রাখল উত্তপ্ত বালুকাময় জমিনে। কখনও গরম পাথর চাপা দিয়ে শুয়ে দিতো মরুভূমিতে। লেলিয়ে দিত পাষন্ড যুবকদের। যতবারই আল্লাহ ও রাসূলকে ত্যাগ করতে বলা হত ততবারই জবাবে আরো বেশী করে আল্লাহর নাম নিতেন। বারবার বলতেন 'আহাদ' 'আহাদ' এক আল্লাহ।[১]

রাসূলুল্লাহ সা. এর নির্দেশে আবু বকর রা. তাকে ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্ত করেন স্বাধীন জীবনে ফিরিয়ে আনেন। তিনি আবিসিনিয়ার নিগ্রো (কালো) লোক ছিলেন। কালো চেহারা, গোলামীর চিহ্ন কোনটায় ইসলাম পালনে ও রাসূলের ভালবাসা অর্জনে বাঁধা হয়নি। তার আন্তরিকতায় তিনি জয় করেছিলেন নবীজীর অন্তর। হয়েছিলেন রাসূলে আকরামের বিশেষ খাদিম।

বিলাল রা. এর গুণের শেষ নেই। তার আজানের কথা আজো হৃদয়ে হৃদয়ে। ইকবাল র. তো 'বাঙ্গে দারা' এর দ্বিতীয় বিলাল কবিতায় প্রমাণ করেছেন, বিলাল রা. আর গুণ আর আশিকে রাসূলের পরিচয়ে এতই পরিচিত হয়েছেন যে, দারা, ইস্কান্দর রুমীর নাম অনেকেই মনে রাখেনি হয়ত, কিন্তু মনে রেখেছেন বিলাল রা. এর নাম। এখানেই বিলাল রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব।

ইকবালের ভাষায়-

دنیا کے اس شنشہ انجم سپاہ کو
حیرت سے دیکھا فلک نیل فام تھا
آج ایشیا میں اسکو کوئی جانتا نہیں
تاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں
لیکن بلال، وہ حبشی زادۂ حقیر
فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر
ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز
صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوش چرخ پیر[২]

বিলাল রা. অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। প্রথমত: নবীজীর ভালবাসায় সহ্য করেছেন অনেক কষ্ট। এসব কষ্টকে তিনি কষ্টই মনে করেন নি; বরং এসব কষ্টের মাধ্যমে নবী করীম সা. এর ভালবাসায় বৃদ্ধি পেয়েছে আরো মজা-স্বাদ। তাইতো ইকবাল তা গেয়েছেন এভাবে-

Dhaka University Institutional Repository

وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لئے کس کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لئے

جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں

ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ لمزا ہی نہیں ৩

নবীজীকে দেখে যেন বিলাল রা. এর পিপাসা আরো বেড়ে যেতো। আরো নবীজীকে দেখতে চাইতেন। নবীজীর শহর ছিল বিলাল রা. এর প্রিয় শহর। নবীজীর স্মৃতি মন্থন করে ঘুরে বেড়াতেন সারা শহর।

বিলাল রা. এর আজান। এর তুলনা আর হয় না। এর আন্তরিকতা পূর্ণ সুর মানুষকে আল্লাহ মুখী করেছে। এখনও অনেক আজান হয় প্রতিদিন পাঁচবার হাজারও কণ্ঠে আজানের সুর ভেসে আসে কিন্তু বিলাল রা. এর আন্তরিকতা আর খুঁজে পাওয়অ যায় না। ইকবাল বলেন-

رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہی

یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی ৪

ইকবাল চেয়েছেন বিলাল রা. এর মতো জীবন হোক মুসলমানদের। তাই কখনও বলেছেন 'বিলালী দুনিয়া' আবার কখন বলেছেন 'যিন্দেগী মেছলে বিলাল'। কষ্ট সহিষ্ণুতা নবীর প্রেম, উন্নত চরিত্র, হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ সবাই যেন পাওয়া যায় বর্তমানের লোকদের কাছে সে আহবান ইকবাল করেছেন-

آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں!

زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں! ৫

১। শিবলী নোমানী: সীরাতুন্নবী পৃ১১১, ফী আসমায়ির রিজাল লি সাহিবিল মিশকাত পৃ ৫৮৭

২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বিলাল, বাঙ্গে দারা পৃ ২৪১

৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বিলাল, বাঙ্গে দারা পৃ ৮০

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জওয়াবে শিকওয়া, বাঙ্গে দারা পৃ ২০৩

৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: শিকওয়া, বাঙ্গে দারা পৃ ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সালমান ফারসী রা.

(মৃত্যু ৩৫ হিজরী)

সালমান ফারসী। মূল নাম- সালমান। পারস্যের বলে ফারসী বলা হয়। তার উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। তার জন্ম পারস্যের রামাহুরমুয শহরে। তার পিতা একজন খৃষ্টান জমিদার ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি স্পেনের ছিলেন।[১]

যখন তাকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য পাদ্রীর কাছে পাঠানো হয় তখন তিনি হঠাৎ করে সত্য ধর্ম অন্বেষণের তাগিদ অনুভব করলেন। সত্য ধর্ম প্রচারের সন্ধানে তিনি ঘর ছাড়েন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাদ্রীর কাছে অবস্থান করেন। অবশেষে পাদ্রী জানালো এখন শেষ নবীর ইয়াসরিবে আগমণের সময় হয়ে আসছে তাই তুমি খেজুর বাগান বিশিষ্ট ইয়াসরিবে চলে যাও। তিনি তাই করলেন। রওয়ানা দিলেন ইয়াসরিব (মদীনা)-এর পথে। পথিমধ্যে ইয়াহুদীদের হাতে বন্দী হন। তারা আরব বনিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। সত্যধর্মের সন্ধানে তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়।

যখন নবী কারীম সা. মদীনায় আবির্ভাবের কথা জানলেন তখন তিনি নবীকে পরীক্ষা করার জন্য হাদিয়া ও সদকা নিয়ে যান। নবীজী সদকা গ্রহণ করলেন না। হাদিয়া গ্রহণ করলেন। শেষ নবীর আলামত তার মাঝে পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তখন তিনি মদীনায় কৃতদাস ছিলেন। তার মালিক থেকে মুক্তির জন্য চুক্তি (কিতাবত) করেন। নবী সা. তাকে মুক্ত করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। নবীজী তাকে আজাদ করে দেন। খন্দক যুদ্ধের সময় সম্মুখ যুদ্ধ এড়াতে তিনি পরিখা (খন্দক) খননের পরামর্শ দেন। তার পরামর্শ গৃহিত হয়। এ কৌশলে সহজে মুসলমানরা আত্মরক্ষা করে।[২]

তিনি নিজস্ব উপার্জনে চলতেন। যথাসাধ্য দান করতেন। নবীজীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাসূলে কারীম সা. তার ব্যাপারে অনেক প্রশংসা করেছেন। তিনি অধিক বয়স প্রাপ্ত (معمرين) সাহাবী। তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন যার জন্য জান্নাত আগ্রহ প্রকাশ করত।

মাদাইনে তিনি ৩৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল আড়াইশত বছর। কারো কারো মতে সাড়ে তিনশত বছর।[৩]

ইকবাল কাব্যে সালমান ফারসী রা. বিভিন্ন গুণের জন্য প্রবাদতুল্য। তাই তিনি বিভিন্ন কবিতায় সালমান রা.-এর গুণ গ্রহণ করার জন্য বলেছেন। কখনও বলেছেন সালমান রা. এর মত করার জন্য। ইকবাল 'তুলুয়ে ইসলাম' কবিতায় লিখেন—

مٹیا قیصر وکسری کے استبداد کو جس نے

وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقیر بوذرؓ، صدق سلمانیؓ [৪]

Dhaka University Institutional Repository

সালমান রা. ছিলেন দুনিয়ার প্রতি লোভহীন। তাই তো তিনি পিতা অঢেল সম্পত্তি ছেড়ে সত্যের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। আর লাভ করেছিলেন প্রকৃত প্রভূ আল্লাহর সন্ধান। সেই সাথে তার সৌভাগ্য হয়েছিল নবী করীম সা. এর সাহচার্য লাভ করার। ইকবাল রহ. সালমান রা.-এর বিমুখতাকে খুব পছন্দ করেছেন। তাই বলেছেন-

ایک نوجوان کے نام

ترے صوفے ہیں افرنگی، ترے قالیں ہیں ایرانی
لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی!
عمارت کیا، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل؟
نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی
نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں!
کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی![৫]

হযরত সালমান ফারসী রা. এর আদর্শ, চালচলন আমাদের জন্য আদর্শ। আমাদের উন্নতির সোপান। এ আদর্শ ও তার জীবন পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার কারণে আমাদের অধঃপতন এসেছে। ইকবাল বলেন-

تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا؟ بت گری پیشہ کیا؟ بت شکنی کو چھوڑا؟
عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا؟ رسم سلمانؓ و اویس قرنی کو چھوڑا؟[৬]

অপর কবিতায় বিলাল রা. কে উদ্দেশ্য করে ইকবাল বলেন-

نظر تھی صورت سلمانؓ ادا شناس تری شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تری[৭]

১। অলীউদ্দীন : আলইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল পৃ ৫৯৭
২। মুফতী মুহাম্মদ শফী: সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া পৃ ৯৩
৩। অলীউদ্দীন : আল ইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল পৃ ৫৯৭
৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : তুলোয়ে ইসলাম, বাঙ্গে দারা পৃ২৭০
৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : এক নওজোয়ানকে নাম, বালে জিবরীল পৃ ১১৯
৬। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : জবাবে শিকওয়া, বাঙ্গে দারা পৃ ১৬৮
৭। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বিলা, বাঙ্গে দারা পৃ ৮০

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইমাম হুসাইন রা.

(মৃত্যু: ৬১হি:)

রাসূল সা. এর আদরে দৌহিত্র, ফাতিমা রা. এর কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন রা.। ইমাম হুসাইন রা. এর পিতা আলী ইবনে আবি তালিব। উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। উপাধি সাইয়্যেদুশ শাবাবী আহলিল জান্নাহ (জান্নাতে যুবকদের সর্দার)। তিনি চতুর্থ হিজরী সনে শাবান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংগ্রামী যুবক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. এর খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তার ছোট বেলা কাটে নবী করীম সা. এর আদরে আদরে। কতবার যে নানাকে ঘোড়া বানিয়ে পিঠে চড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। নাতী কখনও কষ্ট পেলে নবীজীর মুখ শুকিয়ে যেত।

ইয়াযিদ যখন বাদশা হল তখন ইমাম হুসাইন রা. তার হাতে বায়আত হতে সম্মত হননি। ফলে ইয়াযিদের লোকজন ক্ষেপে যায়। ইমাম হুসাইনকে কুফাবাসী আহবান জানায় বাইয়াতের জন্য। ইমাম হুসাইন রা. তাদের ডাকে সাড়া দিলেন। কিন্তু কুফার লোকেরা বিশ্বাস ঘাতকতা করে। এ দিকে ইয়াযিদ বাহিনীর বেষ্টনীতে পড়ে যান হুসাইন রা.। হুসাইন রা. অন্যায়ের সামনে মাথা নত করতে রাজি হননি। ইয়াযিদের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে ১০ মুহাররম ৬১ হিজরী সনে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। তার সাথে তার পরিবারবর্গও শহীদ হয়ে যায়।[১]

আপোষহীন মুসলিম হিসেবে বিশ্বে আজও স্মরণীয়। তার মত সন্তান যেন বর্তমান মায়েরা জন্ম দিতে পারে সে দুয়াই করেছেন ইকবাল র.। তিনি বলেছেন-

بتولے باش وشوراز یں عصر آغوش شبیر بگیری

ইমাম হুসাইন রা. বিভিন্ন সময়ে ধৈর্য ধারণ করেন। বিশেষ করে যখন মুয়াবিয়া রা. এর সাথে রাষ্ট্র প্রধান নিয়ে বিরোধ হল, তখন তিনি মুয়াবিয়া রা. এর কথায় ধৈর্য ধরেন। এ ধৈর্যশীল হুসাইন খোজে ফিরেন ইকবাল। ইকবাল তাই তো লিখেছেন-

قافلۂ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں
گرچہ ہے تاب دار ابھی گیسوئے دجلہ وفرات!
عقل ودل ونگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع ودین بتکدۂ تصورات!
صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق!
معرکۂ وجود میں بدر وحنین بھی ہے عشق![২]

১। অলীউদ্দীন : আলইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল পৃ ৫৯০

২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জওক শওক, বালে জিবরীল পৃ ১১২

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

রাজা বাদশাহ

- বাদশাহ ইসকান্দর যুলকারনাইন
- রাজা চেঙ্গিসখান
- সুলতান ফতেহ আলী খান টিপু
- আমির তৈমুর লং
- বাদশাহ দারা
- বাদশাহ নাদির শাহ
- সুলতান মাহমুদ গজনবী
- বাদশাহ শিহাবুদ্দীন ঘুরী
- বাদশাহ শেরশাহ সুরী

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ ইসকান্দর যুল কারনাইন

ইকবালের কবিতায় অনেক বার এসেছে ইসকান্দর রুমীর কথা। এই ইসকান্দর রুমী কে তা নিয়ে বিভিন্ন কথা পাওয়া যায়। নির্ভরযোগ্য কথা হল- কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন, সম্রাট আলেকজান্ডার আর ইসকান্দর রুমী একই ব্যক্তি।[১]

তার মূল নাম সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন তার নাম মারযাবান বিন মারজাবাতুল ইউনানী। ইয়াফাস ইবনে নূহ আ. এর বংশধর। কেউ বলেছেন, তার নাম ইসকান্দর ইবনে কাইস ইবনে ফিলাকোস রুমী। কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথীর মতে, যুলকারনাইনের মূল নাম ইসকান্দর রুমী। এটাই সঠিক।

এ সম্পর্কে তাফসীরে মাজহারীতে প্রমাণও পেশ করেন।[২] তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন। জয় করেছেন বিভিন্ন এলাকা। পারস্য ও রুম ছিল তার অধীনে। তিনি জনদরদী ছিলেন। জনসেবাই তার প্রধান ব্রত ছিল। তার এক সফর সম্পর্কে কুরআনের সূরা কাহাফের ৮৩ থেকে ৯৮ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হলো-

বাদশাহ যুলকারনাঈন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পালনকালে একবার বেরিয়ে পড়লেন সাড়া দেশটা দেখবেন বলে। বিশেষ করে তার রাজ্যের লোকেরা কোথায় কিভাবে আছে, তা জানবেন। তাদের দু:খ-অভিযোগ শুনবেন, প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। কোথাও কোন সন্ত্রাসী গ্রুপ থাকলে তা দমন করবেন। সাথে থাকলো তার অনুগত বাহিনী। পাহাড়ী, সমতলভূমি ও ঢালু পথ পাড়ি দিয়ে যাবার মত সরঞ্জামও সাথে নিয়ে নিলেন।

কোন দিকে যাবেন? প্রথমে ঠিক করলেন যে দিকে সূর্য হারিয়ে যায় সেদিকেই যাওয়া যাক। যাত্রা শুরু হলো। চললেন সূর্যাস্তের দেশে। যেতে যেতে এক সময় পৌঁছে গেলেন সেখানে। দেখলেন সূর্য হারিয়ে যাচ্ছে কালাপানিতে। সমুদ্রের পানি কোথাও নীল দেখা যায়, আবার কোথাও কালো। সূর্য যখন ডুবতে ছিল, তখন মনে হল সমূদ্রের বুকে সূর্য লুকিয়ে যাচ্ছে।

বাদশাহ যুলকারনাঈন এ অপরূপ দৃশ্য দেখলেন, আর আল্লাহর কাছে জানালেন অশেষ শুকরিয়া। কিন্তু একটা জিনিস তাকে ভাবিয়ে তুললো। তা হলো সেখানকার উপজাতিরা আল্লাহর সাথে শরীক করে। তারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। এদেরকে নিয়ে কি করা যায়। তা ভাবলেন। এক সময় দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন। বললেন, দেখ তোমরা যদি আল্লাহর অবাধ্য হও, তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আর মৃত্যুর পরও তোমাদেরকে কঠিন-অসহনীয় শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর যারা ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে, তাদের জন্য সুন্দর সুখকর প্রতিদান অপেক্ষা করছে। তারা অশেষ নিয়ামতের স্থান বেহেশতে যেতে পারবে। আর আমার কাছেও তারা ভালো ব্যবহার পাবে। তাই তোমরা কোন পথ অবলম্বন করবে তা বেছে নাও।

Dhaka University Institutional Repository

যুলকারনাঈন কয়েকদিন ঈমানের দাওয়াত চালালেন। তাদের কিছুটা বুঝিয়ে তার কাফেলা ঘুরিয়ে দিলেন পূর্ব দিকে। পূর্ব দিকে যেতে যেতে পেয়ে গেলেন সূর্যোদয়ের দেশ। মনে হয় যেনো এই তো এখান থেকে সূর্য উঠছে। সেখানে বসতি ছিলো একদল যাযাবর প্রকৃতির লোকদের। তাদের বাড়ীঘর কিছুই ছিলো না। সেখানে সূর্যের কিরণ থেকে বাঁচার জন্য কোন গাছপালাও ছিল না। তারা মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করতো। তাদের গায়ের রং ছিলো লাল। গঠনে খাটো প্রকৃতির।

যুলকারনাঈন তাদের বিভিন্ন কান্ড-কারখানা দেখলেন। তাদেরকে উপদেশ দিলেন। এভাবে পূর্বাঞ্চল বিজয় করে তিনি চললেন অন্য পথে। সম্ভবত: উত্তর দিকেই গিয়েছিলেন। অনেক বিরান ভূমি, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন এক পাহাড়ী অঞ্চলে। আশ্চর্য রকমের মানুষ সেখানে। কিছু বললেও তারা বুঝে না, তাদের কথাও বুঝা যায় না। যা-ও আকার ইঙ্গিতে বুঝানো হয়, তা তারা অনেকেই মানতে প্রস্তুত নয়। ওখানে আরেক দল লোক ছিলো খুব নির্যাতিত। পাহাড়ের ওপার থেকে ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা খুঁজছিল কোন ত্রাণকর্তা। যুলকারনাঈনের উপস্থিতিতে নির্যাতিত লোকেরা তাদের দু:খ লাঘবের স্বপ্ন দেখতে লাগলো। তারা পরামর্শ করে যুলকারনাঈনের কাছে আবেদন জানিয়ে বসলো, হে আমাদের বাদশাহ! আমরা ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচারে দুর্বিসহ জীবন যাপন করছি। তারা এদেশে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তাদরেকে শায়েস্তা করুন। তাদের আক্রমণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। তারা যেন আমাদের কাছে আসতে না পারে, তার একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমরা এর খরচ বাবদ চাঁদা তুলে আপনাকে দিব। আমরা যেহেতু আপনার প্রজা, তাই কর আরোপ করতেও পারেন। যাই করতে বলেন, আমরা করতে প্রস্তুত। তবু আমাদেরকে ওসব সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচান।

ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ তাদের সব কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। ভাবলেন, আমাদের রাজ্যে সন্ত্রাসী থাকবে, অত্যাচার চালাবে। প্রজারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারবে না, তা কি করে হয়? আমি তাদের বাদশাহ আমাকে অবশ্যই এর একটা বিহিত করতে হবে। বাদশাহ যুলকারনাঈন ভেবে চিন্তে জবাবে বললেন "তোমরা আমাকে কি আর সাহায্য করবে। আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। আমি তোমাদের দাবী পূরণের আশ্বাস দিচ্ছি। তোমাদের কর বা চাঁদা কিছুই দিতে হবে না। আমাকে আল্লাহ পাক যথেষ্ট দিয়েছেন। তবে তোমরা কায়িক পরিশ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পার। কারণ আমি বিরাট পরিকল্পনা হাতে নিতে যাচ্ছি। এতে অনেক কিছু সংগ্রহ করতে হবে। তোমরা এক কাজ করো লোহার পাতের টুকরা সংগ্রহ করে দাও।

নির্দেশনা মত দু'পাহাড়ের মাঝের গিরিপথে লোহার পাতের টুকরা এনে রাখতে লাগলো। যেহেতু ইয়াজুজ-মাজুজের দল গিরিপথ দিয়ে আসতো। তাই এ পথ বন্ধ করার জন্য প্রাচীর তৈরীর কাজ হাতে নিয়েছিলেন বাদশাহ। তাই যখন পরিকল্পনা মতো অনেক লোহা জমা হয়ে গেলো, তখন অত্যাধুনিকভাবে এসব লোহা সাজানো হলো। এসব লোহা

Dhaka University Institutional Repository

আগুনে পুড়ানোর পদ্ধতি বের করা হলো। লোহাগুলো তাপে যখন লাল হয়ে গেলো, তখন নির্দেশ দেয়া হলো তামা ঢেলে দেয়ার জন্য। তামা ঢেলে দেয়ার পর তা গলে গলে সবগুলো ফাঁক বন্ধ হয়ে গেলো।

একসময় আগুন নিভিয়ে দেয়া হলে তা শক্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ ধারণ করলো। সেই লৌহ প্রাচীর এতো মজবুত হলো যে, তার কোন অংশ কিছুতেই ক্ষতি বা ধ্বংস করা সম্ভব ছিলো না। তাই ইয়াজুজ-মাজুজের দলেরা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কিংবা ঐ প্রাচীর পার হয়ে আর আসতে পারলো না।

হাদীছের ভাষ্যমতে, তাদের ২২টি গোত্রের মধ্যে ২১টি আটকা পড়ে গেলো যুলকারনাঈনের প্রাচীরের আড়ালে। ফলে, সেই এলাকার লোকেরা নিরাপত্তা ও স্বস্তি পেলো: বাদশাহ যুলকারনাঈন সন্ত্রাসীদের আটক করে ন্যায় পরায়নতা দেখালেন। ফিরে এলেন নিজ দেশে। এদিকে চিরদিনের জন্য আটকা পড়ে গেলো ইয়াজুজ-মাজুজের দল। কিয়ামতের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত তারা আটক থাকবে এভাবে।

ইসকান্দর রুমী ছিল একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। যদিও বিলাল রা. তার চেয়েও বিখ্যাত হয়ে আছেন মুসলমানদের হৃদয়ে। ইসাকন্দরের বিখ্যাত হবার ইঙ্গিত দিয়ে ইকবাল লিখেন-

جولانگہ سکندر رومی تھا ایشیا ☆ گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا [৩]

ইসকান্দর রুমীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দেশ বিজয় করা। আর তাতে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। সত্য ধর্মও প্রচার করা তার অন্যতম কাজ ছিল। ইকবালের কবিতায় তা এসেছে এভাবে-

زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟
اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش؟
ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیرینہ چاک
نوجواں اقوام نو دولت کے ہیں پیرایہ پوش
گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی
فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناؤنوش [৪]

ইসকান্দর যুলকারনাইন সব সময় নরমে-গরমে সামনে এগিয়ে গেছেন। যেখানে অত্যাচারী কোন জাতি পেয়েছে সেখানেই তিনি তেজী (جلال) ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াজুজু-মাজুজের গোষ্ঠীকে তিনি শায়েস্তা করেন।

তাই ইকবাল বলেন-

کمال صدق ومروت ہے زندگی ان کی
معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں
قلندرانہ ادائیں، سکندرانہ جلال
یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں [৫]

১। মাকবুল আনওয়ার দাউদী : মাতালিবে ইকবাল পৃ ১৮
২। কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী: তাফসীরে মাজহারী পৃ৬২
৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বিলাল : বাঙ্গে দারা পৃ: ২৪১
৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : খিজিরে রাহ , বাঙ্গে দারা পৃ: ২৫
৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : আরমুগানে হিজায পৃ ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

চেঙ্গিজ খান
(১১৬২ইং-১২৩৭ইং)

চেঙ্গিজ খান।বর্বরতা আর নির্যাতনের একটি নাম। এক তাবুতে তার জন্ম। পিতার মৃত্যুর পর নিজ গোত্রের সরদার হন তিনি। বিক্ষিপ্ত সৈন্য বাহিনী একত্রিত করেন। দায়িত্ব নেন সেনাপতির। তাতারী বংশের এ সেনাপতি মুসলিম দেশগুলোর উপর আক্রমণ চালান। এশিয়ার বিভিন্ন ঐতিহাসিক শহর তার আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ধারণা করা হয় তার তত্ত্বাবধানে প্রায় সত্তর লক্ষ মুসলমান মারা যায়।[১] তার সময়ে তার রাজত্ব একদিকে বালগা থেকে বাহরুল কাহিল অপর দিকে সাইবেরিয়া থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

চেঙ্গিজ খানের জন্ম ১১৬২ খৃঃ আর মৃত্যু ১২৩৭ খৃঃ।[২]

ইকবাল তার কাব্যে অত্যাচারী বুঝাতে অনেক স্থানে চেঙ্গিজের নাম এনেছেন। ইকবাল গণতন্ত্রের সমালোচনায় বলেছেন- পশ্চিমা গণতন্ত্রের স্বরূপ কি জেনেছো? চেহারা আলোকিত। কিন্তু তার ভেতরটা চেঙ্গিজ থেকেও অন্ধকার।

تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟

چہرہ روشن، اندروں چنگیز سے تاریک تر! ৩

একই প্রসঙ্গে ইকবাল ইউরোপে বসে মন্তব্য করেন- ধর্ম ছাড়া রাজনীতি হলে তাতে ব্যক্তি স্বার্থ, নির্যাতনী মনোভাব স্থান পায়। চেঙ্গিজিভর করে। তার ভাষায়-

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو

جدا ہو دیں سیاست سے، تو رہ جاتی ہے چنگیزی ৪

শক্তির কাছে মানুষ মাথা নত করে। মানুষ পর্যুদস্ত হয়। জীবন দেয়। এমনই এক শক্তি চেঙ্গিজ। ইস্কান্দর। তাদের হাতে মানুষ টুকরা টুকরা হয়েছে।

ইকবালের কলমে- اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں

سو بار ہوئی حضرت انساں کی قبا چاک! ৫

সেই একই প্রসঙ্গ এনে অপর স্থানে ইকবাল বলেছেন-

محکوم کے الہام سے اللہ بچائے

غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز! ৬

১। গোলাম রসূল মিহির: মাতালিবে বালে জিবরীল পৃ ২৯

২। মাকবুল আনওয়ার দাউদী: মাতালিবে ইকবাল পৃ ৮১

৩। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: ইবলিশের মজলিশে শুরা, আরমুগানে হেজায পৃ ৮

৪। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: বালে জিবরীল পৃ ৪০

৫। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: শক্তি ও ধর্ম, জরবে কালীম পৃ ২৯

৬। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: ইলহাম ও স্বাধীনতা ﴿الہام و آزادی﴾ জরবে কালীম পৃ ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান ফতেহ আলী খান টিপু

(১৭৫৩-১৭৯৯ইং)

"সিংহের ন্যায় একদিন বেঁচে থাকা শুকরের ন্যায় শত বছর বেঁচে থাকা থেকে উত্তম।[১] একথাটি যিনি প্রায়ই বলতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তার জীবনেও প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন তিনি হলেন দক্ষিণ ভারতের মহিসুর এর সুলতান ফতেহ আলী খান টিপু। তার জন্ম ১৭৫৩ সালে। পিতা সুলতান হায়দার আলীর মৃত্যুর পর ১৭৮২ সালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২]

ছোট বেলা থেকেই যিনি যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তার ঈমান ছিল শুধুমাত্র এক আল্লাহর গোলামী করবো আর কারো নয়। তিনি টিপু ইংরেজ শাসন মেনে নিতে পারেননি। ইংরেজরা তার উপর আক্রমণ চালালে তিনি প্রতিহত করেন। ৪ঠা মে ১৭৯৯ খৃঃ কিছু গাদ্দারদের ফাঁদে পড়েন। তখনও তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে শহীদ হয়ে যান।

ইকবাল র. টিপু সুলতানের জীবন পর্যালোচনা করে কিছু কথা উপস্থাপন করেছেন যা "সুলতান টিপুর ওসিয়ত" নামে জরবে কালীমে সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি মূলত ওছয়ীত নয় বরং টিপু সুলতানের জীবন কথা। টিপুর ওছীয়তের মূল কথা হল- তুমি যদি আল্লাহর প্রেমের পথই ধর তাহলে এ পথে কোন বাধা পেলে থেমে পড়োনা। কোন লোভ যেন তোমাকে জীবন যুদ্ধ থেকে সরিয়ে দিতে না পারে। জীবনের কিছু কিছু সময় শুধু বিবেকের উপর ভরসা করলে হয় না। কারণ বিবেক অনেক ফরজ কাজ থেকেও অনেক সময় সরিয়ে রাখে। তাই আবেগ ও সাহসিকতাকেও কাজে লাগতে হবে। হক ও বাতিলের মাঝামাঝি থাকা যাবে না; বরং সত্যকেই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে হবে। বাতিল অনেক সময় টাল বাহানা খুঁজে অন্যায় পথ গ্রহণ করে নেয়। আর সত্য কখনও অংশিদারিত্ব পছন্দ করে না। আল্লাহর প্রেমের পথিক সর্বদা সত্যের অনুসারী হয়। ইকবালের ভাষায়-

سلطان ٹیپو کی وصیت

تو رہ نورد شوق ہے؟ منزل نہ کر قبول!
لیلیٰ بھی ہم نشیں ہو محمل نہ کر قبول!
اے جوے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز
ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول!

Dhaka University Institutional Repository

کھو یا نہ جا صنم کدۂ کائنات میں!
محفل گداز! گرمیٔ محفل نہ کر قبول!
صبح ازل مجھ سے کہا جبریل نے
جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول!
باطل دوئی پسند ہے، حق لاشریک ہے
شرکت میانۂ حق و باطل نہ کر قبول![৩]

১। মকবুল আনওয়ার দাউদী : মাতালিবে ইকবাল পৃ ৬৯
২। গোলাম রসূল মিহির : মাতালিবে জরবে কালীম, কিতাব মঞ্জিল, লাহোর ১৯৫৬। পৃ ৭৯
৩। ইকবাল : সুলতান টিপুর ওছিয়ত : জরবে কালীম পৃ ৭২

Dhaka University Institutional Repository

আমির তৈমুর লং

(৭৩৬-৭৮২হি:)

আমির তৈমুর লং তুরস্কে ৭৩৬ হি: জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পঙ্গু (লেংড়া) ছিলেন বটে কিন্তু যুদ্ধ কৌশলে ছিলেন পাকা। যে দিকেই চলেছেন বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। ৭৮২ হি: বিজয়ের ধারা শুরু করেন। তিনি রাশিয়া, পারস্য ও ভারত সব অঞ্চলেই বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে ৭০ বছর বয়সে চীন জয় করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। জয়ের পূর্বেই মৃত্যুর ডাকে তাকে সাড়া দিতে হয়। তার মৃত্যুর সময় তার রাজত্ব কল্পনাতীত বিশাল হয়েছিল। তার রাজত্বের সীমানা বালগা নদী থেকে পারস্য উপসাগর এবং গঙ্গা থেকে দিমাস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।[১]

ইকবাল কাব্যে এক সাহসী, দূর্দমনীয় সৈনিকের নাম তৈমুর লং। ইকবালের ভাষায়-

جوش کردار سے تیمور کا سیل ہمہ گیر
سیل کے سامنے کیا شئے ہے نشیب اور فراز
صف جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر
جو شکردار سے بنتی ہے خدا کی آواز![২]

তৈমুর লং মারা গেলেও দীর্ঘ সময় পর তার দেশ থেকেই আমার দ্বিতীয় তৈমুর গর্জে উঠে। তারই বংশধর তাতারীরা চালায় পৃথিবী জোড়ে তাণ্ডব। চেঙ্গিস খান তার ভাব শিষ্য। একথাই ইকবালের ভাষায়-

اٹھا تیمور کی تربت سے اک نور! یکا یک ہل گئی خاک سمرقند
صدا آئی کہ میں ہوں روح تیمور شفیق آمیز تھی اس کی سفیدی
نہیں اللہ کی تقدیر محصور! اگر محصور ہیں مردان تاتارا
کہ تو رانی ہو تو رانی سے مجبور تقاضا زندگی کا کیا یہی ہے[৩]

Dhaka University Institutional Repository

তৈমুরীদের দৌরাত্ম অনেকদিন চললেও এখন আর তাদের কেউ নেই। নেই দাপট আধিপত্য। সবই এক সময় শেষ হয়ে যায়। ইকবালের ভাষায়

میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے

شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر!

میخانۂ یورپ کے دستور نرالے ہیں

لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر!

کیا دبدبۂ نادر، کیا شوکت تیموری

ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق مئے ناب آخر![৪]

১। মাকবুল আনওয়ার দাউদী: মাতালিবে ইকবাল, পৃ ৬৮

২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বালে জিবরীল, পৃ ১৫০

৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: তাতারি কা খাব, বালে জিবরীল, পৃ ১৫৫

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বালে জিবরীল, পৃ ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

বাদশা দারা

ইরানের প্রসিদ্ধ বাদশা হলো দারা। দারা সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি রয়েছে। জানা যায়-

রাজা বাহমান তার কন্যা হোমায়কে বিবাহ করেন। বাহমানের ঔরসে হোমায় সন্তানবতী হন। মৃত্যুর পূর্বে বাহমান হোমায়কে পারস্যের রানী ঘোষণা করে যান। জন্মের পর হতে রানী মাতা তাঁর সন্তানকে গোপনে পালনের জন্য একজন সেবিকার দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। সন্তানের বয়স যখন আটমাস তখন রানী শিশুকে একটি ধনরত্ন ভরা বাক্সে রেখে বাক্সটি ফোরাতে (ইউফ্রেটিস) নদীতে ভাসিয়ে দেন। এক ধোপায় তাকে তুলে নিয়ে তার নাম রাখে দারাব। পরবর্তীতে তাকে রানী ফিরে পান। এবং তাকে পারস্যের বাদশাহ ঘোষণা করেন।

দারাবের এক পরিত্যাক্ত স্ত্রী এক সন্তান প্রসব করে। মা তার নবজাতপুত্রের নাম রাখেন ইসকান্দর (ইসকান্দরুস)। অপর স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে দারা। পরবর্তীতে উভয়ে দুটি অঞ্চলের রাজা হয়েছিল।

দারাও ইসকান্দর বৈমত্রেয় ভাই। দারা প্রচুর অবিচার করেছিল বলে তাকে তার সৈন্যরা হত্যা করে।[১]

ইকবাল কাব্যে দারা এর নামের সাথে ইসকান্দরের নামও প্রায়ই দেখা যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় ইকবাল দারা বলতে দারাবের পুত্র দারা-ই বুঝিয়েছেন। দারা বলতে বাদশাহ শাহজাহানের ও মমতাজের পুত্র দারা শিকো (২০ মার্চ ১৬১৫ খৃঃ আগষ্ট ১৬৫৯) উদ্দেশ্য হতে পারে না। কবি নিজামী, আমীর খসরু, জামী প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক দারা উল্লেখ করে ক্ষনস্থায়িত্বের কথা বুঝিয়েছেন।[২] ইকবাল কাব্যেও দারা এক আলোচনাহীন, হারিয়ে যাওয়া নাম। এক সময় তার দাপট থাকলেও আজ তাকে সাধারণ মানুষের কেউ চিনে না। এমনকি অনেক ঐতিহাসিকও তাকে حیرت سے دیکھتا فلک نیل فام تھا তা মানুষকে চীর স্মরণীয় করে না। মানুষ মানুষের মাঝে বেঁচে থাকে তার ভাল কর্মে, ভাল আচরণে এবং আদর্শে। একজন গোলাম-দাস বিলাল রা. যেখানে সর্ব পরিচিত নাম সেখানে দারা ইসকান্দর অপরিচিত। অজ্ঞাত ব্যক্তি। ইকবালের ভাষায়-

گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا

جولانگہ سکندر رومی تھا ایشیا　　　گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا

تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے　　　دعویٰ کیا جو پورس و دارا نے خام تھا

دنیا کے اس شہنشہ انجم سپاہ کو　　　حیرت سے دیکھتا فلک نیل فام تھا

Dhaka University Institutional Repository

آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں

وتاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں [৩]

দারা বর্তমানে হারিয়ে গেলেও তখন কিন্তু সে চার বার ইস্কান্দরকে পরাজিত করেছেন। পরাজিত ইসকান্দরের মাঝে ছিল আত্মশক্তি। বারবার পরাজিত হবার পরও হাল ছাড়েনি। তিনি লালায়িত হয়েছেন দারার রাজত্বের প্রতি। এক সময় সফল হয়েছেন। ইকবাল এ আত্ম শক্তির প্রশংসা সব সময় করেছেন। এ ক্ষেত্রেও করলেন। তিতি বলে উঠলেন-

اس گلستاں میں نہیں حد سے گذرنا اچھا　　ناز بھی کر تو باندازۂ رعنائی کر

پہلے خود دار تو مانند سکندر ہو لے　　پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر [৪]

ইকবাল বরাবরই আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলে এমন ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন। ইকবাল ফকীরী দরবেশী অর্জন করাকে দারা ও ইস্কান্দরের ক্ষমতা থেকেও উত্তম বলেছেন।

ইকবালের কবিতায়-

داراوسکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ

ہو جس کی فقیری میں بوے اسد اللہی ! [৫]

ইকবাল সব সময়ই বাস্তববাদী। বাস্তবতা সাথে নিয়েই চলেছেন। "হে পৃথিবী বিদায়!" কবিতায় তিনি দুনিয়াকে বিদায় জানাতে গিয়ে দারাও ইসকান্দরের সিংহাসনকে হাস্যকর বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার সামনে এসব কিছু মূল্যহীন।

ইকবালের ভাষায়-

ہم وطن شمشاد کا قمری کا میں ہمراز ہوں

اس چمن کی خاموشی میں گوش بر آواز ہوں

کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لئے

دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دیکھانے کے لئے

Dhaka University Institutional Repository

عاشق عزلت ہے دل، نازاں ہوں اپنے گھر پہ میں

خندہ زن ہوں مسند دارا و اسکندر پہ میں[৬]

ইকবাল মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছেন- হে মানুষ! তুমি যদি সঠিক রিজিকদাতা আল্লাহকে না চিনতে পার তাহলে তো ধনী ও বাদশার দিকে ঝুকে যাবে। আর যদি তোমার রিজিক দাতাকে চিনতে পার আর সেভাবে তোমাকে পরিচালিত কর তাহলে দেখবে দারা বা জমশেদ বাদশাও তোমার কাছেবর্ণনা দিবে।

ইকবালের ভাষায়-

اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک

اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم[৭]

১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ইসলামী বিশ্ব কোষ খন্ড ১৩, পৃ ২৪১

২। ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ইসলামী বিশ্ব কোষ খন্ড ১৩, পৃ ২৪২

৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বিলাল, বাঙ্গে দারা পৃ ২৪১

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : গাযালিয়াত, বাঙ্গে দারা পৃ ২৭৯

৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : নজম ৩৪, বালে জিবরীল পৃ৫৭

৬। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : রুখছত আয় বাজমে জাহাঁ, বাঙ্গে দারা পৃ ৬৫

৭। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বালে জিবরীল পৃ ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ নাদির শাহ

নাদির শাহ নামে দুজন শাসনের নাম পাওয়া যায়। ১. নাদির শাহ দাররানী, ২. নাদির শাহ আফগানী।

নাদির শাহ দাররানীঃ

ইরানের বাদশা। জন্ম ২২ অক্টোবর ১৬৮৮ খৃঃ উত্তর খোরাসানের কুবকানে। ১৭৩৬-১৭৪৭ খৃঃ পারস্যের বাদশা ছিলেন। মোঘল শাসক মোহাম্মদ শাহ এর সময়ে দিল্লিতে আক্রমণ করে বিজয় লাভ করেন। নাদির শাহ তিনদিন পর্যন্ত দিল্লিতে অবস্থান করেন। এ সময় ৬০,০০০ রূপি এবং ৫০ কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নেন। বাদশাহ শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন তিনি লুট করে ইরানে নিয়ে যান।[১] নাদির শাহ বিভিন্ন দেশে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে বিজয় লাভ করেন। ২০ জুন ১৭৪৭ খৃঃ বিশ্বাসঘাতক কর্তৃক নিহত হয়।[২]

ইকবাল মনে করেন মোহাম্মদ শাহের দুর্বল শাসনের কারণে সম্ভব হয়েছিল নাদির শাহের লুটতরাজ। তাই গাফলতি ভাঙ্গাতে ইকবাল বলেন-

نادر نے لوٹی دلی کی دولت
اک ضرب شمشیر! افسانہ کوتاہ!
افغان باقی! کہسار باقی!
الحکم للہ! الملک للہ
حاجت سے مجبور مردان آزاد
کرتی ہے حاجت شیروں کو روباہ[৩]

নাদির শাহ আফগানী : ১৯২৯ সালে বাচ্চা সিক্কা আফগানিস্তানের কাবুল দখল করে ক্ষমতায় আসেন। তখন আমানুল্লাহ খান পলায়ন করে ইতালীতে চলে যান। নাদির শাহ আফগানী তখন ফ্যান্স থেকে এসে বাচ্চা সিক্কা থেকে দেশকে মুক্ত করে নিজেই কাবুলের ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

সাইয়িদ সুলাইমান নদবী, ইকবাল প্রমুখ তখন নাদির শাহের আমন্ত্রণে কাবুল গমণ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ইকবাল مسافر اور مثنوی چہ باید کرد اے اقوام مشرق কবিতা লিখেন।[৪]

এতে নাদিরশাহের প্রশংসা করেন।

নাদির শাহের আমন্ত্রণে নভেম্বর ১৯৩৩ ইং হাকীম সিনায়ী গাযনবীর মাজার যিয়ারত করেন ইকবাল। এ স্মৃতি স্মরণে হাকীমের চিন্তাধারা অবলম্বণে ইকবাল একটি কবিতাও লিখেন। যা 'বালে জিবরীল'-এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[৫]

১। মাকবুল আনওয়ার দাউদী : মাতালিবে ইকবাল পৃ: ২৪৬

২। ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ইসলামী বিশ্ব কোষ খন্ড ১৩ পৃ: ৭১৩

৩। ইকবাল : মেহরাবে গুলে আফগান কে আফকার ৪, জরবে কালীম পৃ: ১৬৬

৪। মাকবুল আনওয়ার দাউদী : মাতালিবে ইকবাল পৃ: ২৪৬

৫। বালে জিবরীল পৃ ২২

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান মাহমুদ গাজনবী

(৯৭০-১০৩০ইং)

সুলতান মাহমুদ গজনবী একজন সফল সমরনায়ক। ভারত বিজেতা। জন্ম ৯৭০ খৃ:। ৯৬১ সালে আল্পতগীন গজনীর আমির হয়। তার মৃত্যুর পর তার জামাতা সবুক্তগীন ৯৭৭ সালে আমির নিযুক্ত হন। সবুক্তগীন ৯৭৯ সালে সর্ব প্রথম ভারত আক্রমণ করেন। বেশ কয়েক বার জয় পালের সাথে যুদ্ধ করে জয়ীও হন।[১]

সবুক্তগীন ৯৯৭সালে মারা গেলে তার ছেলে মাহমুদ সিংহাসনে বসেন। মাহমুদ খুবই কৌশলী ছিলেন। বাগদাদের খলীফার নিকট থেকে আমিনুল মিল্লাত উপাধি লাভ করেন। তিনি গজনী বংশের চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে নিজেকে আমিরের স্থানে সুলতান বলে ঘোষণা দেন।

তিনি ১০০০ খৃ: থেকে ১০২৭ পর্যন্ত ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। এসব আক্রমণের মাধ্যমে অনেক সম্পদ লাভ করেছিলেন। তার মাধ্যমে মুসলমানরা ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপক হারে প্রবেশ করে। তার আক্রমণগুলোর মধ্যে ষোড়শ আক্রমণ স্মরণীয় হয়ে আছে বিশেষভাবে। কারণ তখন তিনি ১০২৬ সালে গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে আক্রমণ করেছিলেন। রাজা ভীমের লোকজন তার আক্রমণে টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। শহর অধিবাসী ও সোমনাথ মন্দিরের লোকজন পালাতে অনিহা প্রকাশ করে। তাদের বিশ্বাস ছিল- দেবতা তাদের রক্ষা করবে।[২] কিন্তু তাদের বিশ্বাস আহত হল। মামুদ গজনবী মন্দির ভেঙ্গে দিলেন।

সুলতান মাহমুদ যখন মন্দিরের প্রধান মুর্তিটি ভাঙ্গতে চাচ্ছিলেন তখন মন্দিরের ব্রাহ্মনরা অনেক ধন-রত্ন দিতে আগ্রহ প্রকাশ করল। বিনিময়ে যেন সেই মুর্তিটি ভাঙ্গা না হয়। সুলতান মাহমুদ জবাবে বলেছিলেন- "মুর্তি বিক্রেতা হিসেবে নয়, মুর্তি ধ্বংসকারী হিসেবেই পরিচিত হতে চাই।" এ বলে তিনি তা ভেঙ্গে দেন।[৩]

১০৩০ সালে সুলতান মাহমুদ ইন্তিকাল করেন। তাকে আফগানিস্তানের গজনীতেই দাফন করা হয়। সুলতান মাহমুদের পিতা সবুকতাগীন ছিলেন একজন গোলাম। পরবর্তীতে তাকে স্বাধীন করে দিয়ে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন আলপতগীন। সুলতান মাহমুদ স্বভাবতই গোলামদের প্রতি নমনীয় ছিলেন। বিশেষ করে তার গোলাম আয়াজ তার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছিল। ফলে মাহমুদ আমির গোলামের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে তাকেও খুব ভাল বেসেছিলেন। নামাযের ক্ষেত্রে আমীর ফকিরের ভেদাভেদ না থাকলেও বাস্তব জীবনে একেবারে আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়াও ঠিক নয়। নিজস্ব পজিশন ঠিক রেখে চলতে হয়। এ বিষয়টি বেশী স্থান পেয়েছে ইকবাল কাব্যে। বেশ কয়েক স্থানে মাহমুদ ও আয়াজ প্রসঙ্গ এসেছে। এক স্থানে ইকবাল বলেন- তোমার খুদীকে মিটিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দিবেনা। সালতানাত আর গোলামী এক নয়। যেমন-

خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب — وہ ناں جس سے جاتی رہے اس کی آب

وہی ناں ہے اسکے لئے ارجمند — رہے جس سے دنیا میں گردن بلند

فروفال محمود سے درگذر — خودی کو نگہ رکھ، ایازی نہ کر[৪]

অনেক সময় নিম্ন শ্রেণীর প্রতি কারো বেশী মুহাব্বত হলে নিম্ন শ্রেণীর আচরণের প্রভাব সেই ব্যক্তির আচরণেও পড়ে। ফলে উচ্চ পর্যায়ের লোক থেকে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় নিম্ন ধরণের আচরণ। ইকবাল তাই নিজেকে না হারিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছেন। প্রসঙ্গ এনেছেন মাহমুদ ও আয়াজের। তিনি বলেন-

ہے مرے سینہ بے نور میں اب کیا باقی

لا الہ مردہ و افسردہ و بے ذوق نمود!

چشم فطرت بھی نہ پہچان سکے گی مجھ کو

کہ ایازی سے دگرگوں ہے مقام محمود![৫]

আয়াজের সাথে মাহমুদের সম্পর্ক অনেকে ভালবাসা হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ইকবাল তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন এর নাম ভালবাসা হতে পারে না। তিনি বলেন-

شہید محبت نہ کافر نہ غازی! — محبت کی رسمیں نہ ترکی، نہ تازی!

وہ کچھ اور شے ہے، محبت نہیں ہے — سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی

یہ جوہر اگر کارفرما نہیں ہے — تو ہیں علم و حکمت فقط شیشہ بازی!

نہ محتاج سلطاں، نہ مرعوب سلطاں — محبت ہے آزادی و بے نیازی!

مرا فقر بہتر ہے اسکندری سے

یہ آدم گیری ہے، وہ آئینہ سازی[৬]

সুলতান মাহমুদ আয়াজের সংশ্রবে কিছুটা নিচে নেমে এলেও আয়াজ কিন্তু সুলতান

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদের উসিলায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। এর পিছনে অবশ্য তার ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিমত্তাও সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। ইকবাল বলেন, মাহমুদের জাদুর পরশে দেখ আয়াজের জীবনই পাল্টে গেছে। ইকবাল বলেন-

جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز
دیکھتی ہے حلقۂ گردن میں ساز دلبری[৭]

সমালোচনা যতই হোক সুলতান মাহমুদ একজন সুলতান হয়েও গোলামকে নামাযে একই কাতারে টেনে নেয়া অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। ইকবাল তাই বলেন-

آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز — قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز — نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز[৮]

আয়াজ একজন গোলাম হয়ে দরবারে ভাল অবস্থান গড়ে তোলেন। এর পিছনে আয়াজের ভাল জ্ঞানবুদ্ধির পাশাপাশি আয়াজের ভাগ্যও যে কাজ করেছে তার প্রকাশ পেয়েছে ইকবালের আরেক কবিতাংশে-

کوئی دیکھے تو میری نے نوازی
نفس ہندی، مقام نغمہ تازی!
نگہ آلودۂ انداز افرنگ!
طبیعت غزنوی، قسمت ایازی![৯]

সুলতান মাহমুদের বড় কৃতিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত হয় সোমনাথ মন্দির ভেঙ্গে দেয়া। সেখানে ইসলামের পতাকা উড়ানো। ইকবাল মনে করেন বর্তমানে সোমনাথে নয় বরং কাবা ঘরেই (সম্পদ ও ক্ষমতা লোভের ফানূস বা) মুর্তি ডুকে আছে। তা বের করে দেবার জন্য আরেকজন সুলতান মাহমুদের প্রয়োজন। তিনি উচ্চ কণ্ঠে তাই আবৃতি করেছেন-

کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لئے مئے حیات
کہنہ ہے بزم کائنات، تازہ ہیں میرے واردات!
کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں

Dhaka University Institutional Repository

بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات!
ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں
نے عربی مشاہدات، نے عجمی تخیلات[১০]

403548

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

১। এ.কে.এম আব্দুল আলীম: ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস,বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬। পৃ ২১
২। এ. কে. এম শাহনাওয়াজ : ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস। প্রতীক প্রকাশনা, ২০০২। পৃ ৪১
৩। মাকবুল আনওয়ার দাউদী : মাতালিবে ইকবাল পৃ২২৩
৪। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: সাকী নামা, বালে জিবরীল পৃ ১২৮
৫। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: মসজিদে কুয়্যাতে ইসলাম, জরবে কালীম পৃ ১০৫
৬। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: মুহাব্বত, বালে জিবরীল পৃ ১৪৬
৭। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: লালতানাত, বাঙ্গে দারা পৃ ২৬১
৮। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: শিকওয়া, বাঙ্গে দারা পৃ ১৬৫
৯। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: রুবাইয়াত, বালে জিবরীল পৃ ৮২
১০। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: যওক ও শওক, বালে জিবরীল পৃ১১২

Dhaka University Institutional Repository

শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী
(মৃত্যুঃ ১২০৬ইং)

গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী পর্বত স্কুল স্থান হল ঘুর রাজ্য। সুলতান মাহমুদের পর ঘুর রাজ্য গজনী থেকে আলাদা হয়ে যায়। তাদের মধ্যে মুহাম্মদ ঘুরী শক্তি অর্জন করে উত্তর ভারতে আক্রমণ চালাতে থাকে। ১১৯১ খৃঃ পৃথ্বি রাজের সাথে যুদ্ধে ঘুরী পরাজিত হলেন। ১১৯২ খৃঃ প্রচন্ড আক্রমণ করে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বি রাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। ফলে দিল্লির কাছাকাছি স্থান পর্যন্ত মুসলমানদের আয়ত্বে চলে আসে। এ সময়ে আজমীর রাজ্য মুহাম্মদ ঘুরী জয় করলেও কর প্রদানের শর্তে পৃথ্বিরাজ্যের পুত্রের শাসনাধীন রাখা হয়। ভারতীয় বিজিত রাজ্য সমূহের দায়িত্ব ঘুরীর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবেককে প্রদান করা হয়। আইবেক নিজ প্রজ্ঞায় ১১৯৩ সালেই দিল্লি জয় করেন।

১২০৩ খৃঃ কুতুবুদ্দীন আইবেকের এক সেনাপতি মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলা ও বিহার জয় করেন। তখন রাজা লক্ষণ সেন ভয়ে রাজধানী নদীয়া ছেড়ে পালিয়ে যান।

মুহাম্মদ ঘুরী ১২০৬ খৃঃ ১৫ মার্চ লাহোর হতে নিজ রাজধানী গজনীতে প্রত্যাবর্তনের সময় আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন।[১]

ইকবালের কবিতায় ঘুরী ও আইবেক স্থান পেয়েছে যুদ্ধের ময়দানের সিপাহসালার হিসেবে। তবে তারা এক সময় দেশ জয় করলেও তাদের দাপট আজ নেই। আছে আমির খসরুর লেখনী, তার গান আর সাহিত্য রস। ইকবালের ভাষায়-

نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی
کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو
پنپ سکا نہ خیاباں میں لالۂ دل سوز
کہ ساز گار نہیں یہ جہان گندم و جو
رہے نہ ایبک و غوری کے معرکے باقی
ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمۂ خسرو [২]

১। এ.কে.এম আব্দুল আলীম: ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস,বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬। পৃ ৩৭

২। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: বালে জিবরীল পৃ ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ শের শাহ সুরী

(মৃত্যু : ১৫৪৫ইং)

এক পরিশ্রমী, মানব দরদী, সুশাসকের নাম শের শাহ সুরী। তার ছোট বেলার নাম ফরিদ খান। তার পিতা আফগানী। সুর বংশে তার জন্ম। জন্মসন জানা যায়নি। তিনি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এক আমিরের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি যখন বাঘ মারলেন তখন সেই আমির তাকে শের খান উপাধি দেন। ফলে শের খান নামে পরিচিত হতে থাকেন।[১]

তিনি কিছু সৈন্য একত্রিত করে এরই সাথে একটি ছোট্ট রাজত্ব গঠন করেন। এক সময় তিনি সৈন্য দ্বারা শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। দুই বার দিল্লির বাদশাহ হুমায়ুনের উপর আক্রমণ করে তিনি জয়ী হন। হুমায়ূন দেশান্তরিত হন। শের শাহ দিল্লির মসনদে বসে দেশ সুন্দর ভাবে পরিচালনা করতে থাকেন। তার ন্যায় বিচার প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি বিভিন্ন রাস্তা তৈরী করেন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড যা ১৩০০ ক্রোশ দীর্ঘ তা তারই তৈরী। তিনি রাস্তার পাশে গাছ লাগিয়ে ছিলেন এবং সরাই খানার ব্যবস্থা করেন। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন। প্রজারা তাকে ভাল ভাবেই গ্রহণ করে। মাত্র ১৫ বছর মসনদে ছিলেন। এসময়ে হিন্দুরা ধর্মীয় স্বাধীণতা পেয়েছিল।[২]

শের শাহ সুরী জাতিগত ভেদাভেদ। গোত্রে গোত্রে ভেদাভেদের প্রচন্ড বিরোধী ছিলেন। তার জীবনের সাফল্যের পিছনে কাজ করেছে ঐক্য। তিনি আফগানীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেই জয় করেছিলেন দিল্লির মসনদ। ইকবালের কবিতায় এ বিষয়টিই স্থান পেয়েছে গুরুত্বের সাথে। শের শাহ সুরীর সাথে সুর মিলিয়ে ইকবাল বলেন আফগান গোত্রে দ্বন্ধ তা মুসলমানদের লজ্জার বিষয়। রাসূলের সময়ে লাত-মানাত ছিল। এর পাশাপাশি চলতো কাবা ঘরে আল্লাহর ইবাদত।[৩] প্রতিমা পূজা তার স্থানে পড়ে থাকলেও মুসলমানরা ছিল সবাই ঐক্য বদ্ধ। বর্তমানেও ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইকবাল বলেন-

یہ نکتہ خوب کہا شیر شاہ سوری نے
کہ امتیاز قبائل تمام تر خواری
عزیز ہے انہیں نام وزیری و محسود
ابھی یہ خلعت افغانیت سے ہیں عاری
ہزار پارہ ہے کہسار کی مسلمانی

Dhaka University Institutional Repository

کہ ہر قبیلہ ہے اپنے بتوں کا زناری
وہی حرم ہے وہ ہے اعتبار لات و منات
خدا نصیب کرے تجھ کو ضربت کاری! [৪]

শের শাহ ১৫৪৫ সালে কালিঞ্জর দুর্গ জয় করতে যেয়ে আকস্মিক গোলাবরুদ বিস্ফোরণের কবলে পড়েন। এতে তিনি অগ্নিদগ্ধ হলে তার চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ফলে একজন ভাল শাসক থেকে বঞ্চিত হয় ভারত উপমহাদেশের জনগণ।[৫]

১। গোলাম রাসূল মিহির : মাতালিবে জরবে কালীম পৃ ১৮৮
২। এ. কে. এম. আব্দুল আলীম : ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস পৃ ২০৬-২১৬
৩। গোলাম রাসূল মিহির : মাতালিবে জরবে কালীম পৃ ১৮৮
৪। ইকবাল : মেহরাবে গুলে আফগান কে আফকার-১৮, জরবে কালীম পৃ ১৭৭
৫। এ.কে.এম. আবদুল আলীম: ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস পৃ ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

কবি

সাহিত্যিক

- মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব র.
- নবাব মির্জা খান দাগ র.
- শাহনামার কবি ফেরদৌসী র.
- হাফিজ শামসুদ্দীন শিরাজী র.
- মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী র.
- আল্লামা শিবলী নোমানী র.
- শেখ মুছলেহুদ্দীন সাদী র.
- জার্মান কবি গেটে

Dhaka University Institutional Repository

মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব

(১২১২/ ১৭৯৬-১২৮৫ হি:/১৮৬৯ ইং)

উর্দু কাব্য জগতের কিংবদন্তি, উর্দু কবিতার উস্তাদ, দার্শনিক কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব। তার জন্ম ১২১২ হিজরী মোতাবিক ১৭৯৬ ইং সনে। জন্মস্থান আগ্রা। নবাব পরিবারে জন্ম না হলেও বড় হয়েছেন নবাবী স্টাইলে নবাবদের সাথে। চাল চলনে তাই স্থান করে নিয়েছিল স্বাতন্ত্রবোধ। আর কবিতায়ও পড়েছে সেই ছাপ।

তার বাবা মির্জা আবদুল্লাহ বেগ খান তুর্কিস্থানের আইবেক বংশের ছিলেন। মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে চলে আসেন মির্জা গালিবের দাদা। যোগ্যতা বলে বাদশাহ শাহ আলম (২য়) এর দরবারে চাকুরী জুটিয়ে নেন। গালিবের পিতা কিছু দিন অযোধ্যায় বাদশার দরবারে অবস্থান করেন তারপর চলে যান হায়দারাবাদে। তারপর রাজা বখতার সিং এর অধীনে চাকুরী নেন। তিনি গৃহযুদ্ধে ১২১৭ হিজরীতে মারা যান। তখন গালিবের বয়স মাত্র ৫বছর।

গালিব তার চাচার কাছে বড় হতে থাকলেন। ১২২১ হিজরী সন। গালিবের বয়স তখন ৯ বছর। তার চাচা মির্জা নছরুল্লাহ বেগের ছায়াও সরে গেল তার উপর থেকে। চাচা মারা গেলেন। গালিব এবার চলে গেলেন নানার বাড়ী। আগ্রার আকবরাবাদে তিনি বড় হতে লাগলেন। তৎকালের বিখ্যাত কবি নজীর আকবরাবাদীকে পেলেন উস্তাদ হিসেবে। পড়ে নিলেন অনেক বই-কিতাব। গালিবের বয়স যখন ১৪ বছর তখন পারস্যের পর্যটক ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব হরমুজের সাক্ষাৎ পেলেন। হরমুজ অবশ্য শেষজীবনে ইসলাম গ্রহণ করে আব্দুস সামাদ নাম গ্রহণ করেছিলেন। হরমুজের সাথে প্রায় ২বছর ছিলেন গালিব। তার থেকেই ফার্সী ভাষা আয়ত্ব করেন। সরাসরি ফার্সী ভাষী থেকে ফার্সী শেখার কারণে তার ভাষায় কোন জড়তা ছিল না।[১]

তার চাচার বিয়ের উপলক্ষে ১২১৬ হিজরী সনে গালিব গিয়েছিলেন দিল্লি। নবাব ফখরুদ্দৌলার পরিবারে হয়েছিল সেই বিয়ে। গালিব নিজেও বিয়ে করলেন নবাব পরিবারে। নবাব ইলাহী বখশ খান মারুফের কন্যাকে ১৩ বছর বয়সে বিয়ে করলেন গালিব। ইলাহী বখশ ছিলেন নবাব ফখরুদ্দৌলার ভাই। দিল্লিতেই থাকা শুরু হল। দিল্লিতে তখন কবিতার বাজার গরম। কবিতার আসর জায়গায় জায়গায় বসতো। মির্জা গালিবও লেখা শুরু করলেন কবিতা। রাজকীয় ভাষা ফার্সীতেই শুরু করলেন তার প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মোচন। তার লেখক নাম হিসেবে প্রথমে কিছু দিন লিখলেন আসাদ। জনৈক আসাদ নামে লেখা শুরু করলে তিনি তা বাদ দিয়ে ১২৪৫ হিজরী সনে শুরু করলেন গালিব নামে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় ছিল আলীর রা. নাম আসাদুল্লাহিল গালিব আলী ইবনে আবি তালিব। তা থেকেই নিলেন গালিব শব্দটি।[২]

Dhaka University Institutional Repository

সেই সময় থেকে শুরু হল কবিতা, চিঠি ও অন্যান্য সাহিত্যকর্ম। চলল মৃত্যু অবধি।

১৮৪২ ইং ফার্সী ভাষায় তার অসাধারণ প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে দিল্লি কলেজে নিয়োগে আমন্ত্রন জানানো হয়। তিনি উপস্থিত হলেন। ইংরেজ গভর্ণরের সেক্রেটারী টামসন তাকে যথাযথ অভ্যর্থনা না জানানোর কারণে অধ্যাপনা করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৮৪৯ ইং সনে কাব্য জগতের সম্রাটের জন্য দিল্লির বাদশার পক্ষ থেকে উপাধী দেয়া হল نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ ৩

চাচার জায়গীর ক্রোক করার বিপরীতে সরকার থেকে পেনশন বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা আবার চালুর জন্য কলকাতা যান ১৮৩০ সনে। পথিমধ্যে লক্ষ্ণৌ ও বেনারস ভ্রমণ করেন। জীবিকা নির্বাহের স্থায়ী কোন ব্যবস্থা ছিল না গালিবের। তাই বিভিন্ন বৃত্তি ও হাদিয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হত। গালিব যথেষ্ট ভরসা (তাওয়াক্কুল) করতেন। কারো কাছে মুখ খুলতেন না। তার জন্য যে সব জীবিকা ছিল সেসবের মধ্যে রয়েছে- অযোধ্যার শাহ ওয়াজিদের পক্ষ থেকে বার্ষিক পাঁচশত রূপী। ২ বছর পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

দিল্লির বাদশার পক্ষ থেকে ৫০ রূপী মাসিক সম্মানী পেয়েছেন জীবনের শেষ দিকে এসে। গালিব রামপুরের শাসক নবাব ইউসুফ আলী খানের উস্তাদ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার বিনিময়ে সম্মানী পেতেন মাসিক ১০০ রূপী।[৪]

গালিব শহরের কোতুয়ালের দৃষ্টিতে পড়ে ১২৬৪ হিজরী সনে ৩ মাসের জন্য জেল খানায় ছিলেন। অবশ্য জেল প্রহরীরা তাকে সসম্মানে রাখেন।

গালিব ১২৮৫ হিজরী মোতাবিক ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯ সালে ৭৩ বছর ৪ মাস বয়সে দিল্লিতে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তিনি সমাধিস্থ হন।[৫]

তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ১। দেওয়ানে গালিব (دیوان غالب) ২। উর্দুয়ে মুয়াল্লা (اردوئے معلّٰی)

৩। উদে হিন্দি (عود ہندی) ৪। কুল্লিয়াতে নজমে ফার্সি (کلیات نظم فارسی) ৫। কুল্লিয়াতে নসরে ফার্সি (کلیات نثر فارسی) ৬। লাতায়িফে গাইবী (لطائف غیبی) ৭। তীগে তেজ (تیغ تیز) ৮। কাতেউ বুরহান (قاطع برہان) ৯। পাঞ্জ আহাঙ্গ (پنج آہنگ) ১০। নামায়ে গালিব (نامۂ غالب) ১১। মাহরে নিমরুজ (مہر نیمروز) ১২। দাস্তামবু (دستنبو) ১৩। ছাবাকচিন (سبک چین) ৬

ইকবাল গালিবের কবিতা অনেক পছন্দ করেছেন। গালিবের অনেক কবিতাই রেখাপাত করে ইকবালের মনে। তাই এ সব প্রসঙ্গ সরাসরি তার কবিতায় নিয়ে এসেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গালিবের জীবন কেটেছে দু:খে কষ্টে। সামান্য পেনশনের টাকাও যখন বন্ধ হয়ে যেতো তখন খুব চিন্তায় পড়ে যেতেন। না খেয়েও কাটাতে হত। তাই গালিব লিখেছিলেন দিল্লিতে থাকব বুঝলাম কিন্তু খাব কি? ইকবালের ভাষায়-

ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ میرزا غالب خدا بخشے، بجا فرما گئے ۷

গালিব সর্ব আল্লাহবাদী ছিলেন। দাহরিয়াদের মত তিনি বলেছেন شہود - شاہد এবং مشہود এর শিকড় এক। তাহলে অন্য কিছুর আলোচনা আর তো প্রয়োজন পড়ে না। তার মতে شہود অর্থ কোন কিছু বিকাশ লাভ করা, شاہد হল প্রত্যক্ষদর্শী আর مشہود হল যা দেখা হয়। গালিব লিখেন—

اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے

حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں ۸

দাইরিয়াদের এই মতের সাথে অবশ্য ইকবাল একমত ছিলেন না। কেননা ইকবালের দৃষ্টিতে সৃষ্টি, স্রষ্টা পৃথক বস্তু। স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয় না ঠিক কিন্তু সৃষ্টি মানে স্রষ্টা নয়। মানুষ তার প্রভুর সাথে সম্পর্ক রাখবে। প্রভু থেকে বিমুখ হবে না। ইকবালের ভাষায়-

اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے غالب کا قول سچ ہے تو پھر ذکر غیر کیا؟

کیوں اے جناب شیخ سنا آپ نے بھی کچھ کہتے تھے کعبہ والوں سے کل اہل دیر کیا؟

ہم پوچھتے ہیں مسلم عاشق مزاج سے الفت بتوں سے ہے تو برہمن سے بیر کیا؟ ۹

গালিবের কবিতায় জীবন হয়ে উঠে প্রাণবন্ত। পাহাড়ের কোল ঘেষে ঝর্ণা যেমন কলকল রবে বয়ে যায়। ঝর্ণার পানি যেমন প্রকৃতিকে সজীব করে ঠিক তেমনি গালিবের কবিতা মানুষকে প্রাণবন্ত করে তুলে। ইকবালের ভাষায়-

محفل ہستی تری بربط سے ہے سرمایہ دار جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوہسار

تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزہ وار

زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں

تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں ۱۰

Dhaka University Institutional Repository

গালিব তার সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে কবি হাফিজ শিরাজীর জন্য ঈর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন। জার্মানীর কবি গেটের সাথে পাল্লা দেবার মত কবি হলেন গালিব। এ কথাই ইকবাল গৌরব করে বলেছেন-

نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر　　محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر
شاہد مضموں تصدق ہے ترے انداز پر　　خندہ زن ہے غنچۂ دلی گل شیراز پر
آہ! تو اجڑے ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے
گلشن دیمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے ۱۱

এ কবিতায় گل شیراز বলতে হাফিজ শিরাজী এবং گلشن دیمر বলে জার্মানীর কবি গেটে বুঝিয়েছেন। দীমারে গেটে সমাধিস্ত হন।১২

১। রাম বাবু সাকসিনা: তারীখে আদবে উর্দু পৃ ৩২১
২। আন্দালিব শাদানী : তাহকীককি রোশনী মে পৃ ১১২
৩। রাম বাবু সাকসিনা: তারীখে আদবে উর্দু পৃ ৩২২
৪। রাম বাবু সাকসিনা: তারীখে আদবে উর্দু পৃ ৩২৩,
আসগর হোসাইন খান: তারীখে আদবে উর্দু পৃ ২১১
৫। আসগর হোসাইন খাঁন : তারীখে আদবে উর্দু পৃ ২১২
৬। রাম বাবু সাকসিনা: তারীখে আদবে উর্দু পৃ ৩২৬
৭। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জরীফানা, বাঙ্গে দারা পৃ ২৮৭
৮। মাওলানা গোলাম রসূল মিহির: মাতালিবে বাঙ্গে দারা পৃ ৩৫১
৯। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জরীফানা, বাঙ্গে দারা পৃ ২৮৫
১০। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: মির্জা গালিব, বাঙ্গে দারা পৃ ২৬
১১। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: মির্জা গালিব, বাঙ্গে দারা পৃ ২৬
১২। মাওলানা গোলাম রসূল মিহির: মাতালিবে বাঙ্গে দারা পৃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

নবাব মির্জা খান দাগ

(১৮৩১-১৯০৫ইং)

নবাব মির্জাখান ১৮৩১ মোতাবিক ১২৪৬ হি: সনে দিল্লিতে নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হলেন নবাব শামসুদ্দীন খান, যিনি লোহার-এর শাসক নবাব জিয়াউদ্দীনের ভাই। মির্জা খান দাগের পিতা তাকে মাত্র ৬/৭ বছরের রেখে মারা যান। তার মা তখনকার শাসক বাহাদুর শাহ জাফরের ছেলে মির্জা ফখরু-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নবাবী হালেই জীবন বাড়তে থাকে তার।[১]

প্রাথমিক ফার্সী ও আরবী শিক্ষা লাভ করেন গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে। পারিবারিক ভাবে সাহিত্য চর্চা হত। তাই তিনি এতে যোগ দেন। যেহেতু বাদশা ও মির্জা ফখরু উভয়ে জওক এর শিষ্য ছিলেন তাই দাগ ও জওকের কাছে কবিতা সংশোধন করতে থাকেন। অল্প দিনের মেহনতেই কবিতায় সিদ্ধহস্ত লাভ করেন। ১৮৫৬ সনে তার অভিভাবক-পিতা ইন্তিকাল করেন।

১৮৫৭ সালে দিল্লির পতনের পর লাখো মানুষের সাথে তাকেও দিল্লি ছাড়তে হয়। আশ্রয় নেন পরিবারসহ রামপুরের নবাব ইউসুফ আলী খান বাহাদুর এর কাছে। এ সময় নবাব কালব আলী খান বাহাদুরের ইস্তাবলের দারোগা হিসেবে দায়িত্ব নেন। ২৪ বছর এ দায়িত্ব পালন করলেন সুদক্ষতার সাথে। তার জীবন কাটল ইজ্জত-সম্মান ও আয়েশী হালতে। তাই তিনি রামপুর-এর নাম দিয়েছিলেন আরামপুর। এ সময়ে নবাবের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতেন। হজ্জও করেন তার সাথে। কবিতার আসর জমিয়ে কবিতা প্রতিযোগিতাও করে অনেকবার। বিভিন্ন স্থানের কবি সম্মেলনেও হাজির হন তিনি।২

আবার হাঙ্গামা হয়। ১৮৮৬ ইং সনের এ হাঙ্গামায় নবাব কালব আলী বাহাদুর মারা যান। আবার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ দেখা দিল। ছাড়তে হল রামপুর। ফিরে চললেন জন্মস্থান দিল্লিতে। সেখানেও থাকা হল না। আবার পথে নামলেন। চলতে লাগলেন অজানা উদ্দেশ্যে। পথে পড়ল লাহুর, অমৃতসর, কৃষ্ণকোট, আগ্রা, আলীগড়, মথুরা জিপুর। সাথে ছিল ২০ জনের একটি দল। না, কোথাও আশ্রয় মিলল না। ফিরে এলেন আবার দিল্লি।[৩]

আয়েশী জীবন ছেড়ে কষ্টের জীবন চলল। রাত যতই গভীর হয় ভোর ততই কাছে আসতে থাকে। তা-ই হল দাগের জীবনে। কষ্টের ভ্রমণ বৃথা গেল না। এবার ডাক এল হায়দারাবাদ থেকে। পৌঁছলেন সেখানে। শুরু হল সুখের জীবন। অনেক সুখ। এত সুখ মনে হয় উর্দু কোন কবি সাহিত্যিক তখন পর্যন্ত উপভোগ করতে পারেননি।[৪]

১৩০৮ হি: হায়দারাবাদে পৌঁছে আবার প্রাচুর্য ও সম্মানে ডুবে যান। সারাক্ষন কবিতা নিয়ে থাকেন। তার কিছু সংখ্যক শিষ্য তৈরী হল। তার তত্বাবধানে তারাও কবিতা সম্পাদনা করতেন। দাগের সম্মানী তখনকার মুদ্রায় ১৫০০/- ছিল। যা পরিমাণে অনেক। ১৮ বছর হায়দারাবাদে কাটিয়ে দিলেন। আমির-উমারা পর্যন্ত তার সম্মান করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

দাগ ১৯০৫ ইং সনে প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হলেন। এ রোগেই হায়দারাবাদেই ইন্তিকাল করেন। সমাধিস্থ হন সেখানেই [৫]

দাগ লিখেছেন অনেক গ্রন্থ। তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

দেওয়ান ৪টি

(ক) গুলজারে দাগ

(খ) আফতাবে দাগ

(গ) মাহতাবে দাগ

(ঘ) ইয়াদগারে দাগ

মাসনবী– 'ফরিয়াদে দাগ'

কিছু কাসিদা, কিতআত ও রুবায়ীও লিখেন।

তার কবিতা সাদাসিদে বিষয় নিয়ে খুব সহজ ভাষায় রচিত হয়েছে। এ সহজ ভাষার কারণেই তিনি সমালোচিত আবার নন্দিতও।[৬]

দাগের কৃতিত্বের মধ্যে একটি হল তিনি অমর উর্দু কবি আল্লামা ইকবালের উস্তাদও। ইকবাল র. শুরু দিকে অনেক কবিতা-ই দাগ এ মাধ্যমে সম্পাদনা করান। পরবর্তীতে "ইকবালের কবিতা সম্পাদনার প্রয়োজন নেই" মন্তব্য করে দাগ নিজেই সম্পাদনা করা বন্ধ করে দেন।[৭]

ইকবাল তার উস্তাদ দাগের খুবই ভক্ত ছিলেন। উস্তাদের ইন্তিকালে তিনি রচনা করলেন কবিতা-দাগ। ২৮ লাইনের এ কবিতায় উল্লেখ করলেন- দাগের অভাবে যেন শূণ্য হায়দারাবাদ। ইকবালের ভাষায়-

اشک کے دانے زمین شعر میں بوتا ہوں میں　　تو بھی روائے خاک دلی! داغ کو روتا ہوں میں

اے جہان آباد اے سرمایۂ بزم سخن　　ہو گیا پھر آج پامال خزاں تیرا چمن!

وہ گل رنگین ترا رخصت مثال بو ہوا　　آہ! خالی داغ سے کاشانۂ اردو ہوا

تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں　　وہ مہ کامل ہوا پنہاں دکن کی خاک میں

اٹھ گئے ساقی جو تھے، میخانہ خالی رہ گیا

یادگار بزم دہلی ایک حالی رہ گیا [৮]

দাগ ইকবালের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকের প্রশংসায় 'দাগ' কবিতার মাঝামাঝি এসে দাগের সাহিত্যকর্ম তুলে ধরে ইকবাল লিখেন-

Dhaka University Institutional Repository

اب کہاں بانکپن! وہ شوخی طرز بیاں　　آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں
تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے　　لیلیٰ معنی وہاں بے پردہ، یاں محمل میں ہے
اب صبا سے کون پوچھے گا سکونت گل کا راز؟　　کون سمجھے گا چمن میں نالۂ بلبل کا راز؟
تھی حقیقت سے نہ غفلت فکر کی پرواز میں
آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں
اور دکھلائیں گے مضموں کی ہمیں باریکیاں　　اپنے فکر نکتہ آرا کی فلک پیمائیاں
تلخی دوراں کے نقشے کھینچ کر لوائیں گے　　یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے[৯]

দাগের জীবন উত্থান পতনে ভরপুর। নবাবী হালতে জীবন যাপন করেছেন। আবার নবাবের পতনে দুঃখের সাগরে ভেসেছেন। এভাবে ২/৩ বার পড়েছেন চরম সংকটে। কষ্টে কষ্টে কেটেছে সময়।[১০] সেই কষ্টের সময়ের কথা স্মরণ করতে যেয়ে ইকবাল বলেন-

نالہ کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر　　داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر [১১]

১। আসগর হুসাইন খান: তারীখে আদাবে উর্দু পৃ ২৩৭
২। রাম বাবু সাকসিনা: তারীখে আদবে উর্দু পৃ ৩৬৬
৩। রাম বাবু সাকসিনা: তারীখে আদবে উর্দু পৃ ৩৬৭
৪। আসগর হুসাইন খান: তারীখে আদবে উর্দু পৃ ২৩৮
৫। রাম বাবু সাকসীনা পৃ ৩৬৮, আসগর হুসাইন খান পৃ ২৩৯
৬। রাম বাবু সাকসিনা পৃ ৩৭১
৭। মকবুল আনোয়ার দাউদী: মাতালিবে ইকবাল পৃ ১০১,
শায়খ আব্দুল কদির ব্যারিস্টার এট ল: ভূমিকা; কুল্লিয়াতে ইকবাল পৃ ১০-১১
৮। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: দাগ, বাঙ্গে দারা পৃ ৯০
৯। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: দাগ, বাঙ্গে দারা পৃ ৮৯
১০। আসগর হুসাইন খান: তারীখে আদাবে উর্দু পৃ ২৩৯
১১। ড.মুহাম্মদ ইকবাল: ছকলিয়্যা (সিসিলি উপদ্বীপ), বাঙ্গে দারা পৃ ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

শাহনামার কবি ফেরদৌসী
(৩২৯-৪১১হিঃ)

ফার্সী সাহিত্যের অন্যতম কবি ফেরদৌসী। তার উপ-নাম আবুল কাসেম। পূর্ণ নাম মানসুর বিন ইসহাক র.।[১] কারো কারো মতে তার নাম হাসান বিন ইসহাক বিন শরফ। শাহনামার আরবী অনুবাদক আলবুনদারীর মতে তার নাম হাসান ইবনে মানসুর।

তার জন্মস্থান ইরানের তুস নগরীতে। জন্ম সন সঠিক ভাবে জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয়- তার জন্ম ৩২৯ হিজরী সনে। তিনি বায গ্রামের স্বচ্ছল জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে হিরাত, কুহস্তান, মজান্দরানে অবস্থান করেন। গজনীতে সুলতান মাহমুদের দরবারে ৪ বছর ছিলেন।

তার প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ শাহনামা কাব্য গ্রন্থ। এতে প্রাচীন ইতিহাস স্থান পেয়েছে। ফেরদৌসী যখন শাহনামার কাজ শুরু করেন তখন তা বাদশাহ মাহমুদ গজনবীর নজরে আসে। বাদশাহ এর কাজ শেষ করার জন্য উৎসাহ দেন। প্রতি পংতির জন্য স্বর্ণ মুদ্রা ঘোষণা দেন পুরস্কার বা পারিশ্রমিক হিসেবে। বাহরে মুতাকারিব ছন্দে যখন ৩১/৩৫ বছর সাধনার ফলে কাজ শেষ হল তখন তা পেশ করা হল। পুরস্কার হিসেবে তাকে তখন স্বণ্মুদ্রার পরিবর্তে দেয়া হল রৌপ্য মুদ্রা।ওয়াদাকৃত পুরস্কার না দেয়ায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বিষয়টি বাদশার নজরে গেল। ভূল বুঝাবুঝিও হল। অবশেষে বাদশা তার ওয়াদাকৃত স্বর্ণমুদ্রাই দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। বাদশার পুরস্কার পৌছল ফেরদৌসীর বাড়ীতে। তার আগেই ফেরদৌসী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তার কন্যার কাছে পৌছানো হল তা। কন্যা তার পিতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত পুরস্কার ফিরিয়ে দিলেন।

শাহনামার কাজ শেষ হয়েছিল ৪০০ হিজরী সনে। এর পর কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন বুঝা যায়। তবে জীবনীকারগণ তার মৃত্যু সন লিখেছেন ৪১১ হিজরী।[২]

মহাকবি ফেরদৌসী তার শাহনামায় ইরানের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উপকথা বিশ্বস্ততার সাথে তুলে ধরেছেন। ফেরদৌসীর শাহনামা ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে মধ্যে 'ইউসুফ ও জুলাইখা' অনেকে অন্তর্ভূক্ত করেন।

ইকবাল তার কাব্য গ্রন্থ 'বালে জিবরীল (بال جبریل) -এ 'খূদী' (خودی) কবিতায় ফেরদৌসীর একটি পংতি নিয়ে এসেছেন। ইকবাল বলেন, ফেরদৌসী আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, টাকা-পয়সার জন্য রাগ করোনা। তোমার চরিত্র বিকিয়ে দিয়োনা। তোমার মানবতা হারিয়ে ফেলা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইকবালের ভাষায়-

یہ کہتا ہے فردوسی دیدہ ور   عجم جس کے سرمے سے روشن بصر

ز بہر درم تند و بد خو مباش

تو باید کہ باشی، درم گو مباش[৩]

১। মকবুল আনওয়ার দাউদী : মাতালিবে ইকবাল পৃ ১৮০

২। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন : ইরানের কবি পৃ ৩১-৪৩

৩। ইকবাল : খুদী, বালে জিবরীল পৃ ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজ শামসুদ্দীন শিরাজী

(১৩২৫-১৩৮৮ইং)

হাফিজ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ শিরাজী। তার কাব্য নাম- হাফিজ। শিরাজে জন্মগ্রহণ করায় শিরাজী নামেও পরিচিত। ১৩২৫ ইং সনে ইরানের শিরাজে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ীতেই হয়। বাবা তার স্বচ্ছল ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর পারিবারিক অনটন দেখা দেয়। নিজ উদ্যোগেই তিনি কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে। তিনি ছোট বেলা থেকেই কাব্য চর্চা শুরু করেন। তার কবিতায় সাদী, আত্তার, কিরমানী প্রমুখের ছাপ রয়েছে।

তার কবিতায় সুফী ভাবধারা প্রচুর পাওয়া যায়। নিজেকে আল্লাহর প্রেমে ডুবিয়ে দিয়ে অনেক কবিতা-ই লিখেছেন। হাফিজের কবিতার খারাপ দিক হলো তার কবিতায় মদ, নারী, পতিতার কথা খোলাখুলি ভাবে পাওয়া যায়।[১]

হাফিজ শিরাজী তার কবিতায় তার প্রেমিকার জন্য সমরকন্দ, বোখারাকে উৎসর্গ করার কথা বলেন-

اگر آن ترک شیرازی بہ دست آرد دل مارا　　بہ خال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را

بدہ ساقی می باقی کہ در جنت نخواہی یافت　　کنار آب رکنا باد و گلگشت مصلا را[২]

তখন আমির তৈমুর তাকে জিজ্ঞাসা করল। কি ব্যাপার তুমি আমার এত কষ্টের বিজিত এলাকা দান করে দিবে? তখন হাফিজ বললেন, মনটা যে আমার বড়। তখন আমির তৈমুর খুশীই হন। লাইনগুলো খুবই জনপ্রিয়তা পায়।

হাফিজ শিরাজী ১৩৮৮ ইং শিরাজে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

ইকবাল হাফিজের প্রসঙ্গ কয়েক স্থানে এনেছেন। হাফিজের একটি কবিতার অংশ তার কবিতায় এনে বুঝিয়ে গিয়েছেন বাদশাহ, আমার প্রভাবশালী থেকে দূরে থাকো অনেক ভাল। ইকবারের কাছে কোন দরবার থেকে দাওয়াত এসেছিল অথবা কোন বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রভাবশালীদের দরবারে যাবার জন্য। তখন ইকবাল লিখেন, এক চিঠির জবাবে (ایک خط کا جواب میں) কবিতা। এতে তিনি বলেন, সুলতানদের দরবারে পড়ে থাকা অন্তর মরে যাওয়ার নামান্তর। যা হাফিজ শীরাজীর কবিতায়ও রয়েছে- যদি খিজিরের সাথে থাকতে আগ্রহী হও তাহলে সিকান্দর থেকে আবে হায়াতের মত গোপন থাক। অর্থাৎ তার কাছে ধরা দিও না। তাহলেই স্বাধীন থাকতে পারবে।[৩]
ইকবালের কলমে তা এসেছে এভাবে-

Dhaka University Institutional Repository

بہوائے بزم سلاطیں، دلیل مردہ دلی کیا ہے حافظ رنگیں نوائے راز یہ فاش

گرت ہواست کہ باخضر ہم نشیں باشی

نہاں ز چشم سکندر چو آب حیواں باش [৪]

ইকবাল মানুষকে বিভিন্ন আঙ্গিকে উৎসাহিত করেন। এ জন্য উপমা নিয়ে আসেন বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে। চেষ্টা ছাড়া কোন রুযী অর্জন হয় না। পাওয়া যায় না সম্মান, তা বুঝাতে প্রসঙ্গ টানেন হাফিজ শীরাজীর কর্ম পদ্ধতি। তিনি বলেন, হাফিজের কবিতার পান্থশালাও বিনা পরিশ্রমে হয়নি। অনেক চেষ্টা সাধনার ফলে তার কবিতায় এসেছে গতি। হৃদয় কেড়েছে পাঠকের। তাই তো ভীড় জমায় হাফিজের কবিতা আসরে। ইকবালের লেখার হরফে উপস্থিত হয়েছে এভাবে-

ہر چند کہ ایجاد معانی ہے خداداد　　کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد!

خون رگ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر　　میخانۂ حافظ ہو کہ بتخانۂ بہزاد

بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا　　روشن شرر تیشہ سے ہے خانۂ فرہاد! [৫]

হাফিজের মদের আসর একটি উপমা। ইকবাল বলেন, যদি তোমরা হাফিজের রঙ্গে তোমার পোশাককে রঙ্গিন করতে চাও তাহলে তুমিও শরাবে ডুবে যাও। ইকবালের কবিতায় এসেছে এভাবে-

دے وہی جام ہمیں بھی کہ مناسب ہے یہی

تو بھی سرشار ہو، تیرے رفقا بھی سرشار

دلق حافظ بچہ ارزد بہ میش نرنگیں کن

وانگہش مست و خراب از رہ بازار بیار [৬]

১। মকবুল আনওয়ার দাউদী : মাতালিবে ইকবাল পৃ: ৮৩

২। হাফিজ শিরাজী : হাফিজ নামা প্রথম খন্ড পৃ: ১০৯

৩। মাওলানা গোলাম রসূল মিহির : মাতালিবে বাঙ্গে দারা পৃ: ২৮৮

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : এক খতকে জাওয়াব মে, বাঙ্গে দারা পৃ: ২৩৯

৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : ঈজাদে মায়ানী, জরবে কালীম পৃ: ১৩১

৬। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জরীফানা, বাঙ্গে দারা পৃ: ২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী

(১৮৩৭-১৯১৪)

শামসুল উলামা আলতাফ হুসাইন হালী ভারতের পানিপথে ১৮৩৭ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষ গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময়ে হিরাত থেকে ভারতে আসেন। তার পিতা ঈযাদ বখশ গরীব ছিলেন। হালীকে ৯ বছরের রেখে তিনি ইন্তিকাল করেন। হালী কুরআনের হাফেজ হন, ফার্সী ও আরবী শিক্ষা করেন।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে পারিবারিক চাপে পড়ে বিয়ে করেন। বিয়ের পরও তার শিক্ষা থেমে থাকেনি। ১৮৫৪ সালে চুপিসারে দিল্লি চলে যান। সেখানে মৌলবী নওজেশ আলীর কাছে আরবী বিষয়ে পড়েন। ১৮৫৫ ইং বাড়ী ফিরেন। চাকুরীর খুঁজে বের হন। ১৮৫৬ সালে কালেক্টরী অফিসে চাকুরী হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের সময় আবার চাকুরী ছেড়ে বাড়ী ফিরেন। এ সময়ে নবাব মোস্তফা খান শেফতার দৃষ্টিতে পড়েন। আর সাহচার্য লাভ করেন। সেই সাথে চাকুরীও পেয়ে যান।[১]

শেফতার সংস্পর্শে এসে হালীর জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। শেফতার তত্ত্বাবধান, জাহাঙ্গীরাবাদের কাব্য আসর তাকে আবার জাগিয়ে তুলে। শুরু করেন নতুন উদ্যোমে কবিতা লেখা। এ সময়ে পত্রের মাধ্যমে গালিব থেকেও উপকৃত হতে থাকেন। এখানে সময় কেটে যায় ৮ বছর।

এর পর আবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে বের হন লাহুরের উদ্দেশ্যে। যেখানে ইংরেজি থেকে উর্দু ভাষায় অনুদিত গ্রন্থাবলীর প্রুফ দেখার দায়িত্ব পেলেন। এক দিকে জীবিকার ব্যবস্থা হয়, অপর দিকে ইংরেজি সাহিত্যের লেখন পদ্ধতি, তাদের চিন্তাধারা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিতও হন। ফলে নিজস্ব চিন্তাচেতনায় আসে পরিবর্তন। এখানে প্রায় ৪ বছর কাজ করে এবার ছুটে চলেন দিল্লির উদ্দেশ্যে। নতুন দায়িত্ব পেলেন এংগলো এরাবিক স্কুলে শিক্ষকতার। এখানে স্যার সৈয়দ আহমদের সাথে ভাল সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। স্যার সৈয়দ তাকে 'মুসাদ্দাস' লিখার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন।

শেষ জীবনে এসে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে পানিপথে থাকা শুরু করেন। এখানেই অধিকাংশ সময় সাহিত্য সাধনায় সময় ব্যয় করতে থাকেন।

১৯০৪ ইং তাকে শামসুল উলামা (আলেমদের সূর্য) উপাধি দেয়া হয় তাকে।

৭৭ বছর বয়সে ১৩ সফর ১৩৩৩ হি: মোতাবিক ৩০ ডিসেম্বর ১৯১৪ ইং হালী দুনিয়া ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান।[২]

গ্রন্থাবলী : মাত্র ১৭ বছর বয়সে যার কবিতা লেখা শুরু তিনি ৭৭ বছর বয়সে এসে

Dhaka University Institutional Repository

অনেক কবিতা-ই লিখলেন। তার কাব্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে-

(ক) মুসাদ্দাসে হালী' যা তাকে এনে দিয়েছে বিশ্ব জোড়া খ্যাতি। যার উপর ভিত্তি করে উপাধি পেয়েছেন উর্দু ভাষার জাতীয় কবি- 'ক্বওমী শায়ে'র' (قومی شاعر)।

(খ) কুল্লিয়াতে হালী

(গ) মুনাজাতে বেওয়া

(ঘ) চুপকি দাদ

(ঙ) শেকওয়ায়ে হিন্দ

(চ) মাসনবী সমূহ- নেশাতে উমিদ, হুব্বে ওয়াতন, বরখারোত, মুনাজাতে তায়াচ্ছুব ও ইনছাফ

(ছ) মারসিয়া- মারাসি গালেব, মারাসি মাহমুদ খাঁন

(জ) মজমুয়ায়ে নজমে হালী (উর্দু)

(ঝ) মজমুয়ায়ে নজমে ফার্সী

তার গদ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল-

(ক) ইয়াদগারে গালিব (১৮৯৬)

(খ) হায়াতে জাবিদ

(গ) হায়াতে সাদী (১৮৮৬)

(ঘ) মুকাদ্দামায়ে শের ও শায়িরী

(ঙ) মাজামিনে হালী (১৯০১)

(চ) তিরইয়াকে মাসমুম (১৮৬৮)

(ছ) মজলিসুন নিসা (১৮৭৪)

ইকবাল মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালীর খুবই ভক্ত ছিলেন। বিশেষ করে মুসলমানদের জাগরণে তার লিখিত কবিতা ছিল সত্যই প্রশংসনীয়। যা তিনি 'ফেরদৌস মে এক মুকালামা' কবিতায় তুলে ধরেন। এ কবিতায় সাদী কর্তৃক হালী সম্বোদিত হন বেহেশতে। সেখানে ভারতের মুসলমানদের অবস্থা চানতে চান শেখ সাদী। জবাবে হালী মুসলমানদের মাঝে দ্বিধা বিভক্তির কথা তুলে করেন। ধর্ম থেকে সরে যাবার কথা তুলে ধরেন। ইকবালের ভাষায়-

حالی سے مخاطب ہوئے یوسعدی شیراز　　ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں اک روز

এ কবিতার অপর অংশে বলেন

دامانۂ منزل ہے کہ مصروف تگ وتاز؟　　کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر

تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آواز؟　　مدہت کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں

Dhaka University Institutional Repository

روروکے لگا کہنے کہ اے صاحب اعجاز! باتوں سے ہوا شیخ کی حالی متاثر

آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز! جب پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا

دنیا تو ملی، طائر دیں کر گیا پرواز آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل৩

কবিতা দাগ যখন ইন্তিকাল করলেন তখন এক শূণ্যতার সৃষ্টি হল। আর সেই শূণ্যতার কিছুটা পরিপূরক ছিলেন মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী। ইকবালের ভাষায়-

کو روتا ہوں میں تو بھی رواے خاک دلی! داغ نے زمین شعر میں بوتا ہوں میں اشک کے دا

ہو گیا پھر آج پامال خزاں تیرا چمن! اے جہان آباد اے سرمایۂ بزم سخن!

آہ! خالی داغ سے کاشانۂ اردو ہوا وہ گل رنگیں ترا رخصت مثال بو ہوا

وہ مہ کامل ہوا پنہاں دکن کی خاک میں تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں

اٹھ گئے ساقی جو تھے، میخانہ خالی رہ گیا

یادگار بزم دہلی ایک حالی رہ گیا ৪

মানুষ মাত্রই মরণশীল। দাগের পর হালীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হয়েছে। ১৯৪৪ সালের ১৪ নভেম্বর ইন্তিকাল করলেন শিবলী নুমানী আর ৩০ ডিসেম্বর ইন্তিকাল করলেন মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী। উভয়ের মৃত্যুতে ইকবাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি তখন রচনা করলেন 'শিবলী ও হালী'। কবিতাটিতে ইকবাল লিখলেন-

سرمایۂ گداز تھی جن کی نواے درد خاموش ہو گئے چمنستاں کے راز دار

حالی بھی ہو گیا سوے فردوس رہ نورد شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستاں ৫

১। রামবাবু সাকসিনা: তারীখে আদবে উর্দু পৃ ৪০৫
২। রাম বাবু সাকসিনা: তারীখে আদবে উর্দু পৃ ৪০৭
৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : বাঙ্গে দারা পৃ ২৪৫
৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : দাগ (داغ) : বাঙ্গে দারা পৃ ৯০
৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : শিবলী ও হালী, বাঙ্গে দারা পৃ ২২২

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শিবলী নুমানী

(১৮৫৭- ১৯১৪) ইং

একই ব্যক্তির মধ্যে যদি কবি, দার্শনিক ঐতিহাসিক, সাহিত্য সমালোচক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, ওয়ায়িজ, সমাজসংস্কারক, সাংবাদিক, ফকীহ ও মুহাদ্দিস হবার যোগ্যতা দেখতে চাই তাহলে যার দিকে তাকাতে হবে তিনি হলেন আল্লামা শিবলী নুমানী র.। তিনি ব্যক্তি জীবনে অনেক ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি কাজ করে গেছেন উপরোক্ত সর্ব ক্ষেত্রে।

১৮৫৭ সাল স্মরণীয় সিপাহী বিপ্লবের জন্য। এ বছরটি আরেকটি কারণেও স্মরণীয়। তা হল- এবছরই আজমগড় জেলার বন্দুলে জন্ম গ্রহণ করেন আল্লামা শিবলী নুমানী। তার বাবা এডভোকেট হাবীবুল্লাহ ছিলেন একজন ধর্মভীরু। তিনি তার সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষায় গড়ে তুলেন। আরবী, উর্দু, ফার্সী, গণিত, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য আজমগড় ছেড়ে রামপুরে যান। সেখানে মৌলভী এরশাদ হুসাইনের কাছে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। লাহোরে কিছু দিন পড়ার পর সাহারানপুর চলে যান। সেখানে হাদীসে উচ্চ শিক্ষা নেন। হাদীস বিষয়ে তাকমীল করেন। শিক্ষা শেষে মাত্র ১৯ বছর বয়সে হজ্জ করেন। হজ্জ করে এসে আজমগড়ে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। তিনি উকালতী পাস করেছিলেন। আজমগড়ে কিছু দিন উকালতীও করেন। সরকারী চাকুরীও করেন। এ সব ছিল সাময়িক। পরবর্তীতে ১৮৮২ সালে আলীগড় কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব লাভ করেন। সেখানে প্রফেসর অরলেন্ডের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি তার থেকে, সাহিত্য শিখে আর অরলেন্ডকে জানান ইসলামের বিভিন্ন বিষয়। অরলেন্ডের গ্রন্থ Perichiny of islam এর অনেক তথ্যের দিক নির্দেশক ও উৎস হলেন শিবলী নুমানী।[১]

আল্লামা শিবলী নুমানী লেখালেখিতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে মুসলমানদেরকে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য তিনি ছিলেন ব্যকুল। তাই মুসলমানদের জাগাতে কবিতা লিখেন صبح امید (আশান্বিত ভোর)। এ কবিতাটি তিনি বিভিন্ন স্টেজে পড়েছেন।

তার ইতিহাস বিষয়ক লেখা শুরু হয় "মুসলমানদের অতীত শিক্ষা ব্যবস্থা" বিষয়ক প্রবন্ধের মাধ্যমে। মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যে ফিরিয়ে নিতে লিখে চলেন আরো অনেক গ্রন্থ। খোলাফায়ে রাশিদীন থেকে উমর ফারুক রা. এর জীবনী লিখেন "আলফারুক" নামে। আব্বাসিয়াদের মধ্যে মামুনের জীবনী লিখেন "আলমামুন"। দার্শনিক ইমাম গাযালীর জীবনী লিখেন। লিখেন 'সীরাতে নুমান'। বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের উপরও লিখেন গ্রন্থ। তার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় গ্রন্থ সীরাতুন নবী সা.। ৫ খন্ডের এ গ্রন্থটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করেছেন সুলাইমান নদবী।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী। আমির খসরু প্রমূখের জীবনীও লিখেন। রোম ও

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়ার সফরকে কেন্দ্র করে লিখেন 'সফর নামায়ে রোম ও শাম'।

সাহিত্য সমালোচনার তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। তার লিখিত 'মুআজানায়ে আনিস ও দবির' আর 'শেরুল আজম' এর কথা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়।

তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে

১০. تنقید جرجی زیدان	১১. مقالات شبلی
১২. مکاتیب شبلی	১৩. رسائل شبلی
১৪. مثنوی صبح امید	১৫. مجموعہ نظم اردو

উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা। আর এ প্রতিষ্ঠান যাদের হাতে গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে কর্মঠ ও কৌশলী ব্যক্তিত্ব হলেন শিবলী নুমানী র.। ১৮৯৪ ইং মোতাবেক ১৩১১ হিজরী এ প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করে। বিভিন্ন ঝড় সামাল দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। ১৯১৩ ইং সালে তার মাতৃভূমি আজমগড়ে গড়ে তুলেন -'দারুল মুসান্নিফীন' বা 'লেখক সংঘ।[২]

আজমগড়ে তিনি বেশী দিন আর থাকতে পারেননি। মাত্র এক বছরের মাথায় রফিকে আলার পক্ষ থেকে ডাক আসে। ১৯১৪ সালের ১৮ নভেম্বর তিনি হাজারো ভক্ত রেখে সে ডাকেই সাড়া দেন।[৩]

ইকবাল র. শিবলী র. এর খুবই ভক্ত ছিলেন। এক সাথে সফরও করেছেন। যখন শিবলী নুমানী এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তখন যেন পৃথিবীতে নেমে এলো পাতা ঝরানো বসন্ত। বাগান হারিয়ে ফেলল তার সৌন্দর্য। এখানে বুলবুল গাইলো কি না, সমীরণ প্রবাহিত হল কিনা তা কেউ দেখার নেই। এ নিয়ে কারো উচ্ছাসও নেই। এ কথা স্মরণ করে ইকবাল লিখেন কবিতা 'শিবলী ও হালী'। যাতে তিনি বলেছেন-

خاموش ہو گئے چمنستاں کے راز دار — سرمایۂ گداز تھی جن کی نوائے درد
شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستاں — حالی بھی ہو گیا سوئے فردوس رہ نورد

''اکنوں کرا دماغ کہ پرسد ز باغباں
'' بلبل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد؟''[৪]

১। রাম বাবু সাকসিনা: তারীখে আদবে উর্দু (উর্দু অনুবাদ: মির্জা মুহাম্মদ আসকারী) পৃ ৬৪ -৭২

২। রাম বাবু সাকসিনা: পৃ ৭১

৩। মাওলানা গোলাম রাসূল মিহির : মাতালিবে বাঙ্গে দারা পৃ ২৭৪

৪। ইকবাল : শিবলী ও হালী, বাঙ্গে দারা পৃ ২২২

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুসলেহুদ্দীন সা'দী

(১১৮৫-১২১৯ইং)

শেখ মুসলেহুদ্দীন সাদী। সাদী মূলত উপাধী। তিনি ১১৮৫ ইং সনে শিরাজে জন্মগ্রহণ করেন। শিরাজের বাদশা সাদ জঙ্গীর সাথে সম্পর্ক করে এ উপাধী দেয়া দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারে পিতার তত্ত্বাবধানে করেন। তার পর মাদরাসায়ে নিজামিয়ায় ভর্তি হন। তার তাছাউফের শিক্ষকদের মধ্যে শিহাবুদ্দীন সাহরাওয়ার্দী অন্যতম। তিনি ৩০ বছর সফল করেছেন। এ সফরে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, শহর গ্রাম ভ্রমণ করে লাভ করেন অনেক অভিজ্ঞতা। তার এ অভিজ্ঞতার ফসলই হলো তার বিখ্যাত দুই গ্রন্থ গুলিস্তাঁ ও বুস্তা। গুলিস্তায় গদ্যাকারে গল্প, উপদেশ লিখেছেন। এর সাথে প্রয়োজনীয় কবিতাও জুড়ে দিয়েছেন। বুস্তা পুরোটিই কাব্যাকারে। শেখ সাদী ১২১৯ ইং সনে ইন্তিকাল করেন।

ইকবাল কল্পনায় চলে যান কিয়ামতের মাঠে বরং তার পরের অবস্থায়। বেহেশতে। সেখানে সাদীর সাথে সাক্ষাৎ হয় মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালীর। সাদী হালীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতের মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা কেমন হত? তা কিছুটা বর্ণনা করুন। তারাতো আবেগ প্রবণ, তেজস্বী। তারা এখন কি করেছে?

হালী ভারতীয় মুসলমানদের করুণ অবস্থা ও অবনতির কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, এখন নাস্তিকতা তাদের মধ্যে ভর করেছে। করুণ অবস্থার কথা যেন নবীজী না জানেন। তা যে লজ্জার ব্যাপার। ইকবাল এ কাল্পনিক কথোপকথন শেষ করেন সা'দীর দু'টি লাইন দ্বারা। যা ছিল হালীর ভাষায় ভারতীয় মুসলমানদের ব্যাপারে একটি মন্তব্য।

حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدیٔ شیراز　　ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں اک روز

یہ ذکر حضور شہ یثرب میں نہ کرنا　　سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز

خرمانتواں یافت ازاں خار کہ کشتیم

دیبانتواں بافت ازاں پشم کہ رشتیم [১]

সাদীর একটি কবিতার অংশ ইকবাল তার কবিতায় জুড়ে দিয়েছেন। নিম্নের প্রথম দু'টি লাইন ইকবালের, পরের দু'টি লাইন সাদীর।

نہ کہہ کہ صبر میں پنہا ہے چارۂ غم دوست

نہ کہہ کہ صبر معمائے موت کی ہے کشود!

دے کہ عاشق وصابر بود مگر سنگ است

زعشق تا بہ صبوری ہزار فرسنگ است [২]

১। মুহাম্মদ ইকবাল: ফেরদৌস মে এক মুকালামা, বাঙ্গে দারা পৃ: ২৪৪

২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: মাসউদ মারহুম, আরমুগানে হেজায পৃ: ২৪

Dhaka University Institutional Repository

গেটে

(১৭৪৯-১৮৩২ইং)

জার্মানী কবি। নাট্যকার। ঔপন্যাসিক। ১৭৪৯ খৃ ফ্রাঙ্ক ফোর্টে জন্ম। মৃত্যু ১৮৩২ সালে।[১]

গেটের কবিতায় ফার্সী কবি হাফিজের অনেক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি ফার্সী ছন্দও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। গেটে প্রাচ্য স্টাইলে একটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন।

ইকবাল গেটের কবিতায় অনেক প্রভাবিত হয়েছেন। এ গ্রন্থের জবাবে ইকবাল রচনা করেন 'পায়ামে মাশরিক' বা প্রাচ্যের আহবান।[২]

১৯০১ সালে যখন গালিব মারা গেলেন তখন ইকবাল রচনা করলেন 'মিরযা গালিব' কবিতা। এতে প্রসঙ্গ ক্রমে গেটের সমাধি স্থল দীমারের নাম উল্লেখ করে গেটের প্রতি ইশারা করলেন। প্রসঙ্গত বললেন-দীমারে তোমার (গালিবের) সমমনা গেটে সমাধিস্থ রয়েছে। ইকবালের ভাষায়-

نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر　　محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر
شاہد مضموں تصدق ہے ترے انداز پر　　خندہ زن ہے غنچۂ دلی گل شیراز پر
آہ! تو اجڑے ہوئی دلی می آرامیدہ ہے
گلشن دیمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے[৩]

এ কবিতায় گل شیراز বলতে হাফিজ শিরাজী এবং گلشن دیمر বলে জার্মানীর কবি গেটে বুঝিয়েছেন।

১। মকবুল আনওয়ার দাউদী : মাতালিবে ইকবাল পৃ ১১২

২। আব্দুল কাদির : ভূমিকা, কুল্লিয়াতে ইকবাল, শায়খ গোলাম এন্ড সন্স ১৯৯৭ ইং পৃ ১৭

৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : মির্জা গালিব,বাঙ্গে দারা। পৃ ২৬

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

দার্শনিক সুফী সংস্কারক

- ইমাম আবু হামিদ গাযালী র.
- মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী র.
- গুরু নানক শাহী

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ গাযালী র.

(৪৫০/১০৫৮-৫০৫হি:/১১১১ইং)

যখন ইসলামী দর্শণে গ্রীকদের আক্রমণ শুরু হল তখন আবির্ভূত হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল গাযালী র.। তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিলেন- ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানই একমাত্র সত্য ও বাস্তব।[১]

তিনি প্রমাণ করলেন নিছক যুক্তিবাদ মানুষকে প্রকৃত জ্ঞান দিতে সক্ষম নয়। দার্শনিকগণ তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রমাণে বিভ্রান্ত হয়েছেন।[২]

ইমাম গাযালী র. ইরানের তুশ নগরীতে ৪৫০ হিজরী মুতাবিক ১০৫৮ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা তুশ নগরে গ্রহণ করেন। তারপর নিশাপুরের বিখ্যাত ইমাম ও মুজতাহিদ ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আব্দুল মালিক আল জুওয়াইনী (১২ ফেব্রুয়ারী ১০২৮- ২০ আগস্ট ১০৮৫) এর নিকট লেখাপড়া করেন। ইমাম গাযালী জুওয়াইনীর ইন্তিকাল পর্যন্ত তার কাছে ধর্মীয় ও দর্শন বিষয় শিক্ষা লাভ করেন। জুওয়াইনী ছিলেন গাইরে মুকাল্লিদ। স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তার শিক্ষার প্রভাবে ইমাম গাযালীর মধ্যে ধর্মীয় ও দর্শন বিষয়ে সন্দেহ ভাব দানা বাঁধে। তিনি আকায়িদ ও ফিকহের সুক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করতে পছন্দ করতেন।

৪৮৩ হিজরী মুতাবিক ১০৯০ ইং সনে তিনি সালজুক শাসনকর্তা মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলকের (১০১৮-১০৯২) দরবারে ফকীহ-ইসলামী আইনবিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩] ফকীহ ও মুহাদ্দিস হিসেবে ৪৮৪ হিজরী মুতাবিক ১০৯১ ইং পর্যন্ত এ দায়িত্বে ছিলেন।[৪]

৪৮৪ হিজরী মুতাবিক ১০৯১ ইং সনে তিনি বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সন্দেহবাদ যেন তার আরো বেড়ে গেল। দর্শনের ক্ষেত্রে তো সন্দেহ সব সময়ই ছিল। এমনকি সেই সময়ে ধর্মীয় বিষয়েও তিনি সন্দেহে পড়ে গেলেন। তিনি প্রচার করা শুরু করলেন- যুক্তিবাদী জ্ঞানের প্রয়োজন শুধু বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা বিনষ্ট করার জন্য। শুধু দার্শনিক যুক্তিবাদের কোনই ভিত্তি নেই। ধর্ম নিয়ে তৎকালে যুক্তি পাল্টা যুক্তিতে দিশেহারা হয়ে উছিলেন ইমাম গাযালী। তাই ৪৮৩ হিজরী থেকে ৪৮৭ হিজরী পর্যন্ত সমসাময়িক বিভিন্ন দার্শনিকদের মতবাদ নিয়ে গবেষণা করলেন। তিনি শিয়াদের তালীমী বা বাতিনীদের যুক্তিও অসার প্রমাণ করলেন। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করলেন। ইমাম গাযালীর যুক্তির সামনে শিয়াদের প্রধান ধর্মপ্রচারকরাও ছিল নির্বাক।

অনেক গবেষণার পর তিনি সুফী সাধনার দিকে ঝুকে যান। ৪৮৮ হিজরী সনের

Dhaka University Institutional Repository

(১০৯৫ ইং) রজব থেকে জিকাদাহ মাস ছিল তার জীবনে চরমে মানসিক চাপের সময়। অনেক চিন্তা-ফিকিরের পর তিনি সুফীবাদকেই গ্রহণ করে মনে শান্তি আনলেন। ঘোষণা দিলেন আল্লাহ আমাকে ফিরিয়ে এনেছেন।

এ অবস্থায় তিনি বাগদাদের সকল দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সংসার ত্যাগী ভ্রাম্যমান দরবেশ হিসেবে দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন। এ সময়ে তিনি সিরিয়া, দামিশক, বাইতুল মুকাদ্দাস, মক্কা-মদীনা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন।[৫]

তিনি ১০/১১ বছর এভাবে ঘুরে ঘুরে কাটান। মাঝে মাঝে পরিবার পরিজনের খোঁজ নেয়ার জন্য বাড়ী ফিরতেন, আবার চলে যেতেন। এসময়ের সবচেয়ে বড় অবদান হল ১১ খন্ডে লিখিত ইয়হইয়াউ উলূমুদ্দীন রচনা। এছাড়া কিমিয়ায়ে সাআদাতও তখন রচনা করেন। নির্জনবাসের সময়েও দামিশকে তিনি ইয়হইয়াউ উলূমুদ্দীন পড়ানোর দায়িত্ব পালন করেন। ৪৯০ হিজরী মুতাবিক ১০৯৭ ইং সনে হজ্জও আদায় করে নেন। ৪৯৯ হিজরী সনে নির্জন বাসের সমাপ্তি টানেন। আবার দায়িত্ব নেন নিশাপুরের নিজামিয়া মাদরাসার। কিন্তু তার মন পড়ে ছিল নির্জন বাসে। তাই আবার ৫০০ হিজরী সনে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে তুশে চলে যান। তার নিজ এলাকায় একটি খানকাহ ও মাদরাসা তৈরী করলেন।

৫০৫ হিজরীর ১৪ জুমাদাস সানী মুতাবিক ১৯ ডিসেম্বর ১১১১ ইং সনে পরম বন্ধু আল্লাহর দরবারে হাজির হতে ইহধাম ত্যাগ করেন।[৬]

ইমাম গাযালীর চিন্তা-দর্শন:

ইমাম গাযালী শুরু থেকেই মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। এ জন্য জ্ঞানার্জন করেছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে। সমকালীন বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন পণ্ডিত। তার পূর্বে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সন্তান যারা নাম মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা তাদের পূর্ব ধর্মের বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করাতে থাকল। ফলে মূল ইসলামের সাথে এক সংঘর্ষ দেখা দিল। ইমাম গাযালী অন্ধভাবে বলে দেননি যে, এগুলো ভ্রান্ত। বরং তিনি সব কিছু যাচাই করতে চেষ্টা করলেন। বিরাট ছাইয়ের স্তুপ থেকে মুক্তা খোঁজার জন্য পরিশ্রম করতে লাগলে। তার মুক্ত চিন্তায় ধরা পড়ে গ্রীক দর্শন প্রভাবিত এসব বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন- ইসলামকে জানতে হলে ওহীর জ্ঞানের উপর-ই নির্ভর করতে হবে। নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে আল্লাহর ভালবাসায়।

তিনি প্রমাণ করলেন নিছক যুক্তি, তর্ক এটা বাড়াবাড়ি। তিনি সুফীবাদের অনুসারী হয়েছিলেন এবং তা মনে প্রাণে পছন্দ করেছিলেন।

তাছাউফে ইমাম গাযালীর অবদান:

তাছাউফের তিনি ভক্ত ছিলেন। তবে তাছাউফও কিন্তু ভেজালমুক্ত ছিল না। গ্রীক দর্শন অবলম্বনে ওয়াহদাতুল উজুদ বা সর্ব আল্লাহবাদ সুফীবাদকে ছেয়ে নেয়। তা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বের হয়ে আসার জন্য তিনি জোড়ালো ভূমিকা রাখেন। তাছাউফে ইরানীদের পীরপূজা ঢুকে যায়। তা তিনি বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন।

সুফীদের মধ্যে অনেক ভুল মতাদর্শ ছিল তা তিনি বন্ধ করতে সুফীবাদের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। ফিক্‌হ ও আকায়িদ সমৃদ্ধ তাছাউফ উপহার দেন। ইমাম গাযালী শাফিয়ী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি সে অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থ, মাসআলা লিখেন।

ইমাম গাযালী কর্মবিমুখ সুফীবাদের পক্ষে ছিলেন না। তিনি নির্জনবাসকালীন বাড়ীতে যেতেন। সংসারের কাজ গুছিয়ে দিয়ে আসতেন। তিনি সুফী সাধনার চরিত্র সংশোধনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

সুফী তত্ত্ব বিষয়ক প্রায় সকল গ্রন্থে চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। ইমাম গাযালী ওহীবাদ ও বুদ্ধিবাদের মাঝে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেন।[৭] সুফীবাদেও এ দুটির প্রয়োগ করেন।

ইমাম গাযালী র. কলবের উন্নতির চেষ্টা করেন। অন্ত:দৃষ্টি উন্মোচনের জন্য সাধনার পথ ও পদ্ধতি আলোচনা করেন। এ বিষয়ে মুকাশাফাতুল কুলুব নামে তার একটি গ্রন্থ-ই রয়েছে।

ইমাম গাযালী র. তাসাউফ -এর মূল উপাদান বলেছেন -আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টতা এবং একনিষ্ট ভাবে মানব সেবা করা। ইমাম গাযালী বলেন- আল্লাহর কাছে সমর্পিত এবং মানুষের প্রতি আত্ম নিবেদিত ব্যক্তিই সূফী। আল্লাহর প্রতি সমর্পনের অর্থ হল- তারই নির্দেশে সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করা। আর মানব সেবা হল- ইসলামের মূলনীতি বিরোধী নয়, এমন সব ক্ষেত্রে অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উর্ধ্বে স্থান দেয়া।[৮]

ইমাম গাযালীর রচনাবলী

ইমাম গাযালী অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা মুশকিল। ইয়হইয়াউ উলুমুদ্দীন গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লামা শিবলী নোমানী ৭৮ টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনে নদীম-এর ফিহরিস্ত, হাজী খলীফার কাশফুজ জুনুন, ইমাম গাযালীর মুনকিয ইত্যাদি গ্রন্থের সূত্রে তহাফাতুল ফলাসিফায় ৭২টি গ্রন্থের তালিকা দেয়া হয়েছে।[৯] এগুলো থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিষয় অনুসারে তুলে ধরা হলো।

ক) কুরআনের তাফসীর

১. তাফসীরে সূরা ইউসুফ

২. জাওয়াহিরুল কুরআন

৩. ইয়াকুতুত তাবীল ফী তাফসীরিত তানযীল (৪০ খন্ড)

শেষোক্ত এ গ্রন্থটির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কেউ কেউ এটি ইমাম গাযালীর নয় বলে

Dhaka University Institutional Repository

দাবী করেছেন।

খ) হাদীস

১. কিতাবুল আরবাঈন ফী উসুলিদ্দীন

গ) ফিক্‌হ

১. কিতাবুল ওসীত
২. কিতাবুল বসীত
৩. কিতাবুল ওজীয
৪. বয়ানুল কাউলাইন লিশশাফিয়ী
৫. তা'লিকা ফী ফরুইল মাজহাব
৬. খুলাসাতুর রাসায়িল
৭. ইখতিছারুল মুখতাছার
৮. গায়াতুল গাওর
৯. মজমুয়ায়ে ফাতাওয়া।

ঘ) উসূলে ফিক্‌হ

১. শিফাউল আলীল ফীল কিয়াস ওয়াত্তা'লীল
২. মুসতাছফা
৩. মুফাচ্ছালুল খিলাফ ফী উসূলুল কিয়াস

ঙ) যুক্তি বিদ্যা

১. মিয়ারুল উলুম
২. মীযানুল আমল

চ) দর্শন ও কালাম

১. তাহাফুতুল ফালাসিফা
২. মাকাসিদুল ফালাসিফা
৩. ইকতিছাদ ফীল ই'তিকাদ
৪. হাকীকতুর রূহ
৫. কিসতাসুল মুসতাকীম
৬. মাওয়াহিমুল বাতিনিয়া
৭. তাফরিকা বায়নাল ইসলাম ওয়ায যিনদিকাহ
৮. রিসালাতুল কুদসিয়া
৯. আল মুনকিয মিনাদ দালাল
১০. ইলজামুল আওয়াম

Dhaka University Institutional Repository

ছ) তাসাউফ ও চরিত্র

১. ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দীন
২. কিমিয়াতে সাআদাত
৩. মিনহাজুল আবিদীন
৪. মিরাজুস সালিকীন
৫. মিশকাতুল আনওয়ার
৬. বিদায়াতুল হিদায়া
৭. মুকাশাফাতুল কুলুব

ইমাম গাযালী রা.কে ইকবাল দেখেছেন একটু ভিন্ন চিন্তার অধিকারী হিসেবে। গাযলীর দৃষ্টিভঙ্গি-দর্শন যেন অনেক উন্নত। যার নাগাল আমরা পাইনা। এ সম্পর্কে ইকবালের এ কবিতাটি খুবই জনপ্রিয়:

رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی　　فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہی

یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی [১০]

১। S. H. Nasr & oliver liaman: History of islamic philosophy, Routlodge. 1997 London and New york Part-1, P-270

২। জেড এম শামসুল আলম : মহা পরিচালকের কথা তহাফুতুল ফলাসিফা। ইফা মে ২০০৪ পৃ [পাঁচ]

৩। S. H. Nasr & oliver liaman: History of Islamic Philosophy- Part-1, P-260

৪। আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন : অনুবাদকের ভূমিকা, তহাফুতুল ফলাসিফা পৃ: [আট]

৫। শিবলী নোমানী: তাযকিরা ইমাম গাযালী, (ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দীনের ভূমিকায় লিখিত) ১৯৭৯, পৃ ১৮

৬। S. H. Nasr & oliver liaman: History of islamic philosophy, Part-1, Part-264

৭। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ:মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান, কামিয়াব প্রকাশন,এপ্রিল২০০১ পৃ ৪৭

৮। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ:মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান, পৃ ৮০

৯। শিবলী নোমানী : তাজকিরায়ে ইমাম গাযালী (ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দীনের ভূমিকা) পৃ ২৮-৩০

১০। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জবাবে শিকওয়া, বাঙ্গেদারা পৃ ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

জালালুদ্দীন রুমী রহ.

(৬০৪/১২০৭-৬৭২/১২৭৩)

আল্লামা ইকবালের রূহানী মুরশিদ, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (আফগানিস্তানের) বালখে ৬ রবীউল আউয়াল ৬০৪ হিজরী মুতাবিক ৩০ সেপ্টেম্বর ১২০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তার পিতার নাম- মুহাম্মদ। তার পিতার উপাধী বাহাউদ্দীন। তারপূর্ব পুরুষগণ খুরাসানের বালখের অধিবাসী ছিলেন। তার মা ছিলেন আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারাযম শাহের বংশধর।[২]

তার বাবা বাহাউদ্দীন তাতারীদের আক্রমনের ভয়ে বলখ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। তার বাবা যখন রুমীকে নিয়ে ৬১০ হিজরী সনে নিশাপুরে পৌছেন তখন প্রখ্যাত সাধক খাজা ফরীদুদ্দীন আত্তার এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। আত্তার রুমীকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করে তার বাবাকে বলেন, "এ শিশুর প্রতি যত্ন নিবেন। এ ছেলে ভবিষ্যতে একজন কামিল মানুষ হবেন।" তখন মাওলানা রুমীর বয়স হয়েছিল ৬ বছর। মাওলানা রুমী তার বাবার সাথে সফর করতে থাকেন। বাগদাদ, মক্কা, দিমাস্ক সহ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ শেষে মালাতিয়ায় পৌছেন। তার পর আকশহরে চার বছর অবস্থান করে লারিন্দা গমণ করেন। সেখানে শারফুদ্দীন লালার কন্যা জাওহার খাতুনের সাথে রুমীর বিবাহ ব্যবস্থা করেন। রুমীর তখন বয়স হয়েছিল ১৮ বছর। সালজুদ রাজপুত্র আলাউদ্দীন কায়কোবাদের অনুরোধে ৬২৬ হি: সনে সপরিবারে কুনিয়া চলে যান। তখন তার বয়স ছিল ২২ বছর। এর দু বছর পর ৬২৮ হিজরীর ১৮ রবীউস সানী (১২৩১ইং) তার পিতা ইন্তিকাল করেন।[৩]

মাওলানা রুমীর পিতা ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজেই অন্যদের মাঝে দরস দিতেন। তাছাউফের চর্চাও তিনি করতেন। মাওলানা রুমী তার পিতার সাথে থেকে কুরআন, হাদীস ও তাছাউফ শিক্ষা করেন। পিতার ইন্তিকলের পর পিতার শাগরিদ এবং পরবর্তীতে খলীফা বুরহানুদ্দীন মুহাক্কিকের কাছে আরো মারিফত শিক্ষা করতে থাকেন। ৬৩৭ হিজরী পর্যন্ত ৯ বছর তার কাছে মারিফাত শিক্ষা লাভ করেন।[৪]

শিক্ষা সফর:

মাওলানা রুমী ৬৩০ সনে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফর করেন। পথিমধ্যে হলবে অবস্থান করেন। সেখানে মাদরাসায়ে হালবিয়ায় ইলম অর্জন করতে থাকেন। সেখানে তিনি ছাত্র হলেও অনেক ক্ষেত্রে উস্তাদের ভূমিকাও রাখেন। লেখক ও গবেষক সিপাহসালারের বক্তব্য অনুযায়ী, "যে সব কঠিন বিষয় কেউ সমাধান করতে পারতোনা তিনি তা সমাধান করতে পারতেন। এর সপক্ষে এমন কিছু কারণ বর্ণনা করতেন যা কোন কিতাবে পাওয়া যেত না।"[৫]

Dhaka University Institutional Repository

হালবিয়া থেকে তিনি দিমাস্ক চলে যান। সেখানে যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে পড়া শুনা করেন। ৬৩৪/৬৩৫ হিজরী সনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কুনিয়ায় চলে আসেন। সেখানে তার মুরশিদ বুরহানুদ্দীনের কাছে ৬৩৭ পর্যন্ত মারিফাত শিক্ষা করেন।

শিক্ষকতা:

মুরশিদের ইন্তিকালের পর তিনি শিক্ষকতায় আত্ম নিয়োগ করেন। পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি দরস দিতে থাকেন। তার তৎকালীন ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪০০জন ওয়াজ নসীহতেও গুরুত্বের সাথে সময় দেন। ফাতওয়া লেখার দায়িত্বও ছিল তখন। সরকারী ভাবে এজন্য এক দিনার সম্মানী ছিল। ৬৪২ হি: পর্যন্ত তিনি সাধারণ আলেমের মতই জীবন যাপন করেন। শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।[৬]

মাওলানা রুমীর জীবনে শামস তিবরিযী:

মাওলানা রুমী তখন কুনিয়ায় শিক্ষকতা নিয়ে ব্যস্ত। শামস তিবরিযী ২৬ জুমাদাল উখরা ৬৪২ হিজরী কুনিয়ায় পৌছলেন। একদিন মাওলানা রুমী বাহনে চড়ে চলছিলেন। ছাত্র-জনতা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ছিল। আর বিভিন্ন প্রশ্ন করে তার উত্তর জেনে নিচ্ছিল। শামস তাকে দেখে সামনে এগিয়ে গেলেন। এবার শামস তিবরিযী জিজ্ঞাসা করলেন - আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইলমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি? মাওলানা রুমী জবাব দিলেন- আদব আখলাক জানা, শরীয়ত জানা। তিবরিযী বললেন- না। বরং উদ্দেশ্য হল- জানা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এর সপক্ষে তিবরিযী পড়লেন হাকীম সানায়ীর একটি কবিতা-

علم کز تو ترا نہ بستاند جہل ازاں علم بہ بود بسیار

এ কবিতা ও কথা শুনে রুমীর অন্তরে তোলপাড় শুরু হল। তিনি তিবরিযীকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ৪০ দিনি মতান্তরে ৬ মাস এক ঘরে থাকলেন তিবরিযী ও রুমী। সাধারণ লোকদের যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল। রুমীর দরসও বন্ধ থাকল। মাওলানা রুমী জ্ঞান আহরণ করতে থাকলেন শামস তিবরিযী থেকে।[৭]

এ অবস্থা রুমীর ছাত্রদের কাছে ছিল অসহনীয়। তারা বিভিন্ন কৌশলে শামস তিবরিযীকে সরাতে চাইল। এতে সফলও হল। শামসুদ্দীন ১ শাওয়াল ৬৪৩ হিজরী ঈদুল ফিতরের দিনি কুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। সোয়া এক রছরের সাগরিদ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী অস্থির হয়ে পড়লেন। ছাত্রদের সাথে আর মেশা হল না।

অবস্থা বেগতিক দেখে শামস তিবরিযীকে খোঁজে আনা হল। আবার জীবন ফিরে পেলেন রুমী। তিবরিযীকে নিজ বাসভবনে সপরিবারে আশ্রয় দিলেন মাওলানা রুমী। তার ছাত্ররা এবার শামস তিবরিযীর কাছে ক্ষমা চাইল। কিছু দিন ভালই কাটলো। আবার পারিবারিক ভাবে ভুল বুঝাবুঝি দেখা দিল। এক পর্যায়ে ৬৪৫ হিজরী সনে শামসুদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

তিবরিযী হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। কেউ তাকে খোঁজে পেল না।

মাওলানা রুমী আবার অস্থির হয়ে উঠলেন। নিজেই খোঁজে বের হলেন। কিছু দিন খোঁজাখুজির পর এ ভেবে মনে মনে সান্তনা নিলেন- তিনিই শামস তিবরিযী। শামস তিবরিযীর সব কিছুই তার মাঝেই তো আছে।[৮]

মাওলানা রুমী সর্বদা একজনকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতেন। শামস তিবরিযীর অনুপস্থিতিতে এ স্থান দখল করে নিলেন শায়খ সালাহুদ্দীন যারকুব। তার মৃত্যুর পর এ স্থানে এলেন হুসামুদ্দীন চালাপী। তারা সবাই মাওলানা রুমীর বাতিনী কামালিয়াতকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। দিওয়ান আর মাছনবী তাদের অনুপ্রেরণার ফসল।

মাওলানা রুমী ছিলেন জীবন্ত প্রেমের কবি। আল্লাহর প্রেমে সর্বদা ডুব দিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। আর এ শিক্ষাই দিয়েছেন তার মাছনবী জুড়ে। আত্মিক উৎকর্ষ আর চারিত্রিক উন্নতি তার কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মানবতাকে জাগ্রত করেছেন তার কবিতায়।

মৃত্যু :

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী ৫ জুমাদাল উখরা ৬৭২ হিজরী সনে সূর্যাস্তের সময় এ দুনিয়া ছেড়ে তার প্রকৃত বন্ধু আল্লাহর কাছে চলে যান।[৯] জানা যায় তার মৃত্যুর ৭দিন পূর্ব থেকে মতান্তরে ৪০ দিন পূর্ব থেকে কুনিয়া শহরে ভূমিকম্প হতে থাকে। লোকেরা এসে তার কাছে এ বিষয়টি উপস্থাপন করলে তিনি জবাবে বললেন, "জমিন ক্ষুধার্থ। লোকমা চাচ্ছে। খুব শীঘ্রই লোকমা পেয়ে যাবে। তখন এ সমস্যাও কেটে যাবে।"[১০] কদিন পর রুমীকে জমিন গ্রহন করেই শান্ত হয়েছিল।

মাওলানা রুমী আজীবন সাধনা করে গেছেন। দেখিয়ে দিয়ে গেছেন আল্লাহর পথ। এ পথ ভালবাসার। এ পথ আল্লাহর মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলার।

আল্লামা ইকবাল ছিলেন জালালুদ্দীন রুমীর ভক্ত। ইকবাল তাকে রুহানী মুরশিদ মনে করতেন। রুমীর আদর্শ, আখলাক, ইকবালকে আকর্ষন করেছে অনেক বেশী। রুমীর বিভিন্ন কিতাব পড়ে ইকবাল যা আহরণ করেছেন তা তার কাব্য জগতের অনন্য পাথেয়। ইকবালের কবিতার অনেক স্থানেই মাওলানা রুমীর কবিতার বিষয় বস্তু নিয়ে এসেছেন। অনেক স্থানে তো সরাসরি উল্লেখ করেছেন রুমীর বক্তব্য।

ইকবাল বাঙ্গে দারার জবাবে খিজির কবিতায় মুসলমানদের উত্থানের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন- আল্লামা রুমী বলেছেন, কোন পুরাতন ঘরকে আবাদ করতে চাইলে, অনেক উঁচু বিল্ডিং করতে চাইলে প্রথমে পুরাতন ঘর ভেঙ্গে দিয়ে তার উপর

Dhaka University Institutional Repository

ফাউন্ডেশন দিতে হবে। পুরাতন ঘর না ভেঙ্গে সেখানে মজবুত বিল্ডিং বা ঘর তৈরী করা সম্ভব নয়। ইকবালের ভাষায়-

گفت رومی ہر بنائے کہنہ کآباداں کنند

می ندانی اول آں بنیاد را ویراں کنند؟ ১১

ইকবাল রুমীর জীবন ও সাহিত্য গভীর ভাবে মুতালায়া করেন। অনেক পড়াশুনার পর তিনি উপলব্ধি করতে পারেন- এক লক্ষ ভীরু জ্ঞানীর চেয়ে একজন সাহসী যোদ্ধা বেশী কার্যকরী। যদি এমন সাহসী লোক পাওয়া যায় তাহলেই বিজয় লাভ করা সম্ভব। ইকবালের ভাষায়-

صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش

لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف!

مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی

اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لاتخف

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ১২

ইকবাল রুমীর চরিত্র মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বারবার বলেছেন তার মত আখলাক গ্রহণ করতে। বিশেষ করে মানবতার জন্য দরদ, সৃষ্টিজীবের প্রতি ভালবাসা ছাড়া কখনই কোন বড় কাজ এগিয়ে নেয়া যায় না। রুমীর ছিল সেই গুণ। এ গুণের প্রশংসায় ইকবাল বলেন-

اسی کشمکش میں گذریں مری زندگی کی راتیں

کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی! ১৩

রুমী ছিলেন আল্লাহ প্রেমিক। আল্লাহর স্মরণেই ডুবে থাকতে ভালবাসতেন। তার কবিতায় সেই সুরই বারবার বেজে উঠে। অপর দিকে আবু আলী ইবনে সিনা, ফারাবী, রাযী প্রমুখ ছিলেন দার্শনিক। চিন্তাজগতের মানুষ। চিন্তার একটি পর্যায় আছে আবার আবেগ ভালবাসারও একটি পর্যায় আছে। আবেগ ভালবাসায় যা জয় করা যায় তা চিন্তা-দর্শনে জয় করা যায় না। তাই ইকবাল বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

نے مہرہ باقی، نے مہرہ بازی　　　جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی!১৪

জিকির ও ফিকির কবিতায় ইকবাল দুটির মধ্যে তুলনা মূলক আলোচনা করেন। আর প্রমাণ করেন দু'টির উদ্দেশ্য একই। আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়ার জন্য রুমী জিকিরের পথ নিয়েছেন। আবু আলী সিনা নিয়েছেন ফিকিরের পথ। ইকবালের ভাষায়-

مقام ذکر کمالات رومی وعطار

مقام فکر مقالات بوعلی سینا১৫

ইকবাল পীর ও মুরীদ কবিতায় ভারতীয় মুরীদের মুখে অনেক কথাই বের করেছেন প্রশ্নাকারে। এ জবাব দেবার জন্য পেশ করেছেন পীর রুমীর কাছে। পীর রুমী জবাব দিয়েছেন ফার্সী ভাষায় সুন্দর আকর্ষণীয় ছন্দে। ২৪ বার মুরীদ প্রশ্ন করেছে আর রুমীর ভাষায় ইকবাল জবাব দিয়েছেন। যার শুরু হয়েছে এভাবে-

مرید ہندی

چشم بینا سے ہے جاری جوے خوں-علم حاضر سے ہے دیں راز و زبوں

پیر رومی

علم را بر تن زنی مارے بود!

علم را بر دل زنی یارے بود!১৬

ইকবাল নিজেকে রুমীর নেতৃত্বাধীন চালাতে ভালবাসেন। যে কাফেলার সালার রুমী সে কাফেলার যাত্রী হিসেবে নিজেকে সম্বোধন করেছেন ইকবাল।

ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار

اک بحر پر آشوب و پر اسرار ہے رومی!

تو بھی اس قافلہ شوق میں اقبال!

جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی ১৭

ইকবাল রুমীর এতই ভক্ত ছিলেন যে, রুমী নামে একটি কবিতা-ই লিখেন। যা যরবে কালীমে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল রুমীর মতো মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তার মতো আরো ব্যক্তি হোক তা-ই কামনা করেন। তিনি মনে করে আমজের বাগান থেকে কোন রুমী জন্মালো না। সেই পুরাতন রুমী আর তিবরিযী ও দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। ইকবারের কবিতায়

حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا
کہ پیدائی تری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی!
نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے
وہی آب وگل ایراں، وہی تبریز ہے ساقی!
نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی![১৮]

১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ইসলামী বিশ্বকোষ খন্ড - ১১, পৃ: ৫১৬

২। সায়্যিদ আবুল হাসানা আলী নদবী: তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লাখনৌ, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৯৯হি:/ ১৯৭৯ ইং ১ম খন্ড পৃ: ৩৩৮

৩। ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ইসলামী বিশ্বকোষ খন্ড ১১, পৃ: ৫১৭

৪। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী: তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত ১ম খন্ড পৃ: ৩৪১

৫। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী: পৃ: ৩৪২

৬। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী: পৃ: ৩৪৩

৭। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী: পৃ: ৩৪৫

৮। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী: পৃ: ৩৫১

৯। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী: পৃ: ৩৫৬

১০। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী: পৃ: ৩৫৫

১১। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জবাবে খিজির, বাঙ্গে দারা পৃ: ২৬৪

১২। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জবাবে খিজির, বাঙ্গে দারা পৃ: ২৬৪

১৩। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বালে জিবরীল পৃ: ১৭

১৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বালে জিবরীল পৃ: ১৭

১৫। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: জবাবে কালীম পৃ: ২৩

১৬। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: পীর ও মুরীদ, বালে জিবরীল পৃ:১৩৪

১৭। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: ইউরোপ সে এক খত, বালে জিবরীল পৃ:১৪৮

১৮। ড. মুহাম্মদ ইকবাল: বালে জিবরীল প: ১১

Dhaka University Institutional Repository

গুরু নানক শাহী
(১৪৬৯-১৫৩৯)

হিন্দু ধর্মে জন্ম গ্রহণ করেও যিনি একত্ববাদের কথা বলেন, মানুষকে তার প্রভুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি হলেন শিখ গুরু নানক শাহী। তার জন্ম হয় ১৪৬৯ ইং সালের ১৫ এপ্রিল, পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শেখ পূর অঞ্চলে। তার আবাসভূমির প্রাচীন নাম তালুন্ডী রাই ভূঁই। তার বাবা মহাথ একজন পাটোয়ারী ছিলেন। ছেলের লেখা পড়ার জন্য বাড়ীতেই পড়ার ব্যবস্থা করেন। নানক শাহী হিন্দি ভাষা শিখেন গোপাল পন্ডিত থেকে। সংস্কৃত পড়েন বুর্জনাথ শর্মার কাছে। আর ফার্সী শিক্ষা করেন সায়্যিদ হাসান বা কুতুবুদ্দীন নামক এক আলেমের কাছে। ১৪৮০ সালে হিন্দু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী যখন তাকে তার বাবা পৈতা পরাতে চান তখন তিনি তা পরতে অস্বীকার করেন।

নানক ছোট বেলা থেকেই এক আল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। ইসলাম ধর্মীয় অনেক আচার-অনুষ্ঠান তার মাঝে প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে সাম্যনীতি তাকে আকৃষ্ট করে। হিন্দু সমাজে শুদ্র জাতিকে হেয় করা তিনি ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। ১৪৮৪ ইং সনে খাজা ফরিদ গাঞ্জেশাকরের উরসে যোগদেন। তার বাবা-মা তাকে সংসারী করাতে চাইলেও তিনি সংসারী মায়া ত্যাগ করার চেষ্টা করেন। এক সময় তিনি কাহলুল লোদীর মাল গুদামের ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন।

গুরু নানকের চারটি ভ্রমণ প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। প্রথম ভ্রমণে একত্ববাদের কথা ভারতের বিভিন্ন উপাসনালয়ে পৌঁছিয়ে দেন। তখন তিনি বঙ্গ দেশ ও আসামের ২০টি শহরে অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেন।

ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে ছিল তার দ্বিতীয় সফর। তিনি আজমীর, পাটনা, নাসিক, রাস-কুমার, চিতোর, সোমনাথ ও উচ ভ্রমণ করেন।

১৫১৪ সালে তৃতীয় ভ্রমণে বের হন। তার ভ্রমণ ছিল কালু ও চানবার পাহাড়ী এলাকা, কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম ও ভুটানের বিভিন্ন স্থান।

১৫১৮ সালে তিনি চতুর্থবারের মত সফরে বের হন। জামপুর, শিকারপুর, হায়দারাবাদ, সিন্ধু ও সুরাতে যান। এসময়ে মক্কা ও মদীনায় পৌঁছেন বলে জানা যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে বাগদাদ, তুরান, জালালাবাদ ও পেশোয়ার গমণ করেন।

১৫২১ সালে ঈমানাবাদে জহিরুদ্দীন বাবরের সাথে সাক্ষাৎ করেন বলে জানা যায়। ১৫২২ সালে ঈমানাবাদ থেকে করতারপুরে চলে যান। ১৫৩৯ পর্যন্ত এখানেই থাকেন। এখানেই ইন্তিকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর ৭মাস ১০ দিন। শিখদের ধর্মীয় গ্রন্থ হল "গ্রন্থ সাহেব"।[১]

Dhaka University Institutional Repository

গুরু নানক একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ইকবাল এ বিশ্বাসকে স্বাগত জানান। ইকবাল এ নিয়ে প্রশংসাও করেন। ইকবাল হিন্দুস্থানের বাচ্চাদের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম লাইনেই বলেন মুঈনুদ্দীন চিশতী যে দেশে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়েছেন, আর নানক যে বাগানে একত্ববাদের গান গেয়েছেন।

چشتی نے جس زمیں میں پیغام حق سنایا

نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا[২]

ইকবাল বাঙ্গে দারায় 'নানক' নামে ৯ লাইনের একটি কবিতা লিখেন। এ কবিতায় গৌতম বৌদ্ধের সাম্যতার কথা এনেছেন। কিন্তু তা তার দেশে স্থান করে নিতে পারেনি। তা স্থান পেয়েছে অন্য দেশে, চীন জাপানে। হিন্দু ধর্মের শুদ্ররা সাম্যতা বঞ্চিত হয়ে পেরেশান অপর দিকে ব্রাহ্মনরা মনে করে তাদের সমান আর কেউ নয়। হিন্দু ধর্মমতে যদি কোন শুদ্রের ছায়া ব্রাহ্মনের গায়ে পড়ে তাহলে ধর্ম মতে ব্রাহ্মনকে স্নান করতে হয়।[৩]

যখন ভারত থেকে ধর্মীয় সাম্যতা বিদায় নিল, যখন মুর্তি পূজায় ভরে গেল ভারত তখন ভারতের পাঞ্জাবে আবার জন্ম নিল একত্ববাদী, এক কামিল ইনসান গুরু নানক শাহী। তা যেন আযরের ঘরে জন্ম নেয়া ইবরাহীম। যা ইকবালের ভাষায়-

شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی، لیکن زمیں قابل نہ تھی

آہ! شودر کے لئے ہندوستاں غم خانہ ہے درد انسانی سے اس ہستی کا دل بیگانہ ہے

برہمن سرشار ہے اب تک لئے پندار میں شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں

بتکدہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا

پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے

ہند کو اک مرد کامل نے جگایا خواب سے![৪]

১। ই. ফা: ইসলামী বিশ্বকোষ খন্ড১৩, পৃ ৭১৮-৭১৯

২। ইকবাল: হিন্দুস্তানী বাচ্চোকা কওমী গীত, বাঙ্গে দারা পৃ৮৭

৩। গোলাম রসূল মিহির : মাতালিবে বাঙ্গে দারা পৃ২৬৭

৪। ড. মুহাম্মদ ইকবাল : নানক, বাঙ্গে দারা, পৃ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আল্লামা ইকবাল র. তার কবিতার মাধ্যমে মুসলমাদেরকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তার কবিতায় বিভিন্ন শাসকের ভাল দিক নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্য উপদেশ হিসেবে। আবার কারো শোচনীয় পরিণতির কথাও এনেছেন স্থানে স্থানে। যেন অত্যাচারী, অবাধ্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে। সাবধান হয়। এমনি ভাবে নবী-রাসূল, কবি-সাহিত্যিক প্রমুখের জীবনের টুকরো অংশও নিয়ে এসেছেন তার কবিতায়। এ সব নিয়েই কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিক্ষা ও গবেষণার শেষ নেই। এ গবেষণাটি পরিপূর্ণ গবেষণা এ দাবী করতে পারব না। এরপরও আরো অনেক নতুন তথ্য বের করা সম্ভব। আমার সময়, সুযোগ ও সাধ্য অনুযায়ী আল্লামা ইকবাল র. এর কবিতায় আলোচিত ব্যক্তিত্ব এবং ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে আলোচনায় একটা পূর্ণতা আনার চেষ্টা করেছি।

গবেষণার ভাষা একটু কঠিন ও রস-কসহীন হয়ে থাকে। আমি একজন সাহিত্যের ছাত্র, আর যার কবিতা নিয়ে আলোচনা করছি তিনিও সাহিত্যিক। তাই অনিচ্ছা সত্বেও সাহিত্যরস স্থানে স্থানে চলে এসেছে। আশা করি তা সকলের কাছে সুখপাঠ্য হিসাবে গণ্য হবে। তবে তথ্যে কোন কাল্পনিক ব্যাপার আনা হয়নি। সব তথ্যই এসেছে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ অবলম্বনে।

এ গবেষণাটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অলীউদ্দীন, মুহাম্মদ, শায়খ : আলইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল লি ছাহিবিল মিশকাত (মিশকাতের শেষে সংযুক্ত) আলমাকতাবাতুর রশিদিয়া, দিল্লি, ভারত।

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, কুরাইশী : আয়নায়ে ইকবাল। আয়নায়ে আদব, আনারকলি, লাহোর, পাকিস্তান। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. : মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান কামিয়াব প্রকাশন ঢাকা,এপ্রিল ২০০১

আলীম, এ কে এম আব্দুল : ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জানুয়ারী ১৯৯৬

আলী নদবী, আবুল হাসান,সায়্যিদ : তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত, ১ম খন্ড। মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম লাখনৌ, ভারত। ২য় প্রকাশ ১৯৭৯ ইং/ ১৩৯৯ হিঃ

: নবীয়ে রহমত (অনুবাদ : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী) মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম,ঢাকা। জুলাই ১৯৯৭

: নুকুশে ইকবাল মজলিশে তাহকিকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম। লাখনৌ, ভারত। সপ্তম প্রকাশ। ১৪১৪ হিঃ ১৯৯৪

ইকবাল, মুহাম্মদ, ড. : বাঙ্গেদারা ইতিকাদ পাবলিকেসন্স হাউজ, দিল্লি, ভারত। প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ ইং।

: বালে জিবরীল ইতিকাদ পাবলিকেসন্স হাউজ, দিল্লি, ভারত। প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

: জরবে কালীম
ইতিকাদ পাবলিকেসন্স হাউজ, দিল্লি, ভারত।
প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ ইং।

: আরমুগানে হেজায
ইতিকাদ পাবলিকেসন্স হাউজ, দিল্লি, ভারত।
প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ ইং।

: পায়ামে মাশরিক
শাইখ গোলাম আলী এন্ড সন্স
লাহোর, পাকিস্তান।
প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ইং, পঞ্চদশ প্রকাশ ১৯৭৮ ইং।

: আসরারে রুমুয।
শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স, লাহোর, পাকিস্তান।
দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৫ ইং

: জাবীদ নামা।
গোলাম আলী এন্ড সন্স। ৬ষ্ঠ প্রকাশ। ১৯৭৪ ইং।

: কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু)
ইতিকাদ পাবলিকেসন্স হাউজ, দিল্লি, ভারত।
প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ ইং।

ইদরীস,মুহাম্মদ : খানদানে নবুওয়াত।
মাকতাবায়ে রাহমানিয়া।
লাহোর; পাকিস্তান। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫ ইং

ইবনে কাছির, ইসমাঈল, ইমাম : তাফসীরুল কুরআনুল আযীম, চতুর্থ খন্ড।
(তাফসীরে ইবনে কাছীর)।
কাদীমী কুতুব খানা, করাচী, পাকিস্তান।

ইসমাঈল, শাইখ মুহাম্মদ, পানিপথী : দশ বড়ে মুসলমান
শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স, লাহোর, পাকিস্তান।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ইসলাম বিশ্বকোষ খন্ড ১১
ইসলাম বিশ্বকোষ খন্ড ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ছানাউল্লাহ, আলউছমানী, কাজী : তাফসীরুল মাজহারী, ৬ষ্ঠ খন্ড।
মাকতাবায়ে রশিদিয়া, কুয়েটা, পাকিস্তান।

জামিল, মুহাম্মদ আহমদ : মাহফিলে আম্বিয়া, ফিরোজ সন্স লিঃ।
লাহোর, পাকিস্তান। প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।

জয়নুল আবেদীন, কাযী মিরাঠী : খেলাফতে রাশেদা।
(অনুবাদ : মাওলানা লিয়াকত আলী)
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত
দারুর রাশাদ,ঢাকা।তৃতীয় প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৩।

তারেক, আব্দুস সবুর : আল্লামা ইকবাল আওর কুরুনে উলাকে
মুসলমান মুজাহিদীন।

দাউদী, মাকবুল আনওয়ার : মাতালিবে ইকবাল
ফিরোজ সন্স লিঃ। লাহোর পাকিস্তান।
১ম প্রকাশ ১৯৮৪

নকবী, নূরুল হাসান : ইকবাল : শায়ির ওয়া মুফাক্কির
এডুকেশনাল বুক হাউজ, ভারত, ২০০০ইং

নাছির, নাছীর আহমদ,ড. : পয়গাম্বরে আযম ওয়া আখির।
ফিরোজ সন্স লিঃ। করাচী, পাকিস্তান।
১ম প্রকাশ ১৯৮৮।

মিহির, গোলাম রসূল, মাওলানা : মাতালিবে বাঙ্গে দারা।
শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স
লাহোর পাকিস্তান। পঞ্চম প্রকাশ ১৯৭৬।

: মাতালিবে বালে জিবরীল
শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স
লাহোর পাকিস্তান, ১৯৭৬

: মাতালিবে জরবে কালীম
শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স
লাহোর পাকিস্তান, ৬ষ্ঠ প্রকাশ ১৯৭৬

Dhaka University Institutional Repository

রফীক যাকারিয়া, ড. : ইকবাল : শায়ির আওর সিয়াসত দাঁ।
আঞ্জুমানে তারক্কী উর্দু, নয়াদিল্লি ভারত ১৯৯৫

রশিদ আখতার নদবী : মুসলমান হুকুমরান।

রেজা-ই-করীম, মুহাম্মদ : আরব জাতির ইতিহাস। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭২,দ্বিতীয় পুন:মুদ্রণ ২০০০

মিয়া, মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ : তারিখুল ইসলাম
আশরাফিয়া লাইব্রেরী
ঢাকা জানুয়ারী ২০০৩

শফী, মুহাম্মদ, মুফতী : তাফসীরে মাআরিফুর কুরআন
এদারাতুল মাআরিফ, কুমিল্লা। প্রকাশকাল নেই।

: তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ভলিয়ম ৪
এদারায়ে আশরাফী, ভারত। প্রকাশকাল নেই।

: সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া।
থানভী লাইব্রেরী, ঢাকা।

শাদানী, আন্দালীব, ড. : তাহকীক কী রৌশনী মে।
শায়েখ গোলাম আলী এন্ড সন্স
লাহোর, পাকিস্তান, ১৯৬৩ইং।

শাহনাওয়াজ, এ কে এম : ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস
(মধ্যযুগ: সুলতানি পর্ব)।
প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা।১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০০২

শিবলী নোমানী, আল্লামা : সীরাতুন নবী সা.
(অনুবাদ : মাওলানা মহিউদ্দীন খান)।
মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা। পঞ্চম সংস্করণ ১৯৯৮

: তাযকিরা ইমাম গাযালী
(ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দীনের ভূমিকায় লিখিত)
কুতুব খানায়ে দারুল ইশায়াত
লাহোর, ১৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

সাকসিনা,রামবাবু : তারীখে আদবে উর্দু।
(উর্দু অনুবাদ : মির্জা মুহাম্মদ আসকারী)
মাতবায়ে মুন্সী নিউল কিশোর, লাখনৌ।

সুলাইমান, নদবী, আল্লামা সায়্যিদ : সীরাতে আয়িশা
মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম
লাখনৌ, ভারত।

সুহা, নবী আহমদ : আসহাবে রাসুল আওর উনকে কারনামে,প্রথম খন্ড।
ফিরোজ সন্স লি:, লাহোর, পাকিস্তান। প্রকাশকাল

সিরাজউদ্দীন,অধ্যাপক মাওলানা : কাছাছুল আম্বিয়া।
আলিফ পাবলিকেশন্স, ঢাকা। আগস্ট ২০০৪

হাফিজ শামসুদ্দীন শিরাজী : হাফিজ নামা। প্রথম খন্ড তেহরান, ইরান।
সপ্তম প্রকাশ ১৩৭৫

Nasr,S. H. & oliver liamarn : History of islamic philosophy
Routlodge. 1997
London and New york Part-1, Part-270